শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার
৯ থেকে ২২ অক্টোবর
(প্রতিদিন দোকান খোলা)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 17 October, 2020 ■ আগরতলা, ১৭ অক্টোবর ২০২০ ইং ■ ৩০ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কৃষকরা শক্তিশালী হলেই অপুষ্টির বিরুদ্ধে লড়াইও শক্তি পাবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর (হি.স.)।। কৃষকরা শক্তিশালী হলেই, তাঁদের আয় বৃদ্ধি পেলেই অপুষ্টির বিরুদ্ধে লড়াইও আরও শক্তি পাবে। কৃষক স্বার্থে ও অপুষ্টির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন খতিয়ান তুলে ধরে শুক্রবার এমনই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার খাদ্য এবং কৃষি সংগঠনের ৭৫ তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ৭৫ টাকার স্মারক কয়েন উন্মোচন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষ্যে সবাইকে শুভকামনা। সমগ্র বিশ্বে অপুষ্টি দূরীকরণের জন্য যাঁরা নিরন্তর কাজ করে চলেছেন, তাঁদেরও অভিনন্দন। ভারতের কৃষক, আমাদের কৃষি বিজ্ঞানী, অঙ্গনওয়াড়ি এবং আশা কর্মীরা অপুষ্টির বিরুদ্ধে আন্দোলনের ভীত। নিরন্তর পরিশ্রমের মাধ্যমে তাঁরা যেমন দেশের অন্ন ভান্ডার ভরেছেন, তেমনই বহুদূরে দরিদ্রদের কাছে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে সরকারকে সাহায্য করেছেন।

উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, অল্প বয়সে গর্ভধারন, শিক্ষার অভাব, জানার অভাব, শুদ্ধ জল না থাকা, স্বচ্ছতার অভাব-এ সবের জন্য অপুষ্টির লড়াইয়ে আমাদের যে প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া উচিত ছিল, তা আমরা পাচ্ছি না। মেয়েদের বিয়ের সঠিক কী হওয়া উচিত, তা নিয়েও আলোচনা চলছে। প্রধানমন্ত্রী জানান, অপুষ্টি মোকাবিলায় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ চলছে। এখন দেশে সেই সমস্ত ফসলে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে, যে সমস্ত ফসলে প্রোটিন, আয়রন, জিঙ্ক প্রভৃতি থাকে।

প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, গোটা বিশ্বে করোনা সংকটের মুহূর্তে অনাহার-অপুষ্টি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। ভারতে বিগত ৭-৮ মাস ধরে প্রায় ৮০ কোটি দরিদ্রদের বিনামূল্যে রেশন পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এই সময়ে, দরিদ্রদের জন্য প্রায় দেড় লক্ষ কোটি টাকার খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে। বিগত বছরগুলিতে ভারতে উন্নত বীজ গবেষণা ও বিকাশে প্রশংসনীয় কাজ হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের ২৮টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ওয়ান নেশন ওয়ান রেশন কার্ড সিস্টেম সুনিশ্চিত করা হয়েছে। সম্প্রতি কৃষক্ষেত্রে তিনটি বড় সংস্কার হয়েছে, দেশের কৃষি ক্ষেত্রে সংস্কার এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধিতে যা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের কৃষকরা যখন শক্তিশালী হয়ে উঠবেন, তাঁদের আয় বাড়বে, অপুষ্টির বিরুদ্ধে অভিযানও সমান শক্তি পাবে।

টিএমসিতে ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বিরুদ্ধে ভুল চিকিৎসায় রোগী মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল চত্বরে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় মিলন চক্র এলাকার গুরুপদর চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তিকে বিগত ১০দিন আগে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। অপারেশন করানোর পর থেকে রোগীর শারীরিক অবস্থার চরম অবনতি হত থাকে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে রোগীকে আইসোলেশন এ নিয়ে যাওয়া হয়। আইসোলেশন এ থাকা অবস্থায় প্রচুর টাকা খরচ করে রোগীর পরিবারের লোক জনেরা। কিন্তু রোগীকে শেষ রক্ষা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে শপিং মলগুলিতে ভিড় বাড়ছে, করোনার প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। শারদোৎসব আর কয়েকদিন বাকি। করোনা আবহে পুজা উদ্যোক্তাদের আয়োজনে লাগাম টানা হলেও বাজারগুলিতে লোকসমাগম কিন্তু বাড়ছে। শুক্রবার রাজধানী আগরতলা শহরে ব্যাপক সংখ্যায় লোক সমাগম হয়েছে। বিভিন্ন শপিং মলগুলিতে ক্রেতাদের ভিড় লক্ষা করা গিয়েছে। করোনা আতঙ্ক যেন মানুষের মন থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে।

বিকিকিনি তুলনামূলক ভাল হওয়ায় বেজায় খুশি ব্যবসায়ীরা। কিন্তু, প্রশ্ন হচ্ছে এদিন প্রতিটি শপিং মনে দেখা গিয়েছে সামাজিক দূরত্বের কোন বালাই নেই। ছিল না কোন ধরনের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার মতো ব্যবস্থা। করোনাকে যে পদদলিত করে জনজোয়ার নামছে রাজধানী আগরতলা শহরের বাজার ও শপিংমলগুলিতে।

যদিও উৎসবের মরশুমে করোনার প্রকোপ বৃদ্ধি পাবে বলে আশংকা ব্যক্ত করেছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। আনলক ঘোষণা হওয়ার পর বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছাড় দেয়া শুরু হয়। রাজ্য সরকারও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে সংঘবদ্ধ হামলায় আহত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৬ অক্টোবর।। জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে প্রতিবেশীদের সংঘবদ্ধ হামলায় গুরুতর আহত এক ব্যক্তি। জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা হল বিলোনীয়ার কৃষ্ণনগর কান্ডে বিজেপি বুথ সভাপতি ও তার বড় ভাইয়ের বিরুদ্ধে। যেকোন সময় গ্রেপ্তার হতে পারে দুই ভাই। অভিযুক্ত বুথ সভাপতির নাম সুনীল মহাজন এবং তার ভাইয়ের নাম মরণ মহাজন।

জমি সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে শাসক দলের বাহুবলি বুথ সভাপতি ও তার বড় ভাই এলাকার সৌম্য মহাজন নামে এক ব্যক্তিকে বৃহস্পতিবার ধারালো দা দিয়ে এলাকার গ্রামপ্রধান কান্তির মল্লর সামনে বেধরক কোপায়। এলাকার কৃষ্ণ দাস নামে এক ব্যক্তি সৌম্য মহাজনের চিৎকার শুনে এগিয়ে আসায় কোনক্রমে সৌম্য মহাজন সুনীল ও মরণের হাত থেকে রক্ষা পায়। শুক্রবার প্রথমে আহত সৌম্য মহাজনকে ঋষ্যমুখ হাসপাতালে ও পরে বিলোনীয়া হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিজ জমিতে ঘাস কাটতে গিয়ে বিএসএফের মারে গুরুতর আহত কৃষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ অক্টোবর।। বিএসএফ-র মারে এক ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়েছেন। সীমান্তের ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডে নিজ জমিতে অনুমতি নিয়ে ঘাস কাটতে গিয়েও মার খেলেন কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন মতিনগর এলাকায় মিয়া পাড়ার বাসিন্দা সুদন মিয়া (৩৮)। এলাকাবাসীর বক্তব্য, বিনা দোষে বিএসএফ-র হাতে প্রহৃত হয়েছেন সুদন মিয়া। তাই, ন্যায় বিচার চেয়ে আমতলী থানায় মামলা করা হয়েছে।

জনৈক এলাকাবাসী বলেন, মতিনগর এলাকায় কাটাতারের বেড়ার ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডে ঘাস কাটতে গিয়েছিলেন সুদন মিয়া। তিনি বিএসএফ-র আইবি শাখার আধিকারিকের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েই সীমান্তের ওপারে গিয়েছিলেন। কিন্তু, বিএসএফ জওয়ানরা তাকে দেখে ডেকে এনে মারধর করেছেন। ওই এলাকাবাসীর দাবি, রায়েরমুড়া বিএসএফ ক্যাম্প-র জওয়ান-রা এ-ধরণের ঘটনা আগেও ঘটিয়েছে। কিন্তু, কখনো কোন প্রতিকার পাওয়া যায়নি। লকডাউনে রুজি-রোজগার বন্ধ হয়ে গেছে। তাই, নিজ জমি থেকে ঘাস কেটে আনতে গিয়েছিলেন সুদন মিয়া।

তাঁর অভিযোগ, বিএসএফ-র মারে সুদন মিয়ার হাত-পা ভেঙে গেছে। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা-মিজোরাম বিতর্কিত সীমান্তে মন্দির নির্মাণ, মামিত জেলা প্রশাসনের ১৪৪ ধারা জারি

আগরতলা, ১৬ অক্টোবর (হি. স.)।। বিতর্কিত সীমান্তে মন্দির নির্মাণ-কে ঘিরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে ব্যাঘাত ঘটার আশঙ্কায় মিজোরামের মামিত জেলায় ফুলডুঙশেই জম্পুই এবং জামুয়ান্টল্যাং এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে জেলা প্রশাসন। আগামী ১৯ ও ২০ অক্টোবর ত্রিপুরার সংরাঙ্গমা নামে একটি সংস্থা থাইদাওর তাঙে একটি শিব মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছে। তাই, আজ ১৬ অক্টোবর থেকেই মামিত জেলা প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করে দিয়েছে।

আজ মামিত জেলা শাসক ডঃ লালরুজামা এক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। ত্রিপুরা-মিজোরাম সীমান্তে ফুলডুঙশেই এলাকায় বিতর্কিত জমিতে শিব মন্দির নির্মাণ-কে ঘিরে ওই আদেশ জারি করেছেন তিনি। আদেশনামায় তিনি বলেছেন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার উদ্দেশ্যে ফুলডুঙশেই জম্পুই এবং জামুয়ান্টল্যাং এলাকায় আজ থেকেই ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। ফলে, ওই এলাকায় পাঁচ বা তার অধিক মানুষ-কে একত্রে চলাফেরায় নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। এক্ষেত্রে আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধি ১৮৮ ধারায় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, জম্পুই মিজো কনভেনশন আগামী ১৯ ও ২০ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমবাসায় পথ দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যু, আহত দুই

আমবাসা, ১৬ অক্টোবর (হি.স.)।। শুক্রবার সাতসকালে অসম-আগরতলা জাতীয় সড়ক রক্তে লাল হয়ে গেছে। পথ দুর্ঘটনায় স্কুল পড়ুয়া ছাত্রী সহ দুজনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। আরও দুজন গুরুতর আহত হয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন। ধলাই জেলা সদর আমবাসা থানাধীন জেলা পরিষদ কার্যালয় সংলগ্ন এলাকায় সংঘটিত ওই ঘটনায় জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

শুক্রবার সকালে চোরাইবাড়ি থেকে আগরতলাগামী ১২ চাকার লরির চাপায় এক বাইক আরোহীর মাথা থেঁতলে গিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, আমবাসা জেলা পরিষদ সংলগ্ন এলাকায় বাইকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় লরির। ওই ঘটনায় পেশায় একজন রাজমিস্ত্রি আমবাসার চান্দ্রাইছড়া এলাকার বাসিন্দা বাইক চালক জীবন দেবনাথের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে। বাইকের অপর দুই আরোহী ওই ঘটনায় আহত হয়েছেন।

সবচেয়ে হৃদয়বিদারক ঘটনা হল, এই সময় জাতীয় সড়কের পাশ ধরে গৃহশিক্ষকের বাড়ি যাচ্ছিল বছর ১৬-এর স্কুল পড়ুয়া ছাত্রী রিয়া নমশুদ্র। লরিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাকেও ধাক্কা মারে। তাতে ওই ছাত্রী গুরুতর আহত হয়। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা ছুটে গিয়ে আহতদের ধলাই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক রিয়া নমশুদ্রকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আহত অন্য দুজনের চিকিৎসা চলছে। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রের খবর।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আমবাসা থানার পুলিশ। এরই মাঝে সুযোগ বুঝে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় লরির চালক। পুলিশ ঘাতক গাড়িটিকে আটক করে আমবাসা থানায় নিয়ে গেছে। এদিনের ঘটনায় জাতীয় সড়কে দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল বন্ধ ছিল।

৩০ মাসে সরকারের সাফল্য তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৬ অক্টোবর (হি. স.)।। ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তনে ৩০ মাস অতিক্রান্ত। এই সময়ের মধ্যে সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। একাধিক টুইট বার্তায় তিনি বুঝতে চেয়েছেন, অনেক কাজ হয়েছে। আরও অনেক বাকি রয়েছে।

তিনি বলেন, ত্রিপুরা সরকারের উদ্যোগে ৯৪৫৪.৭৬ হেক্টর জমিতে সবুজায়ন করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, নদী তীরবর্তী ৮৫৫.৭ হেক্টর জমিতে বৃক্ষ রোপন করেছে রাজ্য সরকার। তাঁর দাবি, প্রত্যন্ত প্রান্তেও জ্বলেছে আলো। কারণ, ৩৫৮.৬৪ কোটি ব্যয়ে দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনার মাধ্যমে দুর্গম গ্রামেও পৌছে গেছে বিদ্যুৎ সংযোগ।

তাঁর কথায়, বনজ সম্পদ-কে ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে জাইকা (দ্বিতীয় পর্বে) এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। ১৪৪৭টি চেক ডেম গড়ে তোলা হয়েছে। তিনি বলেন, গ্রামোন্নয়নে বড় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ রাজ্য সরকার-র পঞ্চায়েত তহবিলে বিপুল বরাদ্দ বৃদ্ধি হচ্ছে প্রতি আর্থিক বছরে। ত্রিপুরায় চতুর্থ অর্থ কমিশনের সিদ্ধান্ত মতোই বাস্তবায়িত হচ্ছে পরিকল্পনা।

তিনি দাবি করেন, ১২টি উচ্চাভিলাষী ব্লকে পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দ বেড়েছে প্রায় ১০ শতাংশ। একইসঙ্গে মনরেগা প্রকল্পেও ওই ব্লকগুলিতে অতিরিক্ত খরচ করা হচ্ছে। সাথে তিনি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পারিবারিক বিবাদের জেরে আত্মঘাতী যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। পারিবারিক অশান্তির জেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলো এক যুবক। মৃত যুবকের নাম পাপ্পু সাহা। বাড়ি প্রতাপগড় এর রবীন্দ্র নগর এলাকায়।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে স্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক কলহ চলছিল পাপ্পু সাহা নামে ওই যুবকের। পারিবারিক কলহের জেরে স্ত্রী বাপের বাড়িতে চলে গিয়েছে। এদিকে ক্ষোভে অভিমানে পাপ্পু সাহা নিজ ঘরে ফাঁসিতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বামীকে কুপিয়ে ঘায়েল করল স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। পারিবারিক কলহের জেরে স্ত্রীর আঘাতে গুরুতর আহত স্বামী ধীরেন্দ্র বিশ্বাস, বয়স ৫৬ বছর। বাড়ি কল্যাণপুর থানা এলাকার কমলনগরে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় প্রায় সময়ই স্ত্রী লক্ষ্মী বিশ্বাস এবং স্বামী ধীরেন্দ্র বিশ্বাসের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লেগে থাকে। গরিব পরিবার স্বামী রিক্সা চালিয়ে সংসার চালান। সংসারে রয়েছে এক ছেলে। ছেলের নাম অমৃত বিশ্বাস। সে মিষ্টির দোকানের কারিগর। সেও মাঝে মধ্যে সাহায্য করে মা-বাবাকে। কিন্তু মা-বাবার মধ্যে প্রায় সময়ই ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে বিজেপির সাংগঠনিক দূর্বলতা কাটিয়ে উঠার দিশা দেখাতে নেতৃত্বদের সাথে বৈঠক জামওয়ালের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। শুক্রবার প্রদেশ বিজেপির বিধায়ক ও মন্ত্রীদের নিয়ে প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে এক সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাংগঠনিক মন্ত্রী অজয় জাময়াল, প্রদেশ বিজেপির সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা, প্রদেশ বিজেপির সাধারন সম্পাদক টিঙ্কু রায়, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, পর্যটন মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়, ক্রীড়া মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব সহ অন্যান্যরা।

মূলত বিজেপির একাংশ বিধায়ক যখন দিল্লি ছুটে যায়, ঠিক তখন দলের সাংগঠনিক বিষয় খতিয়ে দেখতে রাজ্যে আসেন বিজেপির উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাংগঠনিক মন্ত্রী অজয় জামওয়াল। রাজ্যে আসার পর ধারাবাহিক ভাবে

বৈঠক করে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে তিনি প্রদেশ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব, প্রদেশ বিজেপির কোর কমিটির সদস্য, প্রদেশ বিজেপির অফিস বিয়ারারদের সাথে পৃথক পৃথক বৈঠক করে সাংগঠনিক বিষয়ে খোঁজ খবর নেন। এবং সংগঠনের বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতি খতিয়ে দেখেন।

প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা জানান সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে বৈঠক করতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১২ দফা দাবীতে জেলা শাসককে গণমুক্তি পরিষদ ও টিওয়াইএফের গণডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের হাতে অধিক ক্ষমতা প্রদান ,সি এ এ বাতিল করা এবং ককবরক ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা সহ গুরুত্বপূর্ণ দাবিতে শুক্রবার গণমুক্তি পরিষদ এবং ট্রাইবেল ইয়োথ ফেডারেশনের পক্ষ থেকে মেলারমাঠে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করা হয়। বিক্ষোভ প্রদর্শন শেষে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রাধাচরণ দেববর্মা এবং নরেশ জিয়ার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল জেলাশাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেন।

১২দফা গুরুত্বপূর্ণ দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করা হলে পুলিশ তাদের মিছিলের গতি রোধ করার চেষ্টা করে। এ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়। শেষ পর্যন্ত পুলিশ মেশিনের গতি রোধ করলে অফিসে প্রতিবাদ বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডেপুটেশন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গণমুক্তি পরিষদের

কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রাধাচরণ এবং নরেশ জমাতিয়া বলেন ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এর হাতে অধিক ক্ষমতা প্রদানের জন্য দীর্ঘদিন ধরেই সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি জানিয়ে আসা হচ্ছে।শুধু তাই নয় ককবড়ক ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য দাবি জানানো হচ্ছে।

অবিলম্বে এসব দাবি পূরণ করা না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন। উল্লেখ্য ত্রিপুরা স্ব-শাসিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে কাঁচা দেওয়াল টিনের ছাদযুক্ত বাড়িও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ)-র আওতাভুক্ত

আগরতলা, ১৬ অক্টোবর (হি.স.)।। কাঁচা দেওয়াল ও টিনের ছাদযুক্ত বাড়ি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ)-র আওতাভুক্ত করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ত্রিপুরা সরকারের অনুরোধে কেন্দ্রীয় সরকার এই পদক্ষেপ নিয়েছে।

প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ) প্রকল্পে আরও বেশি মানুষকে সুবিধা দিতে পদক্ষেপ নিয়েছিল ত্রিপুরা সরকার। ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রককে কাঁচা বাড়ির সংজ্ঞা বদল করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। ত্রিপুরায় নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ২০১৮ সালের মে মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রককে সেই অনুরোধ জানানো হয়েছিল। গত ২৫ সেপ্টেম্বর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ সাদামাটা দুর্গোৎসব, রামকৃষ্ণ মিশনে হবে না ঐতিহ্যবাহী কুমারী পূজা

আগরতলা, ১৬ অক্টোবর (হি.স.)।। করোনা-র প্রকোপে এ-বছর সাদামাটাভাবেই উদযাপিত হবে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গা পূজা। সরকারি বিধিনিষেধ মেনে এ-বছর রামকৃষ্ণ মিশনে ঐতিহ্যবাহী কুমারী পূজার আয়োজন হবে না। শুধু তা-ই নয়, অঞ্জলি নেওয়ার ক্ষেত্রে ভক্তদের জন্য বিশেষ আয়োজন করা হচ্ছে। ভোগের অন্ন প্রসাদ (খিচুড়ি) বিতরণেরও কোনও ব্যবস্থা থাকবে না। প্রত্যেককেই অঞ্জলি দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় শুকনো প্রসাদ দেওয়া হবে।

ধলেশ্বর রামকৃষ্ণ মিশনের মঠ সম্পাদক ইন্দ্রাত্মানন্দ মহারাজ বলেন, করোনা-র প্রকোপেও মায়ের আরাধনার আয়োজন করা হবে। তবে, সরকারি সমস্ত নিয়ম মেনেই দুর্গা পূজা করা হবে। তিনি বলেন, অঞ্জলি নেওয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ-ক্ষেত্রে একটি ফ্ল্যাক্স টাঙানো হবে। তাতে, সমস্ত মন্ত্র লেখা থাকবে। ভক্তরা ওই মন্ত্র উচ্চারণ করে অঞ্জলি নেবেন। এ-ক্ষেত্রে অবশ্যই পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। এমন-কি পুরোহিতের সাথে অন্তত ৬ ফুট দূরত্ব বজায় রাখা হবে।

তাঁর কথায়, সরকারি বিধিনিষেধের কারণে এ-বছর কুমারী পূজা স্থগিত রাখা হয়েছে। কারণ, ১০ বছরের কম বয়সি শিশুদের পূজায় অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তিনি বলেন, নব্বইয়ের দশকে আগরতলা রামকৃষ্ণ মিশনে কুমারী পূজা শুরু হয়েছিল। এ-বছর করোনা-র কারণে স্থগিত রাখতে হচ্ছে। সাথে যোগ করেন, রামকৃষ্ণ মিশনের দেশের অন্যান্য শাখায়ও কুমারী পূজা এ-বছর বন্ধ রাখা হয়েছে।

এদিকে, মঠ প্রাঙ্গণে দুর্গা পূজার সময় বেশ কয়েকবার স্যানিটাইজ করার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। তাছাড়া, পূজায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের মুখে আবরণ রাখা এবং হাত স্যানিটাইজ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, বলেন তিনি। তাঁর দাবি, চারটি লাইনে ভক্তরা পূজাস্থলে যাবেন। এ-ক্ষেত্রে বাঁশের ব্যারিকেড দেওয়া থাকবে। পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রেখে পূজা সেরে বেরিয়ে আসবেন ভক্তরা। প্রতিমা নিরঞ্জনের সময়েও অল্প কয়েকজন অংশ নেবেন। তাছাড়া, সিঁদুর খেলার ব্যবস্থা কখনও করা হয় না, জানান তিনি।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১৬ ▫ ১৭ অক্টোবর ২০২০ ইং ▫ ৩০ আশ্বিন ▫ শনিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

উন্নয়নশীল দেশ

ভারতবর্ষকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিলেও ভারত বর্ষ সঠিক নিশানায় পৌঁছিতে পারিতেছে না।ইহাই বিশ্বের দ্বিতীয় জনসংখ্যার গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের দুর্ভাগ্য।দেশকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সঠিক নিশানায় পৌঁছার জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার প্রয়োজন সেই সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইতেছে না।বিশ্ব ব্যাঙ্কের পরিসংখ্যান অনুসারে, ২০১৯ সালে ভারতের গড় জাতীয় আয় আজকের দরে ২০০০ মার্কিন ডলারের সামান্য বেশি। তিন দশক আগে, অর্থনীতির উদারীকরণের সময় তা ছিল ৩০০ ডলারের আশেপাশে। উদারীকরণ ভারতীয় অর্থনীতিকে বেশ কিছু দূর অগ্রসর করিয়া দিয়া যাইতে সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু আমরা কি এখানেই থামিয়া যাইবো?

২০০৫ সালে চিনের গড় জাতীয় আয় ছিল ভারতের সমান ২০০০ মার্কিন ডলারের সামান্য বেশি। অর্থাৎ, চিন ২০০৫ সালে যেখানে ছিল, ভারত ২০১৯ সালে সেইখানেই দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু ২০০৫ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত চিনের আর্থিক বৃদ্ধি অভাবনীয়। এই দশ বছরে চিনের গড় আর্থিক বৃদ্ধির হার ছিল বার্ষিক প্রায় ১০ু। ফলস্বরূপ, ২০১৫ সালে, চিনের গড় জাতীয় আয় দাঁড়ায় ৮০০০ মার্কিন ডলারের কিছু বেশি। অর্থাৎ, এই দশ বছরে চিন গড় জাতীয় আয় চার গুণ করিতে সমর্থ হয়। এই অগ্রগতির কয়েকটি প্রধান কারণের একটি হইল সার্বিক পরিকাঠামোর অভাবনীয় উন্নতি যাহার অন্তর্গত হইল রাস্তাঘাট, রেল যোগাযোগ আর বিদ্যুৎ এর উন্নয়ন। এ ছাড়া অনাবাসী চিনা ব্যবসায়ীদের ব্যাপক বিনিয়োগ, সুলভ শ্রমিক এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি করিয়া, সেখানে বাধাহীন উৎপাদন চিনকে বিশ্ববাজারে অন্যতম প্রধান শক্তি হইয়া উঠিতে সাহায্য করিয়াছে।

এখন ভারত সেই মাহেন্দ্রক্ষণে উপস্থিত, যখন আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরের ধাপে যাওয়ার কথা। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, ঠিক এই সময় আমরা প্রথমে বিশ্ববাজারে মন্দা আর এখন করোনা অতিমারির কবলে পরিয়াছি। কিন্তু ভাগ্যকে দোষ দিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। বর্তমানে মানুষের হাতে টাকা নেই, থাকিলেও খরচ করিতেছে না।ফলে চাহিদার অভাব। এই অবস্থায় চাহিদা বাড়ানোটাই সরকারের প্রধান কাজ। এটা নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে বিশেষ দ্বিমত নেই। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট-এ সরাসরি টাকা দেওয়া, প্রয়োজনে টাকা ছাপিয়ে অর্থের জোগান দেওয়া জরুরি, যাতে লোকের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে এবং চাহিদার সমস্যা কমে, এই জাতীয় পদক্ষেপের কথা সবাই বলিয়াছেন। আজকের পরিপ্রেক্ষিতে যে রাজস্ব নীতির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না, এটা স্পষ্ট। এর জন্য সরকারের উচিত পরিকাঠামোতে অনেকটা বরাদ্দ করা, যা একাধারে কর্মসংস্থান বাড়াইবে, আবার চাহিদাও বাড়িবে।সরকার এই বিষয়ে এখনও যথেষ্ট করেনি, আরও করা দরকার।

জোগানভিত্তিক পদক্ষেপ কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি, মানে আজকের বিনিয়োগের পূর্ণ সুফল পাইতে বেশ কিছু সময় অপেক্ষা করিতে হয়। করোনা আবহে ভারত সরকার কিছু জোগানভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে। মাঝারি মানের ব্যবসা ও ছোট ব্যবসার জন্য একগুচ্ছ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, যাহাতে তাহারা সহজে ঋণ পাইতে পারে এবং ভবিষ্যতে উৎপাদন বাড়ানোর সংস্থান করে রাখিতে পারে; কৃষকদের জন্য সহজ কিস্তিতে ঋণ; পরিকাঠামো উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ এবং প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ; কারখানাজাত উৎপাদন শিল্পে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানো; এবং খনি, উৎপাদন-শিল্প, বিমান-শিল্প এবং প্রতিরক্ষায় কাঠামোগত পরিবর্তন ও প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের জন্য দরজা আরও খুলে দেওয়া। সিদ্ধান্তগুলি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এগুলির মাধ্যমেই প্রাক্-কোভিড অবস্থায় প্রত্যাবর্তন এবং তার পরবর্তী আর্থিক প্রগতির সম্ভাবনার পথ খোলা রাখা আছে।

সরকার যতটুকু করেছে, তা যথেষ্ট না। পরিকাঠামোতে বরাদ্দ যেমন কর্মসংস্থান ও চাহিদা বাড়ায়, তেমনই বাজারের কার্যক্ষমতাকে বাড়াইতে সাহায্য করে এবং জোগানের সমস্যাও মেটায়। তাই পরিকাঠামোতে যথেষ্ট বরাদ্দ আবশ্যক।

শ্রম আইনকে একটু নমনীয় করার জন্য অনেক প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ সওয়াল করেছেন। দীর্ঘ নিষ্ক্রিয়তার পর সম্প্রতি সরকার শ্রম আইন সংস্কার করল, যাতে চাকরির নিরাপত্তা হ্রাস হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এটি খুবই বিতর্কিত একটি বিষয়। শ্রম আইনকে নমনীয় করার সঙ্গে শ্রমিকদের ও শ্রমের অপব্যবহার ও শোষণের সম্ভাবনাটি চলে আসে। এটির সঙ্গে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের সমস্যার কিছুটা ধারণাগত সাযুজ্য রয়েছে। এ বিষয়ে সাবধানে পা ফেলতে হবে। শ্রম আইনকে নমনীয় করা জরুরি, কিন্তু শ্রমিকদের নিরাপত্তার প্রশ্নও ভুললে চলবে না।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এত ক্ষণ জোগান নিয়ে কথা বললাম, কিন্তু চাহিদা কি সত্যিই এত বাড়বে? আসলে চাহিদা আর জোগানের মধ্যে একটি যোগসূত্রও আছে। চাহিদা বাড়লে জোগান বাড়ে, জোগান বাড়লে জাতীয় আয় বাড়ে, তার থেকে আবার চাহিদা বাড়ে। এই চক্র যদি ঠিকঠাক চলে, তা হলে চাহিদার সঙ্গে সঙ্গেই জোগানকে বাড়তে হবে। যদি ভবিষ্যতে উৎপাদন বাড়ানোর সংস্থান না থাকে, তা হলে এই চক্র আটকে যাবে। তাই ভবিষ্যৎ-জোগান বৃদ্ধির সংস্থান থাকা জরুরি। বেসরকারি বিনিয়োগ যাতে কমে না যায়, তার জন্যও সরকারকে সম্ভব হলে কর-সুবিধা দিতে হবে। বিনিয়োগ এবং ভবিষ্যৎ জোগানের পথ যেন বন্ধ না হয়।

কিন্তু জাতীয় আয় বৃদ্ধিই কি সব? সামাজিক বিনিয়োগ যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানের ব্যবস্থা কী হবে? সে দায়িত্ব অবশ্যই সরকারকে নিতে হবে। তবে আর্থিক প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক সামাজিক সমস্যা আপনা থেকেই কমে আসে। এই ব্যাপারে আমি অ্যাডাম স্মিথ-এর অদৃশ্য হাতে বিশ্বাসী। প্রাক্-উদারীকরণ আমলে আমরা শিক্ষা বা স্বাস্থ্যে যা সুবিধা পেতাম, আর এখন যা পাই, তুলনা করলেই এটা কিছুটা আন্দাজ করা যায়। কেউ যদি বলেন প্রাক্-উদারীকরণ পর্বে আমরা ভাল ছিলাম, আমি অন্তত মানতে রাজি নই। তাই, গড় জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেলে তার সঙ্গে বেশ কিছু সামাজিক সমস্যাও হ্রাস পাবে। আর অসাম্য? এটিও একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখানেও দায় সরকারের। কিন্তু, যদি অসাম্য পুরোপুরি না-ও যায়, ২০০০ ডলার গড় আয়ের অর্থনীতির অসাম্যের চেয়ে ৮০০০ ডলার গড় আয়ের অর্থনীতির অসাম্য কখনও খারাপ হওয়ার কথা নয়, যদি আপেক্ষিক ভাবেও দেখি। তাই অসাম্য থাকলেও মোটের উপর সবাই তুলনামূলক ভাবে ভালই থাকবেন আশা করি। ২০৩০-এ আমরা যদি গড় জাতীয় আয় তৎকালীন মার্কিন ডলারের নিরিখে অন্তত ৬০০০ ডলারের কাছাকাছি পৌঁছতে না পারি, তাহা হইলে সেটি খুবই হতাশাব্যঞ্জক হইবে। এক স্বপ্নের অপমৃত্যু ঘটিবে। ভারতবর্ষকে সঠিক নিশানায় পৌছাইতে হইলে রাষ্ট্রনায়কদের এই সব বিষয়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।

এবারেও পুজো সত্যজিতের স্মৃতিমাখা নিমতিতার রাজবাড়িতে

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি. স.) : বুক থেকে এক এক করে খসে পড়ছে ইঁট, দেওয়ালের চুন সুরকির আস্তরণ। দালানবাড়িগুলিও আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। তার মধ্যেই শুরু হয়েছে এবারের পুজোর প্রস্তুতি। তবে, অন্যবারের চেয়ে আরও সতর্ক, আরও সংযতভাবে।বর্তমানে গৌরসুন্দর চৌধুরীর চতুর্থ প্রজন্ম এই পুজো করে। বাপ-ঠাকুরদার আমলের এই পুজো তাঁরা ফেলতে না পারলেও এই পুজোতে নেই তার পুরনো গৌরব। বছরভর ঐতিহ্যের ভবনটি পড়ে থাকে তার সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের চাদর জড়িয়ে। পুজোর জন্য পরিবারের লোকেরা কলকাতা থেকে নিমতিতায় আসেন।এখনও একচালার দেবী প্রতিমা তৈরি হয়। প্রতিমা শিল্পীও বংশানুক্রমিক ভাবে এই কাজ করে আসছেন।

জন্মশতবর্ষে উপেক্ষিত ভারতীয় মহাকাশ গবেষণার অন্যতম পথিকৃৎ সতীশ ধাওয়ান

শোভনলাল চক্রবর্তী

ভারতীয় মহাকাশ বিজ্ঞানকে স্বাবলম্বী করে তুলতে একেবারে শুরুর দিকে, যাটের দশকের শুরুতে খুব বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন বিক্রম সারাভাই। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পর,তাঁরই দেখানো পথে যিনি একটি দীর্ঘ সময় ধরে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা ও বিজ্ঞানকে প্রায় কোলেপিঠে করে মানুষ করেছেন, তিনি কাশ্মীরের এক কৃতী সন্তান, নাম সতীশ ধাওয়ান। ধাওয়ান ১৯৭২ সালে ভারতের মহাকাশ গেবষণার প্রধান হয়ে আসেন এবং তাঁর নেতৃত্বে ভারত, মহাকাশ গবেষণায় বহু উন্নত দেশকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায়। তিনি মহাকাশ গবেষণাকে একটি জাতীয় মিশনে পরিণত করেছিলেন। তাঁর শতবর্ষে তাঁর অবদানের কথা স্বীকার না করলে জাতি হিসেবে নিজেদের ছোট করা হবে। প্রফেসার ধাওয়ান, এই নামেই তাঁকে সবাই চিনতেন,তাঁর সহকর্মীরা, তাঁর ছাত্রছত্রীরা এবং মহাকাশ গবেষণায় যুক্ত আপামর মানুষ, দেশে এবং বিদেশে সাফল্যের সঙ্গে পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে অনায়াসে বিদেশের কোনো নামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে বাকি জীবনটা অতিবাহিত করতে পারতেন। সত্যি কথা বলতে কী তিনি সেই যুগে, যখন একটি পিএইচডি জোটাতেই লোকে গলদধর্ম হতেন, তখন দুটি পিএইচডি করেছিলেন—প্রথমটি এরোনিক্সে এবং দ্বিতীয়টি গণিতে। বাতাসের বাউণ্ডারি লোয়ারের ওপর তাঁর কাজ সেই সময় ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউড অফ টেকলোনজিতে (ক্যালটেক-এ) অনেকের সমীহ আদায় করেছিল। কিন্তু দেশের জন্য কিছু করবেন এই আশা ও ইচ্ছা নিয়ে তিনি চলে আসেন ব্যাঙ্গালোরে অবস্থিত ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে। ১৯৭১ এর ডিসেম্বরে বিক্রিম সারাভাইয়ের আকস্মিক মৃত্যুর পর ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধি প্রফেসর ধাওয়ানকে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণার হাল ধরার জন্য অনুরোধ করেন। প্রফেসর ধাওয়ানের দুটি শর্ত ছিল। তিনি ইণ্ডিয়ান ইনস্টির্টিউট অফ সায়েন্স ছাড়বেন না আর দ্বিতীয় তিনি তাঁর ক্যালটেকের অসমাপ্ত কাজ শেষ করে তবে এই দায়িত্ব নিতে পারবেন। শ্রীমতি গান্ধি দুটি শর্তেই রাজি হলেন। বাকিটা ইতিহাস। ধাওয়ান ইণ্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন (ইসরো)-র একেবারে খোলনলচে বদলে নিতে উদ্যোগী হলেন। তিরুঅনন্তপুরম এবং আমেদাবাদে গড়ে তুললেন দুটি ইসরো'র অফিস, যেখানে মাহাকাশ গবেষণা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ কেন্দ্রীয়ভাবে শুরু হল। এরপরই খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ভারতের নিজের স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল, এলএসভি-৩ প্রজেক্ট শুরু করলেন এবং সেই প্রজেক্ট-এর শীর্ষে বসালেন আবদুল কালামকে। কালামকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন তাঁর কর্মদ্যোগের কারণে। কালাম ছিলেন একাধারে যাকে বলে 'টাস্ক মাস্টার' 'কোঅর্ডিনেটর মাস্টার'। প্রফেসর ধাওয়ান একই সঙ্গে দেশের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সঙ্গে ইসরো'র সংযোগ স্থাপন করেন এবং মহাকাশ বিজ্ঞানের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ উৎপাদনের জন্য পাবলিক প্রাইভেট মিলিত উদ্যোগ শুরু করেন, যা পরবর্তীতে ইসরোকে অনেক সুবিধা করে দিয়েছে। ভারতের প্রথম নিজস্ব উপগ্রহ আর্যভট্টা' তৈরির তিনি ছিলেন প্রাণপুরুষ। ১৯৭৫-এর এপ্রিল মাসে 'আর্যভট্ট'কে সফল উৎক্ষেপণ ও কক্ষপথে স্থাপন করে ভারত মহাকাশ বিজ্ঞানে এক নতুন নজির সৃষ্টি করে। বিশ্বের কাচে বারতের মর্যাদা বেড়ে যায়, ফলে সরকারি অনুদান বাড়তে থাকে। পরপর তিনটি পরীক্ষামূলক সফল উৎক্ষেপণ করে ভারত-ভাস্কর ১ ও ২ এবং (APPLE) এগুলি সবই ছিল এলএলভি ৩ এর পূর্ব প্রস্তুতি। কিন্তু ১৯৭৯ -র ১০ আগস্ট সারা

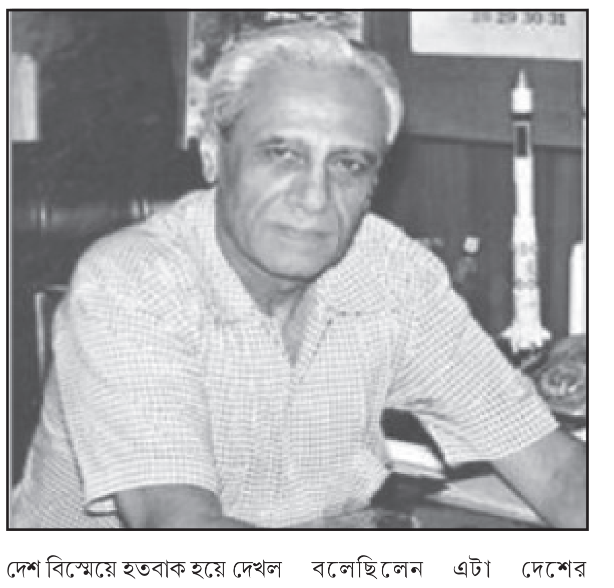

দেশ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখল যে বহু বিজ্ঞাপতি এসএলভি-৩ কিছুদূর উঠেই ঘাড় গুঁড়ে পড়ে গেল বঙ্গোপসাগরে। সেদিন প্রেস মিটে সারা পৃথিবীর মিডিয়ার চোখে চোখে প্রশ্নের জবাব দিলেন প্রফেসর ধাওয়ান নিজে। বললেন, তিনি তাঁর দলের কর্মীদের কাজের জন্য গর্বিত। তিনি তাঁর সহকর্মীদের উপর অগাধ বিশ্বাস রেখে জানিয়ে দিলেন পরবর্তী উৎক্ষেপণের তারিখ। সেই দিনের কথা লিখতে গিয়ে ওই মিশনের হেড এপিজে আবদুল কালাম তাঁর আত্মজীবনীতে পুরো একটি অধ্যায় ব্যয় করেছেন। প্রফসর ধাওয়ান সেই দিন টিমের সকলের কাছে হয়ে উঠেছিলেন প্রকৃত নেতা, যিনি দলের ব্যর্থতা তাঁর চওড়া কাঁধে নিতে কসুর করেন না। কালাম লিখেছেন তিনি জীবনে যখনই ব্যর্থ হয়েছেন, তখনই তিনি সেদিনের প্রফেসর ধাওয়ানকে স্মরণ করেছেন। এক বছরের মধ্যে (১৮) জুলাই, ১৯৮০) প্রায় যুদ্ধকালীন প্রস্তুতিতে এসএলভি-৩'র সফল উৎক্ষেপণ সম্ভব হয়েছিলে। ধাওয়ান তাঁর সহকর্মীদের বলেছিলেন এটা দেশের প্রেস্টিজ, তাই বেশি সময় নেওয়া যাবে না। সেদিনের সফল উৎক্ষেপণের পর প্রেস মিট করতে আসেননি প্রফেসর ধাওয়ান, পাঠিয়েছিলেন আবদুল কালামকে। প্রফেসর ধাওয়ান বসে থাকার লোক ছিলেন না, তাই এসএলভি-৩ এর পরেই তিনি শুরু করে দেন সেই প্রোজেক্ট যা আজকের ইসরোকে অর্থবলে বলীয়ান হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল (পিএসএলভি)-র সেই প্রোজেক্ট নেওয়া নিয়ে অনেক জলঘোলা হয়েছিল। অনেকে বলেছিলেন ভারতের সেই সময় উচিত ছিল জিওসিনক্রোনাস লঞ্চ ভেহিকেল (জিএসএলভি) তৈরিতে এগিয়ে আসা। কিন্তু প্রফেসর ধাওয়ানের যুক্তি ছিল এই যে, সরকারের অনুদানের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে, ভারতের মহাকাশ বিজ্ঞান দ্রুত পদক্ষেপে এগোতে পারবে না। তাই এমন ব্যবস্থা করা দরকার, যেখান থেকে ইসরো আয়ের পথ দেখতে পায়। সস্তায় পিএসএলভি তৈরি করে তা ভাড়া দিয়ে অর্থ উপার্জনের যে একটা রাস্তা হতে পারে, সেই ভাবনা থেকে ধাওয়ান একপ্রকার জেদ করে পিএসএলভি নিয়ে আদাজল খেয়ে গেলে পড়েন। তিনি যে দূর দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণে আজ ইসরো'র একটা মোটা অঙ্কের অর্থ উপার্জন হয় পিএসএলভি বাড়া দিয়ে। পিএসএলভি'র সফলতার পর ধাওয়ানের নেতৃত্বেই শুরু হয়েছিল জিএসএলভি প্রকল্পের কাজ। লো বাজেটের যে মন্ত্রে ধাওয়ান ইসরোকে দীক্ষিত করেছিলেন সেই ট্র্যাডিশন বজায় রেখেই চন্দ্রায়ন ও মঙ্গল অভিযানের বাজেট ইসরো সারা দুনিয়াকে চমকে দিয়েছে প্রফেসর ধাওয়ান যেমন বৈজ্ঞানিক খুঁটিনাটির দিকে নজর রাখতে, তেমনই নজর রাখতে প্রশাসনিক দিকেও। তাঁর আমলেই ব্যাঙ্গালোরে গড়ে ওঠে ইসরো'র প্রশাসনিক ভবন। ইসরো'র প্রশাসনের ভিত মজবুত করতে তিনি সিনিয়র সিভিল সার্ভেন্টদের ইসরো'র প্রশাসনে যুক্ত করেন। সমস্ত স্তরের কর্মীদের জন্য তৈরি করেন ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। প্রফেসর ধাওয়ানের সময় রাশিয়া থেকে আনা ক্রয়োজনিক রকেটের প্রযুক্তিকে দেশীয় করে তোলার কাজ শুরু হয়। আজ ভারতের রয়েছে নিজস্ব ক্রয়োজনিক রকেট প্রযুক্তি। কিন্তু সেই সময় প্রফেসর ধাওয়ান রাশিয়া থেকে ক্রয়োজনিক রকেট অধিক সংখ্যক কেনার ব্যাপারে নিজের অমত প্রকাশ করেন এবং সমালোচনার সম্মুখীন হন। বিরোধী রাজনৈতিক দল পার্লামেন্টে এই নিয়ে হইচই সুরু করেন, মিডিয়ায় বহু বিশেষজ্ঞ মত দিয়েছিলেন যে ভারতকে মহাকাশ বিজ্ঞানে পিছিয়ে দেওয়া হল। ধাওয়ানের মত ছিল, বিদেশি প্রযুক্তির হাত নিশ্চই ধণতে হবে, কিন্তু নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হলে একটা সময় দেশীয় প্রযুক্তির উদ্বাবন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। ধাওয়ানের অগাধ বিশ্বাস ছিল তাঁর সহকর্মীদের ওপর, সুখের কথা ইসরো'র বিজ্ঞানীরা ধাওয়ানকে সত্য প্রমাণিত করেন। ভারতীয় মহাকাশ বিজ্ঞানকে একটি শক্ত জমির উপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে দীর্ঘ বারো বছর পর ১৯৮৭ সালে তিনি ইসরোর সর্বময় কর্তার পদ থেকে সরে দাঁড়ান। পরবর্তীকালে শ্রীহরিকোটায় ভারতেব একমাত্র রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্রে নামকরণ করা হয় প্রফেসর ধাওয়ানের নামে। আজ যে নাসা'র মতো মহাকাশ বিজ্ঞান সংস্থাকে রকেটের পেলোডের জন্য ইসরোর মুখাপেক্ষী হতে হচ্ছে তার কৃতিত্ব প্রাপ্য প্রফেসর ধাওয়ানের। কারণ তিনি প্রথম বুঝেছিলেন যে মহাকাশ বিজ্ঞানে টাকার অঙ্কের মূল্য অনেক। তাই কম পয়সার যদি রকেট উৎক্ষেপনের মতো রাজসূয় যজ্ঞকে সম্পন্ন করা যায়, তবে তার ক্রেতার অভাব হবে না। তিনি যে তাঁর চিন্তায় দুইশত বাগ ঠিক ছিলেন, তার প্রমাণ সময় দিয়েছে। জন্মশতবার্ষিকীতে এই বিজ্ঞানী টেকনোক্র্যাটকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ধর্ষণ ঃ 'পাশবিক' নয়, একেবারেই 'মানবিক' অত্যাচার

বরুণ দাসগুপ্ত

প্রখ্যাত ব্রিটিশ জীবন ও প্রজনন বিজ্ঞানী অ্যাডাম রুদারফোর্ড বলেছেন, একমাত্র মানুষের পক্ষেই নিষ্ঠুরতা, যৌন অত্যাচার এবং ধর্ষণের মতো অনৈতিক ও অফরাধমূলক কাজ করা সম্ভব। এই জাতীয় অপরাধগুলিকে পশুদের আচরণের সঙ্গে তুলনা করা মানে ধর্ষণের গুরুত্বকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা, অবহেলা করা।

শুরুতেই এই উদ্ধৃতি দেওয়ার কারণে এই যে যোগীর রাজ্য উত্তরপ্রদেশের হাথরাসে যা ঘটেছে তাকে 'পাশবিক' বলাটা পশুদের অপমান করা। তাদের ওপরে অবিচার করা। কারণ জন্তু-জানোয়ারেরা এরকম কাজ কখনও করে না, করে মানুষ নামক জন্তুটি। এটা বিভিন্ন অর্থে একেবারেই 'মানবিক' অপরাধ।

কী হয়েছিল হাথরাসে? হাথরাস ইউপি-র একটি জেলা। এই জেলার বুলাগড়হি গ্রামের ১৯ বছরের এক দলিত তরুণীকে উচ্চবর্ণের চারজন লোক গণধর্ষণ করে। তারপর পিটিয়ে তার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়া হয়। হাড় ভেঙ্গে দেওয়া হয় শরীরের আরও অনেক জায়গায়। এতেই ক্ষান্ত থাকেনি 'মানবিক' ধর্ষকরা। মেয়েটির জিভ কেটে দেওয়া হয় যাতে সে কথাই বলতে না পারে। ধর্ষকদের দুর্ভাগ্য, মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতে মেয়েটি তার চার ধর্ষকের নাম বলে গেছে। মেয়েটিকে ধর্ষণ করা হয়েছিল ১৪ সেপ্টেম্বর। পরদিন ১৫ সেপ্টেম্বর তাকে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের নেহরু মেমোরিয়াল হাসপাতালে পাঠানো হয়।

তারা মেয়েটিকে পাঠায় (মানে 'রেফার' করে দিল্লির এআইআইএমএস্-। কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে পুলিশ তাকে এআইএমএস্-এ ভর্তি না করে ভর্তি করা হয় সফদারজং হাসপাতালে। তা জেনে আলিগড়ের হাসপাতালে কর্তৃপক্ষ বিস্মিত হয়ে যান। তাঁরা যে হাসপাতালে মেয়েটিকে 'রেফার' করেছিলেন সেখানে না নিয়ে গিয়ে পুলিশ কেন তাকে অন্য হাসপাতালে নিয়ে গেল, তার কোনও ব্যাখ্যা উত্তরপ্রদেশের পুলিশ বা প্রশাসন, কেউ দেয়নি। মেয়েটি মারা যায় ২৯ সেপ্টেম্বর। তারপরেই উত্তরপ্রদেশ সহ সারা দেশ ক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে।

যোগী আদিত্যনাথের 'সুযোগ্য' প্রশাসনে উত্তরপ্রদেশে এখন ক্রিমিনালদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। দলিতদের ওপর অত্যাচার, সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার, সংখ্যালঘুদের প্রকাশ্যে পিটিয়ে মারা বা লিঞ্চিং, নরহত্যা, ডাকাতি-কী না হচ্ছে সেখানে। এই ধর্ষিতা দলিত মেয়েটির ক্ষেত্রে উত্তরপ্রদেশের পুলিশ ও প্রশাসন গোটা ঘটনাটা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে, চেষ্টা করে উচ্চবর্ণের ধর্ষকদের বাঁচানোর জন্য। মৃত্যুর পরে পুলিশ মেয়েটির দেহ নিয়ে এল তার গ্রামে। তার পরিবার পরিজনকে বলা হল মেয়েটি মারা গেছে। এবার আমরা তার দেহটি পুড়িয়ে দেযব। তোমরা কেউ সেখানে যেতে পারবে না। শুধু মুখে বলাই নয়। মেয়েটির পরিবারকে ঘরে আটকে রাখে পুলিশ, যাতে তারা কোনওমতেই বেরোতে না পারে। তারপর রাত আড়াইটে নাগাদ মেয়েটির দেহ পোড়ানো হয়। সেখানে তার কোনও আত্মীয়স্বজন ছিল না। কাজেই পুলিশ যে কার মৃতুদেহ পুড়িয়েছে তাও কেউ জানে না। পুলিশ যা বলছে তাকেই বেদবাক্য বলে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

এরপরে আরও অদ্ভুত অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে থাকে। গোটা বুলাগড়হি গ্রামকে পুলিশ ঘিরে ফেলে। সে গ্রামে কারোর ঢোকা নিষেধ। সে গ্রাম থেকে কারও বেরোনো নিষেধ। আর চলতে থাকে উচ্চপদস্থ পুলিশ ও প্রশাসনিসক অফিসারের ক্রমাগত মেয়েটির পরিবারকে ভয় দেখানো। খবরদার, কারোর কাছে মুখ খোলা চলবে না। এর মধ্যে এক প্রশাসনিক কর্তা মেয়েটির পরিবারকে ২৫ লক্ষ টাকা দিতে চান। শর্ত একটাই। তারা কারোর কাছে মুখ খুলতে পারবে না। পরিবার বলে, আমরা টাকা চাই না, চাই 'ইনসাফ', অর্থাৎ ন্যায়বিচার।

ইতিমধ্যে জনবিক্ষোভ বাড়তেই থাকে। কংগ্রেস নেতা রাহুল গাড়ি ওই গ্রামের উদ্দেশে রওনা হলে পুলিশ তাঁকে অনেক দূরে যমুনা এক্সপ্রেস ওয়েতেই আটকে দেয়। বলে, আপনি আর আগে যেতে পারবেন না। কারণ ১৪৪ ধারা জারি আছে। রাহুল বলেন, আমি একা যাব, তাতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ হবে না। পুলিশ তাঁকে মাটিতে ফেলে দেন। শুরু হয় তর্কাতর্কি। তারপর এক পুলিশ অফিসার রাহুলের বুদে ধাক্কা মেরে তাঁকে মাটিতে ফেলে দেন। রাহুল উঠে দাঁড়িয়ে আবার এগোতে চান। এবার তিনি এবং তাঁর সঙ্গীদের পুলিশ গ্রেফতার করে ভ্যানে তুলে নিয়ে যায়। তার অনেকক্ষণ পর তাঁদের ছেড়ে দেয় রাহুলদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি আইনে অভিযোগ করা হয় যে তিনি ও তাঁরা 'কর্তব্যরত সরকারি অফিসারদের কাজে বাধা দিয়েছেন। নতুন কিছু নয়। ব্রিটিশ আমলেও এই হত। এখন 'স্বদেশি' আমলেও তাই চলছে। রাজা পাল্টেছে। হুকুমটা পাল্টায়নি। যা ছিল তাই আছে।

শেষ পর্যন্ত জনবিক্ষোভের মুখে আদিত্যনাথের সরকার কিছু হটতে বাধ্য হয়। বেশি কিছু পুলিশের লোককে অফিসার থেকে নীচ পর্যন্ত সাসপেণ্ড করা হয়। বুলাগঢ়হি গ্রাম থেকে পুলিশি অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। রাহুল গান্ধি, প্রিয়াঙ্গা গান্ধি ও তাঁদের সহযোগী আরও তিন কংগ্রেস নেতাকে মোট পাঁচজন বুলাগঢ়হি গ্রামে ঢুকতে ও নির্যাতিতা মেয়েটির পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়। তাঁরা প্রায় পড়নে এক ঘণ্টা পরিবারের সঙ্গে কাটান এবং তাদের মুখে সব শোনেন।, রাহুল তাদের জিজ্ঞাসা করেন, তারা সিবিআই তদন্ত চায় কিনা। তারা বলে, 'না আমার বিচারবিভাগীয় তদন্ত চাই।'

কিন্তু সেই দিনই আদিত্যনাথ যোগী ঘোষণা করেন যে তিনি তদন্তের ভার সিবিআইকে দিচ্ছেন। সব থেকে নিরাপদ ব্যবস্থা। সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। সিবিআই যে সরকারের খাঁচার তোতাপাখি, এই সার্টিফিকেট তো সিবিআইকে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টই দিয়েছে। এবং তার সদ্য সদ্য প্রমাণ পাওয়া গেল যখন বাবরি মসজিদ ধ্বংস মামলায় সিবিআই-এর লখনউ কোর্টের বিচারপতি লালকৃষ্ণ আদবানি, মুরলি মনোহর যোশী, উমা ভারতী, উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিং সহ ৩২ জন অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস দিলেন। কারণ তাদের বিরুদ্ধে সিবিআই যথেষ্ট প্রমাণ দিতে পারেনি। মনে

রাখা দরকার যে কল্যাণ সিং সুপ্রিম কোর্টকে নিজে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে বাবরি মসজিদের যাতে কোনও ক্ষতি না হয় তার দায়িত্ব তিনি নিজে নিচ্ছেন। সেই দায়িত্ব তিনি কতটা পালন করেছিলেন তা সারা দুনিয়া জানে। বুলাগঢ়হি গণধর্ষণের ঘটনায় তদন্ত সিবিআই করলে যে তার ফল হবে একটি বৃহৎ অশ্বডিম্ব, এই ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য কোনও জ্যোতিষী ডাকতে হয় না। সদ্য সদ্য সুশান্ত সিং রাজপুতের আত্মহত্যার ঘটনাকে হত্যা বলে চালানোর চেষ্টা করেছিল সিবিআই। কিন্তু তাদের সব চেষ্টার ওপরে এক ঘড়া ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিল সরকারি প্রতিষ্ঠান অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস। তারা বলল, নিছকই অত্মহত্যা। কারণ শরীরে কোনও ধস্তাধস্তির চিহ্ন নেই, আঘাতের চিহ্ন নেই। আছে শুঘু গলায় ফাঁসের দাগ। সিবিআই জানে, তাদের প্রভুরা কী চান। কোথায় তদন্ত দ্রুত শেষ করতে হবে আর কোথায তদন্ত শম্বুক গতিতে চালাতে হবে তা তারা বিলক্ষণ জানে। বর্তমান সরকার চলে গেলে এবং নতুন কোনও সরকার এলে, তারাও এইভাবে সিবিআইকে ব্যবহার করবে। আমেরিকার ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন কাউকেই ছাড়ে না। এমন কি স্বয়ং রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধেও তারা তদন্ত চালায়। রাষ্ট্রপতি সেই তদন্ত আটকাতে পারেন না।

আমাদের দেশে ঠিক তার উল্টো। ব্রিটিশ আমল থেকেই আমরা মেনে নিয়েছি যে দ্য কিং ক্যান ডু নো রং। বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজাদের সম্পর্কেও রাষ্ট্র ও প্রশাসনের মনোভাব একটুও পাল্টায়নি। রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তদন্ত করার কথা সিবিআই বা সরকারের অন্যান্য ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি-ভাবতেই পারে না। গত শতাব্দীর ষাটের দশকের গোড়ায় যখন ব্রিটেনের তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী প্রোফুমোকে নিয়ে নারী ঘটিত কেলেঙ্কারির অভিযোগ ওঠে তখন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে প্রোফুমো সেই অভিযোগ অস্বাকীর করেন। কিন্তু তাতে তাঁর ফাঁড়া কাটেনি। সিনিয়র জর্জ লর্ড ডেনিং নিজে তদন্ত করেন এবং অভিযোগের সত্যতার প্রমাণ পান। তারপর প্রোফুমোকে দোষ স্বীকার করে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। আমাদের দেশে এটা ভাবাই যায় না।

ষাটের দশকের গোড়ার আর একটি ঘটনা কথা স্মরণ করা যাক। যেটা ঘটেছিল আমাদের দেশে। ১৯৬২ সালে চিনা আক্রমণের পরে তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কৃষ্ণ মেননের পদত্যাগের দাবি ওঠে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু কিছুতেই কৃষ্ণ মেননকে ছাড়তে চাইছিলেন না। একবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে কৃষ্ণ মেননের প্রসঙ্গ উঠল। নেহরু যথারীতি গাঁইগুঁই করছেন। তখন শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদ উঠে দাঁড়িয়ে একটি বাক্য বললেন, 'কৃষ্ণ মেনন পদত্যাগ না করলে আমি পদত্যাগ করব'। ব্যাস, ওই একটি বাক্যই যথেষ্ট। কৃষ্ণ মেনন পদত্যাগ করলেন এবং তাঁর পদত্যাগপত্র গৃহীত হল। আজকে নরেন্দ্র মোদির মন্ত্রিসভার এমন একজন মন্ত্রীও আছেন যিনি এইরকম স্ট্যান্ড নিতে পারেন?

আবার হাথরাসের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। নির্যাতিতার পরিবার যার দেহ গভীর রাত্রে পুলিশ পুড়িয়ে দিয়েছিল, তার হাড়ের টুকরো টাকরা যা পেয়েছেন তা সংগ্রহ করেছে। এখন তারা দারি করছে পেয়েছেন তা সংগ্রহ করেছে। এখন তারা দাবি করছে যে ওই হাড়ের টুকরোর ডি এন এস পরীক্ষা করা হোক যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে যাকে পোড়ানো হয়েছিল সে তাদেরই বাড়ির মেয়ে কিনা। পুলিশ বা সরকার তাতে রাজি হবে কিনা সেটা দেখতে হবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বরাকের বাঙালি হিন্দুদের সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য, প্রদেশ কং নেতাদের কুশপুতুল দাহ, ক্ষমা চাইতে বলেছে করিমগঞ্জ

যুবমোর্চাকরিমগঞ্জ (অসম), ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : বরাক উপত্যকার বাঙালিদের নিয়ে কংগ্রেসি নেতাদের অশালীন মন্তব্যের প্রতিবাদে গর্জে উঠেছেন বিজেপি যুবমোর্চার নেতা কার্যকর্তারা। শুক্রবার সন্ধ্যায় বিজেপির দক্ষিণ করিমগঞ্জ মণ্ডল যুবমোর্চা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা এবং প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক রকিবুল হুসেনের কুশপুতুল দাহ করে প্রতিবাদ সংগঠিত করেছে। কুশপুতুল দাহ কর্মসূচি পালনের সময় যুবমোর্চার কার্যাকর্তারা কংগ্রেস এবং ওই দলের নেতাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগানে এলাকার আকাশবাতাস ভারী করে তুলেন।

কংগ্রেসি নেতাদের কুশপুতুল দাহ কর্মসূচিতে উপস্থিত বিজেপি নেতা নীলোৎপল দাস বলেন, ক্ষমতা হাতছাড়া হওয়ায় কংগ্রেসিরা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। এতে তাঁদের বিবেক বুদ্ধিরও অবনতি হয়েছে বলে কটাক্ষ করেন নীলোৎপল। বরাকের বাঙালি হিন্দুদের নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের জন্য প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা ও প্রাক্তন মন্ত্রী রকিবুল হুসেনের কড়া ভাষায় ধিক্কার জানান নীলোৎপল। এর জন্য প্রদেশ কংগ্রেস ও জেলা কংগ্রেসকে বরাকের শান্তিপ্রিয় হিন্দু বাঙালিদের কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার জোড়ালো দাবি জানান দাস।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা, সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ বরবরা, প্রাক্তন মন্ত্রী রকিবুল হুসেন সহ এক ঝাঁক কংগ্রেস নেতা সম্প্রতি বরাক সফরে এসে বিভিন্ন দলীয় সভায় ”বরাকের বাঙালি হিন্দুদের বিজেপি গোলাম বানিয়ে রেখেছে” বলে মন্তব্য করেছিলেন। এ ধরনের অশালীন মন্তব্য করার প্রতিবাদে বিজেপির দক্ষিণ করিমগঞ্জ মণ্ডল যুবমোর্চার উদ্যোগে প্রায় শতাধিক যুবক মিছিল করে নিলামবাজারের জাতীয় সড়ক কিছুক্ষণের জন্য অবরুদ্ধ করে রিপুন বরা ও রকিবুল হুসেনের কুশপুত্তলিকা দাহ করেন। এদিন যুবমোর্চার দক্ষিণ করিমগঞ্জ ব্লক মণ্ডল সভাপতি জ্যোতিষ্ক পোদ্দারের নেতৃত্বে প্রদেশ কংগ্রেস মুর্দাবাদ, রকিবুল হুসেন মুর্দাবাদ, রিপুন বরা মুর্দাবাদ, সিদ্দেক আহমেদ মুর্দাবাদ ইত্যাদি স্লোগানের মাধ্যমে নিলামবাজারের পরিবেশ সরগরম করে তুলেন। যুবমোর্চার সাধারণ সম্পাদক বাসব চক্রবর্তী, গৌতম মালাকার, অরুণাভ নাথ, বিপ্র নাথ, শ্রীকান্ত নমশূদ্র, সুমিত নাথ প্রমুখ মোর্চার নেতৃবৃন্দ এদিনের কুশপুতুল দাহ কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন।

নিলামবাজার তেমাথায় প্রতিবাদী কর্মসূচিতে উপস্থিত বিজেপি নেতা নীলোৎপল দাস প্রাক্তন মন্ত্রী রকিবুল হুসেনকে হিন্দু বাঙালিদের বিরুদ্ধে চক্রান্তমূলক এ ধরনের নোংরা মন্তব্যের জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা না চাইলে বিজেপি লাগাতার আন্দোলনে নামবে বলে হুঁশিয়ারি দেন। বিজেপি নেতা নীলোৎপলবাবু বলেন, কংগ্রেস আমলে গত পনেরো বছরে বনজ সম্পদের চোরাকারবার ও গণ্ডার হত্যার সঙ্গে জড়িত এমন একজন দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তির মুখে এ ধরনের মন্তব্য শোভা পায় না। প্রাক্তন মন্ত্রী রকিবুল হুসেনকে নিয়ে জেলা কংগ্রেসের নেতারা যে স্থানে সভা করেছিলেন, সেই স্থানে দাঁড়িয়েই এদিন প্রকাশ্যে কংগ্রেসকে তুলোধোনা করেন নীলোৎপল দাস। জনগণ ভালো করেই জানেন কংগ্রেসের দুর্নীতির জন্য আজ পাঁচগ্রাম কাগজ কলের এই দুরবস্থা। অথচ আজ এই সকল দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেসি নেতারাই জনগণকে উল্টোপাল্টা বুঝিয়ে বিভ্রান্ত করছেন।

তিনি বলেন, প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দেক আহমেদ করোনা সংক্রমণ কালে একজনকেও সাহায্য করেননি। চাকরি কেলেঙ্কারি, জাতীয় সড়ক কেলেঙ্কারি, জমি কেলেঙ্কারি, কল্পতরু কেলেঙ্কারি সবকিছুতেই যিনি নম্বর ওয়ান পজিশনে, সেই ব্যক্তি আবার কীভাবে জনসমক্ষে মুখ দেখাতে পারেন? দক্ষিণ করিমগঞ্জবাসী দুর্নীতিগ্রস্ত ও স্বার্থপর সিদ্দেক আহমেদকে যেমন দেখেছেন, তেমনি অকর্মণ্য বিধায়ক আজিজ আহমদ খানকেও দেখেছেন। তাই এবার জনগণ স্থির করে নিয়েছেন, এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য তাঁরা বিজেপিকেই ভোট দেবেন, কোনও মিথ্যা প্ররোচনায় আর তাঁদের টলানো যাবে না।

বিজেপির দক্ষিণ করিমগঞ্জ মণ্ডল যুব মোর্চার সভাপতি জ্যোতিষ্ক পোদ্দার রকিবুল হুসেন এবং কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের এভাবে নোংরা মন্তব্য থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ জানান। অন্যথায় যুবমোর্চা লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাবে বলেও হুমকি দেন তিনি।

অনুরূপভাবে উত্তর করিমগঞ্জের সরিষা-মহিশাসন মণ্ডলেও যুবমোর্চার কার্যকর্তারা আজ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা ও প্রাক্তন মন্ত্রী রকিবুল হুসেনের কুশপুতুল দাহ করেছেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবমোর্চা সভাপতি অমিত পাল, মণ্ডল সাধারণ সম্পাদক দেবদেলাল দাস ও সন্দীপ রায়, জেলা যুবমোর্চার পিনাকপানি দাস ও সরিষা-মহিশাসন মণ্ডলের কর্মীরা।

দুর্গাপুজো পালনে রাজ্য ও কাছাড় জেলা প্রশাসনের নির্দেশিকায় অসঙ্গতি, জেলাশাসকের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ প্রাক্তন ছাত্রনেতা প্রদীপ

শিলচর (অসম), ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : আসন্ন দুর্গাপূজা নিয়ে রাজ্য এবং জেলা প্রশাসন ছিনিমিনি খেলতে শুরু করেছে। রাজ্য সরকার এক রকম বিজ্ঞপ্তি জারি করছে আর কাছা জেলা প্রশাসন অন্যরকম। এতে জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। জেলা প্রশাসন নির্দেশ জারি করে বলেছে স্থায়ী মণ্ডপ না থাকলে পুজো করা যাবে না। এটা কী করে সম্ভব? কোনও অবস্থায় তা সম্ভব নয়। কারণ যাঁরা মণ্ডপ তৈরি করে ফেলেছেন তাঁরা পুজো করবেনই। এছাড়া পূজারিদের কোভিড টেস্ট করার কথা বলা হচ্ছে, তা-ও কোনও পূজারি মানবেন না। এই নিয়ম দেখে পূজারিরা ইতিমধ্যে বলে দিয়েছেন তাঁরা এবার মায়ের পূজা করবেন না। কাছাড়ের জেলাশাসক কি চান না এবারের দুর্গা পূজা সুন্দরভাবে হোক? প্রশ্ন তুলেছেন সারা কাছাড় হাইলাকান্দি করিমগঞ্জ ছাত্র সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তথা আইনজীবী প্রদীপ দত্তরায়।

প্রাক্তন ছাত্রনেতা বলেন, করোনার জন্য আমরা সবাই আতঙ্কিত, সবাই চিন্তিত। কিন্তু পুজো মণ্ডপ কিংবা উঁচু মূর্তির সঙ্গে করোনার কী সম্পর্ক তা জেলাশাসক একবারও জনসাধারণকে বুঝিয়ে বলেননি। তিনি বলেন, জেলাশাসকের উচিত ছিল সমস্ত ক্লাব এবং পূজা কমিটির সঙ্গে বসে আলোচনা করে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া। কিন্তু তিনি তার প্রয়োজন বোধ করেননি। তাই জেলাশাসকের সিদ্ধান্তে জনসাধারণ অত্যন্ত বিরক্ত এবং ক্ষুব্ধও। প্রদীপ বলেন, জেলা প্রশাসনের কর্মচারীদের উদ্যোগে যে দুর্গাপূজা হয় সেখানে কীভাবে অস্থায়ী মণ্ডপ তৈরি করা হচ্ছে তা কি জেলাশাসকের নজরে পড়ছে না?

তাই, জেলা প্রশাসনের কর্মচারীরা যেভাবে প্যান্ডাল তৈরি করেছেন সেভাবে অন্যান্য পুজো কমিটিকে প্যান্ডাল তৈরির অনুমতি দিতে হবে জেলাশাসককে। করোনা সংক্রমণ রোধ করতে তিনি পুজোর অনুষ্ঠান কিছু বিধিনিষেধ জারি করেছেন। বলেছেন, মণ্ডপে কোনও ভিড় হতে পারবে না। ২০ জনের বেশি মণ্ডপে ভক্তরা প্রবেশ করতে পারবেন না প্রভৃতি। কিছুদিন আগে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা এখানে সভা করে গেছেন। সেখানে হাজারেরও বেশি মানুষ ছিল। জেলাশাসক নিজে উপস্থিত ছিলেন ওই সভায়। সে সময় করোনার প্রটোকল কোথায় গিয়েছিল?

প্রশ্ন তুলে আইনজীবী দত্তরায় বলেন, তাই রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যাপারে এক নিয়ম আর পুজোর ব্যাপারে অন্য নিয়ম? তা-তো কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। দুর্গা পূজার জন্য সারা বছর ধরে মানুষ অপেক্ষা করে থাকেন। দুর্গাপূজা নিয়ে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ মনে হচ্ছে একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে। জেলাশাসক অন্যের পরামর্শেই এ রকম উল্টোপাল্টা আদেশ জারি করছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন বক্তা। এ প্রসঙ্গে যারা ভুল পরামর্শ প্রদান করছেন তাদের কাছ থেকে দূরে থাকার জন্য জেলাশাসককে অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

বক্তা প্রদীপ বলেন, হাইলাকান্দিতে যখন তিনি জেলাশাসক ছিলেন তখন সবাই তাঁর কাজকর্মে প্রশংসা করেছেন। কাছাড়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ এক জেলায় এসে সাম্প্রতিককালে তাঁর কাজকর্ম দেখে সন্দেহের সৃষ্টি হচ্ছে জনমনে। তিনি বলেন, কাছাড় গোটা অসমের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা। তাই জেলাশাসককে রাজনৈতিক দলের নেতাদের পরামর্শ গ্রহণ না করে নিজের ব্যক্তিত্বের উপর আস্থা রেখে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন প্রদীপ দত্তরায়। শাসক দলের দু-একজন নেতার পরামর্শ ও তাঁদের তোষামোদ করে আমলাতন্ত্র চলতে পারে না। তাই জেলাশাসক যে সব নিয়ম চালু করতে চাইছেন সেগুলো জনগণ মেনে নেবেন না। কারণ দুর্গা পূজা বলে কথা। এখানে জনগণের নিয়মেই হবে পূজা। এর পর যদি জেলা প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ নেয় তা হলে জনগণ রুখে দাঁড়াবেন। তাই পূজা কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে যে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে জেলাশাসকের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন প্রদীপ দত্তরায়।

কাতি বিহুর শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী সনোয়ালের

গুয়াহাটি, ১৬ অক্টোবর, (হি.স.) : ‘কাতি বিহু’ (কার্তিক সংক্রান্তি)-র প্রাক্কালে অসমের সর্বস্তরের জনসাধারণকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কাতি বিহুর প্রদীপের আলো আমাদের সমাজ থেকে অপশক্তি, বিভেদের অন্ধকার দূর করে নিয়ে আসবে সম্প্রীতির বন্ধন। এই সম্প্রীতি বরাক-ব্রহ্মপুত্র, পাহাড়-সমতলে বসবাসকারী সকলের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার হবে।

কৃষিভিত্তিক এই উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে রাজ্যের শস্য-শ্যামলা খেতগুলি সোনায় ভরপুর হয়ে রাজ্যের কৃষককুলের মধ্যে নতুন আশা ও উদ্যম আনবে বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রসঙ্গত, আধ্যাত্মিক জনবিশ্বাস এবং জাতীয় সংস্কৃতি ঐতিহ্য পরম্পরা রক্ষা করে আগামীকাল শনিবার রাজ্যজুড়ে পালিত হবে ‘কাতি বিহু’ বা কার্তিক সংক্রান্তি। আশ্বিন এবং কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন পালিত হয় কৃষিভিত্তিক উৎসব কাতি বিহু। পরম্পরাগত ভাবে অসমে প্রচলিত নিয়মে আগামীকাল কাতি বিহু উদযাপন করতে এবার খানিকটা বাধার সৃষ্টি করেছে করোনা। এরই মধ্যে কোভিড প্রটোকল মেনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের নামঘরে নামকীর্তনের আয়োজন করা হয়েছে।

কাতি বিহু-র আন্তরিক অভিনন্দন রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখির

গুয়াহাটি, ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : শুভ ‘কাতি বিহু’ (কার্তিক সংক্রান্তি)-র প্রাক্কালে অসমের সর্বস্তরের জনসাধারণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি।

এক শুভেচ্ছা বার্তায় রাজ্যপাল বলেছেন, কৃষিভিত্তিক এই উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে রাজ্যের শস্য-শ্যামলা খেত সোনায় ভরপুর হয়ে রাজ্যের কৃষককুলের মধ্যে নতুন আশা ও উদ্যম সৃষ্টি করবে। বার্তায় রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি বলেন, কাতি বিহুর প্রদীপের আলো আমাদের সমাজ থেকে অপশক্তি, বিভেদের অন্ধকার দূর করে নিয়ে আসবে সম্প্রীতির বন্ধন।

তেজপুরে সড়ক দুর্ঘটনা, হত এক

তেজপুর (অসম), ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : শুক্রবার সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচটা নাগাদ এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় জনৈক বাই-সাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনাটি শোণিতপুর জেলা সদর তেজপুরের মিশন চারআলিতে সংঘটিত হয়েছে।

জেলার বালিপাড়া থেকে এএস ১২ বিসি ৪৩৪৮ নম্বরের একটি ট্রাক এসে মিশন চারআলির টর্যাফিক পয়েন্টে পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আগত সাইকেল আরোহীকে পিষে দেয়। গুরুতরভাবে আহত ব্যক্তিকে ট্রাকের নীচ থেকে উদ্ধার করে ১০৮ অ্যাম্বুলেন্সের সাহায্যে তেজপুরের

ছয়ের পাতায়

কেন্দ্র ও রাজ্যকে একহাত সূর্যকান্ত মিশ্রর

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি. স.) : কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকেএকহাত নিলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র।

শুক্রবার তিনি টুইটে লেখেন, “কেন্দ্রীয় সরকারের কোষাগার শূন্য বললেও কম বলা হয়। দেউলিয়া সরকার রিজার্ভ ব্যাংক থেকে নিজে ঋণ নিয়ে চলছে, রাজ্যগুলিকে ন্যায্য পাওনার পরিবর্তে পরিশোধযোগ্য ঋণ দিচ্ছে। সব চলছে নোট ছাপিয়ে। টাকার দাম কমছে, মন্দার মধ্যেও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়েই চলেছে। সর্বহারার সংখ্যা বাড়ছে।“

সূর্যবাবু লেখেন, ”মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্য সরকারের আইনজীবীদের কি জবাব দিতে হবে বলে দিন। কিন্তু আদালতের বাইরে রাজ্যের জনগণের কাছে আলাদা করে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে। আইনগত লড়াই”র নামে রাজনৈতিক লড়াই”র ময়দান ছেড়ে পালাতে পারবেন না।‘

বাংলার মানুষ নেতিবাচক নয়, গঠনমূলক রাজনীতিই পছন্দ করেন : ফিরহাদ

কলকাতা, ১৬অক্টোবর (হি. স.): সম্প্রতি পুলিশ লকআপে মৃত্যু হয়েছে এক বিজেপি কর্মীর। তা নিয়ে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। বিজেপির স্পষ্ট অভিযোগ তাদের দলের কর্মীকে পুলিশ লকআপে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে খুন করা হয়েছে। বিজেপির এই অভিযোগকে শুক্রবার খারিজ করে দিলেন পুরমন্ত্রী তথা পুর প্রশাসক মন্ডলের মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম।

শুক্রবার তিনি বলেন, ”পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুরে পুলিশ লকআপে তাদের দলীয় কর্মী খুন হয়েছে এই অভিযোগ করে বিজেপি যা করছে তা সস্তার রাজনীতি ও নাটক ছাড়া আর কিছুই নয়। যে কোনও ধরণের মৃত্যুই দুঃখজনক। পুলিশ লকআপে যদি কারোর মৃত্যু হয়েও থাকে, তা দেখার জন্য প্রশাসন রয়েছে। বর্তমানে বিজেপির কাছে কোনও ইস্যু নেই বলেই তারা যে কোনো আত্মহত্যা, ব্যক্তিগত কারণে খুন, পুলিশি নির্যাতন এইগুলিকে ইস্যু করার চেষ্টা করছে।”

বাংলার মানুষ নেতিবাচক নয় গঠনমূলক রাজনীতিই পছন্দ করেন বলে ফিরহাদ হাকিম মন্তব্য করেন।

পশ্চিমবঙ্গে সংক্রমনের রেকর্ড অব্যাহত, একদিনে আক্রান্ত ৩৭৭১জন

কলকাতা, ১৬অক্টোবর (হি. স.): গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ফের বাড়ল দৈনিক সংক্রমন। নতুন করে করনা সংক্রমিত হয়েছেন ৩৭৭১জন। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩১৯৪জন। মৃত্যু হয়েছে ৬১ জনের। গতকালের থেকে কমেছে দৈনিক মৃত্যু। এদিকে গতকালের মত আজকেও মোট পরীক্ষিত নমুনার ৮.০২ শতাংশ মানুষের এদিন সংক্রমিত হয়েছেন। শুক্রবার স্বাস্থ্য দফতর বুলেটিন সূত্রে অন্তত খবর এমনটাই।

এখন রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩২হাজার ৫০০জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩লাখ ১৩হাজার ১৮৮জন। রাজ্যে মোট করণা মুক্ত হয়েছেন ২লাখ ৭৪হাজার ৭৫৭জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৫৯৩১জনের। এদিকে ফের কমেছে রাজ্যে সুস্থতার হার। এখন রাজ্যে সুস্থতার হার ৮৭.৭৩ শতাংশ।

এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা শহরেও রেকর্ড সংখ্যক মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন। ৭৮১ জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন কলকাতায়। তাই শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৮হাজার ২৪৭টি। গত ২৪ ঘন্টায় ৬৮৬জন সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ৫৯হাজার ১০৩জন। গত ২৪ ঘন্টায় মারা গেছে শহরে ১৩জন। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ১৯৫৬জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। বর্তমানে কলকাতায় করনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৭১৮৮জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা। ওই জেলায় একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৫৮জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ৬৮৩জন।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৪৩ হাজার ২২৭টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৩৯লাখ ৪হাজার ৩২২টি। এখন রাজ্যে ৯২টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

কুমোরটুলি সর্বজনীন এবার সাজছে শৈশবের ছবিতে, জোরকদমে চলছে কাজ

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি স):ঢাকে পড়ল কাঠি। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে দিন গোনা মা দুর্গার আগমনের। কিন্তু চলতি বছর সবকিছুতেই পড়েছে ভাঁটা। এবছর আদতেও দূর্গা পুজো হবে কিনা সেই নিয়ে কপালে ভাঁজ পড়েছিল পুজো উদ্যোক্তাদের। অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে জোর কদমে চলছে কুমোরটুলি সর্বজনীনের পুজো প্যান্ডেল তৈরির কাজ।

হাতে আর অল্প মাত্র কিছুদিন তারপরেই উমা সপরিবারে হাজির হবেন মর্ত্যে। সারা বছর ধরে অধীর আগ্রহে মানুষ অপেক্ষা করে থাকেন দূর্গা পুজোর জন্য। কলকাতার পুজো মানেই সাবেকিয়ানা থেকে থিম সবকিছুর মেলবন্ধন। ইতিমধ্যেই গন্ধ ছড়িয়েছে পুজোর। চলতি বছর কুমারটুলি সর্বজনীন দূর্গোৎসব ৯০ তম বর্ষে পা দিল। আড়ম্বরের বাহুল্যে নয়, মাতৃ আরাধনার চিরন্তন উপাচারেই সাজুক এবারের শারদ উৎসব চলতি বছর এই বার্তাই দিচ্ছে কুমারটুলি সার্বজনীন। বিভিন্ন শিশুর শৈশবের ছবিতে সেজে উঠেছে মন্ডপ। জোর কদমে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি।

বোলপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সি সি ইউ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা রোগীর

বোলপুর, ১৬ অক্টোবর (হি. স.) : বোলপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সি সি ইউ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করল এক রোগী। চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার ওই রোগী জানলার কাঁচ ভেঙে বহুতল থেকে ঝাঁপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। পরে নিরাপত্তারক্ষী এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের চেষ্টায় ওই রোগীকে বাঁচানো সম্ভব হয়।

জানা গিয়েছে, লাভপুর থানার আবাডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দা নিখিল হাজরা পারিবারিক অশান্তির কারণে গত বুধবার বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শুক্রবার দুপুরে নিখিল হাজরা সি সি ইউ ওয়ার্ডের জানলার কাঁচ ভেঙে বাইরে বেরিয়ে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন।কি ভাবে ওই ব্যক্তি হাসপাতালের জানলার কাঁচ ভেঙ্গে ঝাঁপ দেবার চেষ্টা করল, এখানে কারোর কোনো গাফিলতি রয়েছে কিনা তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

পুজোর মরসুমে সংক্রমণ এড়াতে জীবাণুমুক্ত করা হল পোস্তা ও গিরিশ পার্ক থানা

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি স): করোনা কাঁটায় একপ্রকার নাস্তানাবুদ শহরবাসী। অদৃশ্য ভাইরাসের দাপটে জর্জরিত মহানগরী। এদিকে সামনেই পুজো। পুজোর মুখে সংক্রমণ এড়াতে জীবাণুমুক্ত পোস্তা থানা, গিরিশ পার্ক থানা।

যতদিন বাড়ছে ততই যেন আতঙ্ক বাড়াচ্ছে করোনা। তবে, বর্তমানের কঠিন পরিস্থিতিতেও শহরবাসীর সেবায় রত কলকাতা পুলিশ। গৃহবন্দি শহরবাসীর সমস্ত রকমের দায়িত্ব কাঁধে তুলে করোনা সচেতনতায় মাইকে ক্রমাগত প্রচার চালাচ্ছে শহরবাসী। শহরবাসীর সেবায় সবসময় রত থেকেছেন কলকাতা পুলিশ। কিন্তু ইতিমধ্যেই বহু থানায় হানা দিয়েছে করোনা। আক্রান্ত হয়েছেন বহু পুলিশকর্মী। তবুও নিজেদের কাজের রত কলকাতা পুলিশ। আর তাই সংক্রমণ এড়াতে এদিন জীবাণুমুক্ত করা হল পোস্তা থানা ও গিরিশ পার্ক থানা।

বারাকপুরে কৈলাশজী-মুকুলের নেতৃত্বে হল্লাবোল মণীশের মহল্লায়

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি. স.) : মণীশ শুক্লর হত্যাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও ঘটনার সিবিআই তদন্তের দাবি এবং পুলিশ-প্রশাসনের অগণতান্ত্রিক আচরণের প্রতিবাদে শুক্রবার টিটাগড়ে সমাবেশ ডাকে বিজেপি। নাম দেওয়া হয়েছে ‘হাল্লাবোল’।

বুধবার ওই এলাকায় ববি হাকিমের নেতৃত্বে শান্তি মিছিল করেছিল তৃণমূল। বিজেপি-র দাবি, ওই সমাবেশের চেয়েও বেশি ভিড় হয়েছে শুক্রবারের সমাবেশে। এদিন নেতৃত্ব দেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কৈলাশ বিজয়বর্গীয়, সহ সভাপতি মুকুল রায়।

গত ৪ অক্টোবর, রবিবার রাত আটটা নাগাদ টিটাগড়ে বিটি রোডের উপর বিজেপি পার্টি অফিসের সামনে মণীশ শুক্লকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে দুষ্কৃতীরা। রাতেই বাইপাসের ধারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয় মণীশের। পর দিন ব্যারাকপুর বনধ ডাকে বিজেপি। উত্তাল হয়ে ওঠে ওই এলাকা। ব্যারাকপুরের বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং অভিযোগ করেছেন, এই খুনের ঘটনায় পুলিশেরও যোগ রয়েছে। না হলে দুষ্কৃতীরা ওই এলাকায় কার্বাইন নিয়ে এল, গুলি করল আবার পালিয়েও গেল তা হতে পারে না।

এরপর ১৫ দিন কাটতে চলল। ইতিমধ্যেই বিজেপি সিবিআই তদন্তের দাবি তুলেছে। মণীশ খুনের কিনারা করতে রাজ্য সরকার দায়িত্ব দিয়েছে সিআইডিকে। সেই তদন্তে এখনও পর্যন্ত তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক উত্তেজনা এখনও টানটান টিটাগড়ে। আজকের মিছিল থেকে যাতে নতুন করে উত্তেজনা না ছড়ায়, সে ব্যাপারে সতর্ক ছিল পুলিশ। ব্যারাকপুর কমিশনারেটের বিরাট বাহিনী মোতায়েন ছিল ওই এলাকায়।

বিজেপির দাবি, তৃণমূল যে মিছিল করেছিল তাতে স্থানীয় লোক ছিলই না। কামারহাটি, ঘোলা, দক্ষিণেশ্বর, আলমবাজার থেকে লোক এনে মিছিল করতে হয়েছিল শাসক দলকে। তাঁদের বক্তব্য, আজকের মিছিলে এলাকার মানুষই শামিল হয়েছেন। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে ছিলেন বিজেপি-র রাজ্য সহ সভাপতি তথা স্থানীয় সাংসদ অর্জুন সিং, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক সব্যসাচী দত্ত প্রমুখ।

ট্রেন পরিষেবার বেসরকারিকরণ, প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু রেলকর্মীদের

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি. স.) : বেসরকারিকরণের পরিকল্পনার প্রতিবাদে পূর্ব রেলের কর্মী সংগঠনগুলি মহাজোট তৈরি করে ইতিমধ্যে আন্দোলন শুরু করেছেন। শুক্রবার মেনস ইউনিয়ন, এসসি, এসটি সংগঠন ছাড়া একাধিক সংগঠনের জোট কর্মীরা হাওড়া ও শিয়ালদহ থেকে আলাদা বাইক-অভিযান করে।

পূর্ব রেলের সদর দফতর ফেয়ারলি প্লেসে এসে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনের পাশাপাশি জিএম-এর কাছে দাবিপত্র পেশ করেন। এদিন প্রায় পাঁচ হাজার রেলকর্মী জমায়েত করেন। রেল চলাচল নিয়মিত হয়নি। করোনা পরিস্থিতি এখনও ভয়াবহ। তারমধ্যে রেলকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার সব প্রক্রিয়া চালু রেখেছে কেন্দ্র সরকার। এই অভিযোগে প্রতিবাদ শুরু করেছেন রেলকর্মীরা।

সূত্রের খবর, ১০৯ টি রুটের জন্য দেড়শোর বেশি অত্যাধুনিক রেক আনা হবে। প্রতিটি রেকে ১৬টি করে কামরা থাকবে। ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১৬০ কিলোমিটার বেগে ট্রেনগুলি চালানো যাবে। ট্রেনের চালক ও গার্ডদের দিয়েই ট্রেন চালাতে পারবে দায়িত্বপ্রাপ্ত বেসরকারি সংস্থা। রেল সূত্রে খবর, বেসরকারি লগ্নি টানার পাশাপাশি যাত্রী পরিষেবা আরও মসৃণ করার লক্ষ্যে এই সিদ্ধান্ত।

এদিকে বোনাস না দেওয়ায় হরতালের হুমকি দিয়েছে ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান রেল মেনস। সাধারণ সম্পাদক এম রাঘভাইয়া জানান, কঠিন পরিস্থিতিতে রেলকে চালাচ্ছেন কর্মীরাই। করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন তিনশো কর্মী। ১৯-২০ অর্থ বর্ষে ২০০০ কোটি বোনাসের টাকা সরকারের কাছে বকেয়া রয়েছে। সাড়ে তেরো লক্ষ

ছয়ের পাতায়

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA

PNIe-T-No. 07/EE/Div-II/AMC/2020-21 Dated : 14.10.2020

Sl No.	D.N.I.e-T No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1.	Improvment of road by brick Soling, side wall and cross drain from the H/O Ranjan Sarkar to near the H/O. Dipak Rudrapaul via H/O Shital Sarkar at Lankamura Panchayet Para, W-01, TUEP DRAFT NIe-T No. 32/DIV-II/ AMC/202021	Rs. 2.91.476/-	Rs. 2.915/-	60 (Sixty) day
2.	Improvment of road by paver block from the H/O Sri, Shekhar Dasgupta to H/O Sri. Jiban Kar at Indranagar Hatat Colony Ward No.08, TUEP DRAFT NIe-T No. 33/DIV-II/ AMC/202021	Rs. 2.87.892/-	Rs. 2.879/-	60 (Sixty) day
3.	Improvment of footpath starting from Heritage Park bus stop to G.B. Bazar (Near DWS Office) West Side, Ward No. 05, AMC DRAFT NIe-T No. 34/DIV-II/ AMC/202021	Rs. 1.04.62.986/-	Rs. 1.04.630/-	120 (one hundred tewenty) day
4.	Improvment of road by paver block from the H/O Jayanta Debnath to main road at Ujan Abhoynagar Bazar, Ward No.11, TUEP DRAFT NIe-T No. 35/DIV-II/ AMC/202021	Rs. 2.39.120/-	Rs. 2.391/-	60 (Sixty) day
5.	Improvment of road by paver block from the H.O.I. Sudhir Debbarma to Jayanta Reang at Gurkhabasti ii. Pradip Sutrabhar to Krishna Debnath at Durjoynagar Kalibari road iii. Bela Mukharjee to Pradip Ghosh at Gowalabasti (drain and road) iv. Purnima Dey to Lt. Phani Datta at Barjala, under ward no.04, AMC DRAFT NIe-T No. 36/DIV-II/ AMC/202021	Rs. 8.85.889/-	Rs. 8.859/-	60 (Sixty) day

Last date and time for document downloading / bidding : 04-11-2020 at 14.00 Hrs / 15.00 Hrs.
Other necessary details information can be seen in the office hours of the undersigned.
Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer
Division No-II
Agartala Municipal Corporation

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

শাহরুখ না হৃতিক, কে জিতলেন

বলিউডের বড় পর্দার দুই হৃদয়শাহরুখ খান আর হৃতিক রোশন। একজন কখনো প্রেমিক রাহুল বা কখনো রাজ বা রাম হয়ে মানুষের মন জয় করেছেন। আরেকজন নাচের মুদ্রা, মারামারি আর গ্রিক দেবতার লুক দিয়ে জায়গা করে নিয়েছেন কোটি মানুষের হৃদয়ে। বলিউডের খানদের সম্রাজ্যতে যদি কেউ সত্যিকারভাবে হানা দিয়ে থাকে, তাহলে সেই নামটি প্রখ্যাত প্রযোজক ও পরিচালক, রাকেশ রোশনপুত্র হৃতিক রোশন।

৪৬ বছর বয়সী হৃতিক, ৪৫ বছর বয়সে এসে ক্যারিয়ারের সফলতম সময়ের দেখা পেলেন। মেঘ দেখে ভয় করেননি হৃতিক। আড়ালে লুকিয়ে থাকা হাসিমুখের সূর্যের দেখা পেয়েছেন ঠিকই। ২০১৯ সালে হৃতিক রোশনের দুটি ছবি মুক্তি পেয়েছে, 'সুপার থার্টি' ও 'ওয়ার'।

এই দুটি ছবিই ২০১৯ সালের সর্বোচ্চ আয় করা ১০ ছবির তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। 'ওয়ার' বলিউডের ইতিহাসে মুক্তির দিন সবচেয়ে বেশি আয় করা ছবি। ২ অক্টোবর মুক্তির প্রথম দিন ছবিটি তুলে আনে ৫৩ কোটি রুপি। আর এখন পর্যন্ত ভারত ও ভারতের বাইরে থেকে 'ওয়ার' আয় করেছে ৫০০ কোটি রুপি। এটি ২০১৯ সালের সর্বোচ্চ আয় করা ছবি। গণিত শিক্ষক আনন্দ কুমারকে নিয়ে ছবি 'সুপার থার্টি' আয় করেছে ২০৮ কোটি রুপি। সব মিলিয়ে হৃতিক রোশনের দুটি ছবি আয় করেছে ৭০৮ কোটি রুপি। এইবেলা একটু বলে রাখি, ২০১৯ সালে হৃতিকের অর্জনের মুকুটে যুক্ত হয়েছে আরও একটি রুপালি পালক। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি এজেন্সির সম্প্রতিক জরিপ বলে, জনপ্রিয় ফুটবল তারকা ডেভিড বেকহাম, 'টোয়াইলাইট' ছবির নায়ক রবার্ট প্যাটিনসন আর 'ক্যাপ্টেন আমেরিকা' ছবির নায়ক ক্রিস ইভানের মতো সুপুরুষদের পেছনে ফেলে 'বিশ্বের সবচেয়ে হ্যান্ডসাম পুরুষ' তারকা হৃতিক রোশন।

হৃতিকের যেখানে বৃহস্পতি তুঙ্গে, সেখানে শাহরুখের দিনকাল ভালো যাচ্ছে না। গত এক দশকেই 'চেন্নাই এক্সপ্রেস' ছাড়া শাহরুখের তেমন বক্স অফিস মাতানো ছবি নেই। তারকাবহুল 'হ্যাপি নিউ ইয়ার'কে পুরোপুরি শাহরুখের ছবি বলা যায় না।

আর ছবিটি বক্স অফিসে মোটামুটি আয় করলেও সমালোচকেরা বলেছে 'সস্তা, বাজে মুভি'। কিছু সিনেমা শতকোটির ক্লাবে গেলেও সাধারণ মানুষ বা সমালোচককোনো শ্রেণির ভেতরেই সেভাবে সাড়া ফেলতে পারেনি।

তবে শাহরুখ কথা দিয়েছেন, চলতি দশকেই তিনি দর্শকদের তাঁর জীবনের সেরা ছবিগুলো উপহার দেবেন। একনজরে দেখে নেওয়া যাক, এই দুইজনের যেই ছবিগুলো, যেগুলো ভারতের বক্স অফিসে পার করেছে ১০০ কোটির মাইলফলক।

এখানে ভারতের বাইরে থেকে ছবিগুলোর আয় যুক্ত করা হয়নি।

শাহরুখ খান :

ছবির নামদেশীয় আয় (কোটি রুপিতে)

চেন্নাই এক্সপ্রেস২০৭ কোটি রুপি

হ্যাপি নিউ ইয়ার১৭৮ কোটি রুপি

দিলওয়ালে১৪০ কোটি রুপি

রই১২৯ কোটি রুপি

রা ওয়ান১১৪ কোটি রুপি

ডন টু১০৬ কোটি রুপি

জাব তাক হ্যায় জান১০২ কোটি রুপি

হৃতিক রোশন:

ছবির নামদেশীয় আয় (কোটি রুপিতে)

ওয়ার২৯৩ কোটি রুপি

কৃষ থ্রি১৭৬ কোটি রুপি

সুপার থার্টি১৪৭ কোটি রুপি

ব্যাং ব্যাং১৪১ কোটি রুপি

অগ্নিপথ১১৯ কোটি রুপি

হৃতিক রোশন, শাহরুখ খান।

ছবি: ইনস্টাগ্রাম

হৃতিক রোশন, শাহরুখ খান।

ছবি: ইনস্টাগ্রাম

অন্যদিকে হৃতিকের প্রিয় সিনেমা আবার শাহরুখ অভিনীত। চলতি লকডাউনে ঘরে বসে আরও একবার দেখে ফেলেছেন, ১৯৯৫ সালে মুক্তি পাওয়া বলিউডের বড় পর্দার সেই আইকনিক ছবি'করণ—অর্জুন'। দেখেই ক্ষান্ত থাকেননি, টুইট করে জানান দিয়েছেন, 'করণ-অর্জুনের সঙ্গে যুক্ত পুরো দলকে আমার ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা। দুর্দান্ত এই ছবিটি উপহার দেওয়ার জন্য। আমার মনে আছে, ভারতের দর্শককে পাগল করে দিয়েছিল এই ছবি।'

শাহরুখের ৭টি ছবি, আর হৃতিকের ৫টি। তবে '৯০ বা একবিংশ শতকের শুরুর দশকের প্রথম দিকের ছবিগুলোর আয় যদি ২০২০ সালের হিসাবে ধরা হয়, তাহলে এই হিসাব ওলট—পালটও হয়ে যেতে পারে।

বদলে যাচ্ছে বলিউডের পরিবেশনা

বিনোদন দুনিয়ার হালচাল বদলে যাচ্ছে রাতারাতি। করোনা মহামারিতে এই বদলে যাওয়ায় লেগেছে নতুন হাওয়া। বন্ধ সিনেমা হল, সিনেপ্লেক্স। মানুষ সবাই ঘরবন্দী। এই সুযোগে ওত পেতে থাকা ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলো যেন জেগে উঠেছে সজোরে। তার সাড়াও মিলেছে বেশ। মানুষ এখন সবাই ঘরে। চোখ হাতে রাখা মুঠোফোন কিংবা ঘরের স্মার্ট টিভিতে। ইচ্ছে হলেই টুঁ মেরে আসছেন নেটফ্লিক্স, অ্যামাজন, মুবি, ডিজনি প্লাস থেকে।

এক 'এক্সট্র্যাকশন'—ঝড়েই বোঝা গেছে মানুষ কী পরিমাণ ঝুঁকছে অনলাইনে কনটেন্ট দেখায়। শুধু তাই না, এই সময়ে ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলোর হিসাব—নিকাশ দেখলে বোঝা যায়, ওটিটির দৌরাত্ম্য ভেতরে ভেতরে কত!

বলিউডে সম্প্রতি এই হাওয়া লেগেছে ছবি মুক্তিতে। এত দিন কেবল অনলাইনে মুক্তি দেওয়া হতে পারে, এই ছিল শেষ কথা। এবার দুটি ছবির অনলাইন মুক্তির ঘোষণায় যেন নতুন সিনেমা পরিবেশনের ইঙ্গিত পাওয়া গেলে বলিউডে। শুধু তা—ই নয়, সিনেমা হল মালিক, পরিবেশক, আইনক্স ও মাল্টিপ্লেক্স মালিকেরা নড়েচড়ে বসলেন। তৈরি হচ্ছে বিতর্কও। সে যা—ই হোক বলিউড যে কিছুটা হলেও ঝুঁকছে ওটিটি প্ল্যাটফর্মের দিকে, সেটা বলা যায়।

সম্প্রতি অ্যামাজন প্রাইম থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে সুজিত সরকার পরিচালিত 'গুলাবো সিতাবো' ছবিটি আগামী ১২ জুন বিশ্ব উদ্বোধনী প্রদর্শনী হবে অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওতে। আমিতাভ বচ্চন ও আয়ুষ্মান খুরানার মতো দুই তারকা অভিনেতার ছবি সিনেমা হলে মুক্তি পাবে না। এই খবরে অবশ্য হতাশ চলচ্চিত্র-সংশ্লিষ্ট অনেকেই।

এদিকে আরেক তারকাবহুল সিনেমা 'শকুন্তলা দেবী'ও অ্যামাজনে মুক্তি পাচ্ছে, এমন ঘোষণা এসেছে। ভারতীয় নারী গণিতবিদ ও মানব কম্পিউটারখ্যাত শকুন্তলা দেবীকে নিয়ে জীবনীভিত্তিক ছবিতে শকুন্তলা দেবীর চরিত্রে দেখা যাবে বিদ্যা বালানকে। আছেন যিশু সেনগুপ্ত, সানিয়া মালহোত্রা ও অমিত সাধ।

আরও কিছু ছবির গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, এগুলো সরাসরি মুক্তি পেতে পারে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। অক্ষয় কুমার ও কিয়ার আদভানির 'লক্ষ্মী বোম্ব', জাহ্নবী কাপুর অভিনীত 'গুঞ্জন সাক্সেনা: দ্য কারগিল গার্ল' এই কাতারে আছে। যদিও সিনেমা হলে মুক্তি না দিয়ে সরাসরি ওটিটি প্ল্যাটফর্মের মুক্তি দেওয়ায় বিতর্ক উঠছে বলিউডে। নাখোশ হচ্ছেন পরিবেশক, সিনেমা হল ও মাল্টিপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ। ভারতীয় গণমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে আইনক্সের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং সিনেমা হল মালিকদের মধ্যে একটা নিজস্ব ব্যবসায়িক সম্পর্কও থাকে।

যেখানে উভয় পক্ষই লাভবান হয়। দীর্ঘদিন ধরে এটাই হয়ে এসেছে। আর আজ যখন একে ওপরের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করার সময় তখন অপর পক্ষ সেই সম্পর্ক থেকে সরে গেলেন।'

মা—বাবার কাছে ফিরলেন সালমান

সালমান খান মা-বাবাকে ছেড়ে বেশি দিন থাকতে পারেন না। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন, কাজ শেষ করে যত দ্রুত সম্ভব ঘরে ফেরেন সালমান। বাইরে থাকলে মা-বাবাকে খুব মিস করেন বলিউডের এই ভাইজান। তাই লকডাউনের মধ্যেই পানভেলের ফার্ম হাউস থেকে মুম্বাইয়ের বাড়িতে ফিরেছেন এই বলিউড সুপারস্টার।

লকডাউনের শুরুতেই পরিবারের কিছু সদস্য আর কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে ৫৪ বছর বয়সী এই তারকা চলে গিয়েছিলেন তাঁর পানভেলের ফার্ম হাউসে। বোন অর্পিতার পরিবার, ইউলিয়া ভানতুর, জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ, ওয়ালুসকা ডি সুজা, রাহুল এন কানাল, কামাল খানসহ আরও কয়েকজন ছিলেন তাঁর সঙ্গে। এখানে প্রকৃতির কোলে হাসি-মজায় ভালোই দিন কাটাচ্ছিলেন ভাইজান। তবে তিনি কাজকর্ম মোটেও শিকেয় তুলে রাখেননি। এলাকার আশপাশের মানুষকে ত্রাণ দিয়েছেন। জ্যাকুলিনের সঙ্গে মিউজিক ভিডিওর শুটিংও করেন সালমান। নিজের ইউটিউব চ্যানেল থেকে মুক্তি দিয়েছেন 'তেরে বিনা' শিরোনামের গানটি। ইতিমধ্যে বেশ সাড়া ফেলেছে গানটি। কেবল ইউটিউবেই গানটি দেখা হয়েছে ১ কোটি ৭০ লাখের বেশিবার। কয়েকটি দৃশ্যে দেখা গেছে মডেল ও অভিনয়শিল্পী ওয়ালুসকা ডি সুজার মেয়েকেও। তবে এত কিছুর মধ্যে তাঁর মন পড়ে থাকত মুম্বাইয়ের সেই গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টে। কারণ সেখানেই যে ভাইজানের মা-বাবা আর ভাইয়েরা।

ঈদের দিন পরিবারের সঙ্গে কাটাতে পছন্দ করেন সালমান। প্রতিবছর ঈদ নিয়ম করে তিনি পরিবারের সঙ্গে পালন করেন। এদিকে আর মাত্র কয়েক দিন পর ঈদ। তাই তিনি পানভেলের ফার্ম হাউস থেকে সোজা মুম্বাইতে নিজের বাসায় ফিরে এসেছেন। রমজানের আর কয়েকটা দিন সালমান মা-বাবা আর ভাইদের সঙ্গে কাটাতে চান। এ ছাড়া আরও একটা পরিকল্পনা আছে বলে কানাঘুষা চলছে। মুম্বাইতে পা রেখেই সালমান তাঁর আগামী ছবি 'রাধে' নিয়ে কিছু পরিকল্পনা করবেন। এই ছবির অল্প কিছু অংশের শুটিং বাকি। এবারের ঈদেই ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। অবশিষ্ট অংশের শুটিং কীভাবে হবে, আর কবেই বা ছবিটি মুক্তি পাবেএসব নিয়ে ছবির পরিচালক প্রভু দেবার সঙ্গে আলোচনায় বসতে চান সালমান। তাই ফিরেও বসে থাকবেন না। মা-বাবার সঙ্গে সময় কাটানোর পাশাপাশি ছবির কাজও এগিয়ে রাখতে চান তিনি।

জন্মদিনে মাধুরীর অজানা প্রেমকাহিনি

আজ বলিউডের বড় পর্দার 'মোহিনী' মাধুরী দীক্ষিতের জন্মদিন। বয়সের মুকুটে আরও একটা পালক যুক্ত হলেও মাধুরী প্রমাণ করেছেন, বয়সকে তিনি নিজের মুনশিয়ানায় কেবলই সংখ্যা বানিয়ে রাখতে জানেন। ৫৩তম জন্মদিনে জেনে নেওয়া যাক পদ্মশ্রী মাধুরী ও তাঁর জীবনসঙ্গী শ্রীরাম মাধব নেনের প্রেককাহিনি।

সিমি গারেওয়ালের শোতে মাধুরী প্রথম দেখার কথা জানিয়েছিলেন এভাবে, 'আমি এমন একজন মানুষের সঙ্গে দেখা করলাম, যে আমাকে চিনতই না। কোনো পূর্বধারণা ছাড়াই সে আমার সঙ্গে দেখা করল। আর জিজ্ঞেস করল, তার সঙ্গে আমি বাইকে চড়ে পাহাড়ে ঘুরতে যাব কি না। আর আমি জানি না কেন, যেই আমি এর আগে গত ২০ বছরে কারও মোটরসাইকেলে উঠিনি, সেই আমি হাসিমুখে রাজি হয়ে বললাম, হ্যাঁ, আমি যাব।'

বিয়ের দিন শ্রীরাম মাধুরীকে যা বলেছিলেন

শ্রীরাম বিয়ের আগ পর্যন্ত ধারণাই করতে পারেননি যে মাধুরী ভারতে কত বড় তারকা। বিয়ের দিন মিডিয়া আর মানুষ দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন এই ডাক্তার। স্ত্রীকে ফিসফিস করে বলেছিলেন, 'ও মাই গড, এত মানুষ কেন!' মাধুরী হেসে বলেছিলেন, 'এ তো কঠোর গোপনীয়তা আর নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে। না হলে তো ভেঙে পড়ত।' নেনে জানিয়েছিলেন, এসব দেখে শুনে তাঁর বিয়ের দিন নাকি কেটেছিল ঘোরের ভেতর। মাধুরী জানান, নেনে নাকি বিয়ের আগে মাধুরীর কোনো ছবিই দেখেনি। এমনকি অমিতাভ বচ্চন ছাড়া ভারতের আর কোনো তারকার নামও জানত না নেনে। স্কুলে পড়ার সময় নাকি একবার 'অমর আকবর অ্যান্টনি' দেখেছিলেন। বলিউডের ছবি নিয়ে নেনের স্মৃতি বলতে এটুকুই।

যুক্তরাষ্ট্রের দিনগুলোতে মাধুরী

বিয়ের পর বড় পর্দা থেকে দীর্ঘদিনের বিরতি নেন মাধুরী। মুম্বাই থেকে উড়াল দেন লস অ্যাঞ্জেলসে। মাধুরী জানান, তিনি তাঁর সবটুকু দিয়ে জীবনের এই বিশেষ অধ্যায়কে উপভোগ করতে চেয়েছিলেন, 'আমার জীবনসঙ্গী একজন কার্ডিওভাসকুলার সার্জন। সে ভোর সাড়ে পাঁচটায় বেরিয়ে পড়ত। আর তার আগেই আমি নাশতা রেডি করতাম। একসঙ্গে সকালের নাশতা সারতাম। তারপর ও বেরিয়ে পড়লে আরেকটু ঘুমিয়ে নিতাম। আমি আমার জীবনের প্রতিটি মিনিট উজাড় করে বিবাহিত জীবনকে অনুভব করতে চেয়েছি।'

মাধুরীর সিনেমা দেখতে নার্ভাস লাগত নেনের

বিয়ের আগে শ্রীরাম মাধুরীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুমি অভিনয় কর। তাহলে তো তোমাকে সঙ্গে ব্যাগ নিয়ে ঘুরতে হয়, তাই না?' এই প্রশ্ন শুনে মাধুরী তো হেসেই খুন। নিজের বোকামি সে সময় বুঝতে পারেননি এই ডাক্তার। মাধুরী বলেন, 'আমার তারকাখ্যাতি নিয়ে ওর কোনো ধারণাই ছিল না। বিয়ের পরেও মাধুরী অসংখ্যবার নিজের সিনেমা দেখতে বসিয়েছেন নেনেকে। কিন্তু বিয়ের দিনের ঘটনায়-ই কিনা, নেনের নাকি নার্ভাস লাগত।' নেনে তাঁর সিনেমা দেখতে চাইত না জানিয়ে মাধুরী বলেন, 'সিনেমা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পর থেকেই নেনে বলত, 'আমরা অন্য কিছু করি? চলো, আমরা অমুক জায়গা থেকে ঘুরে আসি; তমুক রেস্টুরেন্টে খেতে যাই। এটা করি, সেটা করি।'

যে কারণে মাধুরী আর নেনের প্রেম হলো

সিমি গারওয়ালকে মাধুরী বলেন, 'আমরা দুজন একেবারে দুই মেরুর মানুষ। ওর বেড়ে ওঠা লস অ্যাঞ্জেলসে। আমার সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না। তাই ব্যক্তি আমাকে মনে ধরেছিল ওর। আর সেই বিষয়টা আমারও ভালো লেগেছিল। আমরা সম সময় সঙ্গীর ভেতর মিল খুঁজি। কিন্তু আমাদের অমিলেও কোথায় যেন একটা সুর ছিল। তাই তো পাহাড়ে বাইক রাইডিংয়ের প্রস্তাবে আমি হ্যাঁ করেছিলাম। আমরা সবাই জীবনকে একটা সুযোগ দিতে চাই। তাই নয় কি?'

২২ বছরের দাম্পত্য জীবনের রহস্য

'আমরা সুখেই এক জীবন কাটিয়ে দিতে পারছি। আমার মনে হয়, এটা সম্ভব হয়েছে একটাই কারণে। আমরা কেউ কাউকে বদলাতে যাইনি। অথচ, বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে এটিই একজন আরেকজনের কাছ থেকে আশা করে যে তার সঙ্গী তার জন্য বদলে যাবে। এটা ঠিক নয়। আমরা দুজনে যেমন ঠিক তেমনভাবেই গ্রহণ করেছি। সে যেমন, আমি সেই সবকিছু মিলিয়েই ওকে ভালোবেসেছি। আর এই কথা ওর জন্যও সমান সত্য।'

রানা দাগুবাতির হবু স্ত্রী কে

'বাহুবলী'খ্যাত অভিনেতা রানা দাগুবাতি। ভিলেন হিসেবে পরিচিত হলেও নায়ক হয়েছেন কিছু ছবিতে। এবার বাস্তব জীবনের নায়িকার হাত ধরে ফেললেন এই দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেতা। সম্প্রতি বাগদান হলো তাঁর। ভারতীয় বেশ কয়েকটি গণমাধ্যম এ খবর করেছে। রানা দাগুবাতিও টুইটারে শেয়ার করেছেন হবু স্ত্রীর ছবি।

কিছুদিন আগেই মা হয়েছেন কোয়েল মল্লিক। গর্ভবতী হওয়ার খবর দিয়েছেন শুভশ্রী গাঙ্গুলী। এবার রানা দাগুবাতির বাগদান। ভারতে যেন লকডাউনে সুখবর বইতে শুরু করেছে।গত মঙ্গলবার অভিনেতা রানা দাগুবাতি ডিজাইনার মিহিকা বাজাজের সঙ্গে নিজের বাগদানের কথা ঘোষণা দেন। তাঁর টুইটারে মিহিকার সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করে জানান, তাঁর প্রস্তাবে সাড়া দিয়েছেন মিহিকা। তাঁকে 'হ্যাঁ' বলেছেন।চলুন এবার জানা যাক দাগুবাতির হবু স্ত্রীর আদ্যোপান্ত। হবু স্ত্রী মিহিকা বাজাজ পেশায় ইন্টেরিয়র ডিজাইনার। ডিউ ড্রপ ডিজাইন স্টুডিও নামে একটি ইভেন্ট শুরু করেছেন। দুজনের দেখা, অবশেষে তা প্রেমে কীভাবে রূপান্তরিত হয়েছে, তা যদিও জানা যায়নি। তবে দুজনকে বিয়ের পিঁড়িতে দেখতে আর তর সইছে না দক্ষিণ ভারতের রানাভক্তদের, এ বলে দেওয়া যায়।

রানা দাগুবাতির সাইনবোর্ড 'বাহুবলী'। তা ছাড়া দক্ষিণ ভারতে একের পর এক হিট ছবি দিয়ে যাচ্ছেন। লকডাউনে বন্ধ সব কাজ। দুটি ছবি আছে মুক্তির দোরগোড়ায় 'হাতি মেরে সাথি' ও 'বিরাটপর্বম'। 'হাতি মেরে সাথি' ছবিতে তাঁর সঙ্গে আছেন বিশাল, পুলকিত সম্রাট এবং শ্রিয়া পিলগাঁওকার। 'বিরাটপর্বম'-এ আছেন সাঁই পল্লবী, প্রিয়মণি ও নন্দিতা দাস।

শুক্রবার আগরতলায় এসইউসিআই ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

জয়নগরে নিরীহ মেয়ের খুনে সরব অগ্নিমিত্রা, প্রবল সাড়া নেটিজেনদের

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি. স.) : জয়নগরে নিরীহ মেয়ের খুনে সরব হলেন বিজেপি-র মহিলা মোর্চার সভানেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।

ফেসবুকে অগ্নিমিত্রা শুক্রবার লিখেছেন, "শান্তিতে থাকা "বাংলার গর্বের" বাস্তবটা একবার নিজের চোখে দেখুন... মাননীয়া উত্তর প্রদেশের ঘটনা নিয়ে মিছিল করেন... কিন্তু আজ যখন জয়নগরে একটি নিরীহ মেয়ের ধড় কাটা মৃতদেহ পাওয়া যায় তখন উনি চুপ... এই অনাচার, নির্যাতন ও রক্তলীলা থেকে বাংলাকে মুক্ত করতে এগিয়ে আসুন..."।

বেলা ২টো নাগাদ অগ্নিমিত্রার পোস্ট করার পর ৪ ঘন্টায় এটি দেখেছেন ৫৬ হাজার দর্শক। লাইক ও মন্তব্য করেছেন যথাক্রমে ৯১৫ ও ১৪১। ২, ১০০ জন শেয়ার করেছেন।

প্রকাশ জানা লিখেছেন, "এখন দিদি রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করবেন না, কারণ এটা তো নিজের রাজ্যের ঘটনা। উত্তর প্রদেশের ঘটনা হলে দিদি আগে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ মিছিল করতো। এটাই দিদির নীতি। ছিঃ দিদি ছিঃ!" তরুণ রায় লিখেছেন, "আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর চোখ কি, এখন অন্ধকার হয়ে গেছে দেখতে পান না এসব ঘটনা। করুন না এবার রাস্তায় নেমে মিছিল আন্দোলন দেখি। না আপনি করবেন না আপনি পারবেন না। তার কারণ বাংলার এটা একটা ছোট্ট ঘটনা। এইতো আমাদের বাংলার গর্ব মমতা।" সুভাষ বোস লিখেছেন, "ভারতবর্ষের মধ্যে ধর্ষন খুনের ঘটনায় বাংলা এখন প্রথম ওনার অনুপ্রেরণায় আফশোস এটা উত্তর প্রদেশের ঘটনা হলে এতোক্ষণ আন্দোলনের ব্লুপ্রিন্ট তৈরি হয়ে যেত, শকুনের মতো ভাগাড়ে নিজের ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করতেন।" প্রবীর বাগ লিখেছেন, "এটায় পশ্চিমবঙ্গে কোনোও আওয়াজ উঠবে না। লজ্জা বাঙলার লজ্জা। দলদাস মিডিয়া এখানে অন্ধ।" রাজু চৌধুরী লিখেছেন, "মমতা ব্যানার্জী আমলে বাংলায় সব থেকে নোংরা ও রক্তে রাঙানো সরকার চলছে, এর অবসান করতেই হবে না হলে কেউ সুরক্ষিত থাকতে পারবে না...। "সৌরভ বিশ্বাস লিখেছেন, "এই ঘটনাগুলো আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ছোটো ঘটনা। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেই তো মাওবাদী উপাধি দেওয়া হয়। উনি নিজের রাজ্যে মিছিলে হেঁটে নিজেকে মাওবাদী প্রমাণ করতে চান না।"

অনন্য বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "কোথায় কার মৃতদেহ কোনদিন এভাবে পড়ে থাকবে, কেউ জানিনা আমরা! গনতন্ত্র তোমাকে সালাম জানাই। পার্লামেন্ট তোমাকে সালাম জানাই।" এস মহম্মদ সামাদ লিখেছেন, "কেন ফিরদাস হাকিম কি বলেছিল পশ্চিমবঙ্গে সব থেকে শান্তি পান জায়গায় এখানে কোন কিছু হয় না তাহলে এই তার নমুনা। সেই এখন কোথায় আছে।"

দিলীপ পাল লিখেছেন, "নারকীয় ঘটনা!পতন অনিবার্য। ভারতীয় ইতিহাস তার প্রমাণ। রাবন ও দুর্যোধন নারী উপর অত্যাচার করে সবংশে ধ্বংস হয়েছে।"তন্ময় সরকার লিখেছেন, "এসব সাজানো ঘটনা।এই রাজ্যো এই সব ইতেই পারে না।এখানে দিদির শান্তিপ্রিয় ভাইরা রয়েছে।" সুমিতা দাশগুপ্ত লিখেছেন, "এখন মাননীয়া কি বলবেন দেখুন। 'সব সাজানো ঘটনা' নাকি 'ছোটো খাটো ঘটনা' !!! দুদিন পর মা দুর্গার আগমন আর এক দুর্গাকে এই অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে লজ্জা !"

অভিজিৎ রায় বাসুনিয়া লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গের লজ্জা মমতা ব্যানার্জী।" তপন রায় লিখেছেন, "এবার ডেরেকবাবু যাবেন তো নাকি? রাহুল গান্ধী যাবেন তো নাকি? নাকি আমরা ওটাই বুঝে নেবো আপনারা শুধু নাটক করেন... ৭ু ওয়ালারাই বা কোথায়?" মানস চ্যাটার্জি লিখেছেন, "অশিক্ষিত অরাজনৈতিক তার মধ্যে, রং ঢেলে প্রমোশন হচ্ছে মিডিয়া কর্মীর, বুক খালি হচ্ছে মা বাবার। হায় ভগবান, তুমি শক্তি দাও ওর পরিবারকে, যেন, তাদের কেউ, ঠিক এই ভাবে অপরাধীর গলাটা কাটতে পারে। কারণ কেউ কিছুই করবে না। " জবা চ্যাটার্জী লিখেছেন, "বাংলাটাকে কলঙ্কিত রাজ্য করে ফেলেছে। মুখ্যমন্ত্রী কোথায় মিছিল মিটিং করবেন না। বেগম আপনি বাংলার যা পরিস্থিতি করছেন মা দুর্গা তার সন্তান দের নিয়ে আসতে ভয় পাচ্ছে। বেগম আপনার শাসনকালে যা করে গেলেন দাউদ ইব্রাহিমকে ছাপিয়ে গিয়েছেন। আপনি একজন নারী মুখ্যমন্ত্রী হয়ে নারীদের এভাবে মরতে হচ্ছে। এর থেকে লজ্জার কি আছে। আপনার তো লজ্জা শরমের বালাই নেই। এখনো যদি রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয় তাহলে কিছু গান বাজবে।"

সামান্য বিপরীত সুরও চোখে পড়েছে। সেগুলোর মধ্যে আছে বিপুল শীল তরুণ রায়কে লিখেছেন, "ঘটনার সম্পুর্ন বিবরণ জানেন কি ? যদি জেনে থাকেন তবে সবার সামনে আনুন।" বিপুল সর্দার লিখেছেন, "এই খুনের সঠিক তদন্ত করলে তো তদন্ত বিজেপির দিকেও ঝুঁকতে পারে। এইসব করে শান্ত বাংলাকে অশান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বাংলার মানুষ এর সঠিক বিচার করবে।"

বড়িশা সার্বজনীনের উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি স): শহরজুড়ে পুজো পুজো রব। করোনা আবহে সকলের মন খারাপ থাকলেও পুজো আসতেই মুখে হাঁসি ফুটেছে শহরবাসীর। হাতে আর একদম অল্প সময় তাই আগে ভাগেই শুক্রবার বড়িশা সার্বজনীনের পুজো প্যান্ডেলের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই বছর বেহালার বড়িশা ক্লাব পরিযায়ী শ্রমিকদের সম্মান জানাতে দেবী দূর্গাকে দেখিয়েছেন মা রূপে।চলতি বছর করোনা আবহে লকডাউন ঘোষণা করার পর চরম সমস্যায় পড়েছিল পরিযায়ী শ্রমিকরা। সমস্যায় পড়েছিল তাদের বাড়ির লোকেরা। আর এবার পরিযায়ী শ্রমিক পরিবারের একজন মা তাঁর সন্তানদের নিয়ে ত্রাণের খোঁজ করছেন সেই ভাবনাই ফুটিয়ে তুলেছে বড়িশা ক্লাব। পুজো মণ্ডপে দূর্গা রূপে মাকে দেখা যাচ্ছে সন্তান কোলে। সঙ্গে রয়েছেন লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিক, সরস্বতী- প্রত্যেকেই তবে সকলকেই দেখা যাচ্ছে পরিযায়ী শ্রমিক রূপে। এদিন চলতি বছর করোনা আবহে লকডাউন ঘোষণা করার পর চরম সমস্যায় পড়েছিল পরিযায়ী শ্রমিকরা। সমস্যায় পড়েছিল তাদের বাড়ির লোকেরা। আর এবার পরিযায়ী শ্রমিক পরিবারের একজন মা তাঁর সন্তানদের নিয়ে ত্রাণের খোঁজ করছেন সেই ভাবনাই ফুটিয়ে তুলেছে বড়িশা ক্লাব। পুজো মণ্ডপে দূর্গা রূপে মাকে দেখা যাচ্ছে সন্তান কোলে। সঙ্গে রয়েছেন লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিক, সরস্বতী- প্রত্যেকেই তবে সকলকেই দেখা যাচ্ছে পরিযায়ী শ্রমিক রূপে। এদিন বড়িশা সার্বজনীনে প্রদীপ জ্বালিয়ে মন্ডপের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিজেপির মিছিল ঘিরে ধুন্ধুমার মধ্য কলকাতায়

কলকাতা,১৬ অক্টোবর (হি স): ফের শহরের রাস্তায় ধুন্ধুমার। বিজেপি কর্মীর মৃত্যুর প্রতিবাদে পথে নেমেছে বিজেপি। বিজেপি কর্মীর মৃতদেহ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হলে সেন্ট্রাল এভিনিউতে পুলিশের বাধার মুখে পড়ে বিজেপি কর্মীরা। মিছিল ঘিরে ধুন্ধুমার।

বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পথে নামে বিজেপি। মদন ঘড়ুই নামে পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুরের বাসিন্দা গত ১৩ অক্টোবর পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়। ওই ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়লে এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়। সেখানে মৃত্যু হয় তার। আজ শুক্রবার ওই ব্যক্তির দেহ তুলে দেওয়া হয় পরিবারের হাতে। তবে, বিজেপির দাবি, মদন ঘড়ুইকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে পুলিশ। আর তারই প্রতিবাদে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর কালীঘাটের বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন তাঁরা। যদিও বিপিন বিহারী গঙ্গোপাধ্যায় সরণির মোড়ে মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। আর তারপরেই পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন লকেট চট্টোপাধ্যায়। মিছিল ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

আইটি কর্মীদের পুজোর উপহার মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি. স.) : পুজোর মুখে রাজ্যে কর্মরত এজেন্সি অর্থাৎ ঠিকাদারের তথ্য প্রযুক্তি কর্মীরা সরকারের চুক্তিবদ্ধ কর্মীর স্বীকৃতি পেলেন। শুক্রবার টুইটে এই ঘোষণা করেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গ ই গভর্নেন্সের জন্য পরিচিত। রাজ্যের মানুষকে বৈদ্যুতিন পরিষেবা উন্নয়নের জন্য আজ আমি তথ্য প্রযুক্তির নবীন পেশাদারদের উপহার দিচ্ছি। ওয়েবেল/ ডব্লুটিএল এবং রাজ্য সরকারের হয়ে এজেন্সির যাঁরা কাজ করছেন, তাঁরা সকলে রাজ্য সরকারের সরাসরি চুক্তিবদ্ধ কর্মী হিসাবে স্বীকৃতি পাচ্ছেন।

এঁরা বছরে ৩০ দিনের ছুটি এবং ১০ দিন অসুস্থতাজনিত ছুটি পাবেন। মহিলারা পাবেন সন্তানধারনের নির্ৰ্ষ্টি ছুটি। ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁরা নিশ্চিতভাবে কাজ করার সুযোগ পাবেন। প্রান্তিক সুবিধা হিসাবে পাবেন ৩ লক্ষ টাকা করে। এ সবের পাশাপাশি সরকারি বিমা 'স্বাস্থ্যসাথী'-র সুযোগ পাবেন এঁরা।

কালীঘাট মিলন সংঘ থেকে হিন্দুস্থান ক্লাবের পুজো মন্ডপের উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি স): চলতি বছর করোনা আবহেই হচ্ছে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব। প্রতিবছরই বাঙালি অপেক্ষা করে থাকে দূর্গা পুজোর জন্য। নানান ধরনের পরিকল্পনা থাকে সকলের। যদিও চলতি বছর করোনা আবহে সব কিছুতেই পড়েছে ভাঁটা। পুজোর বাকি আর ৫ দিন। আর তাই শুক্রবার কালীঘাট মিলন সংঘ থেকে হিন্দুস্থান ক্লাবের পুজো মন্ডপের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

চলতি বছর করোনা আবহে পুজো প্যান্ডেল গুলির ক্ষেত্রে বেঁধে দেওয়া হয়েছে একাধিক গাইডলাইন। এমনকি দর্শকদের মণ্ডপে প্রবেশের ক্ষেত্রে ও পড়তে হবে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে স্যানিটাইজার বজায় রাখতে হবে দূরত্ব। একাধিক নিয়ম মেনে চলতি বছর হচ্ছে দূর্গা পুজো। আর তাই এদিন মুখ্যমন্ত্রী প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে দ্বার খুললেন কালীঘাট মিলন সংঘ, হিন্দুস্থান ক্লাবের পুজো মন্ডপের।

বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষ্যে পদযাত্রা মেখলিগঞ্জে

মেখলিগঞ্জ, ১৬ অক্টোবর (হি. স.) : কোচবিহারের মেখলিগঞ্জে বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষ্যে একটি পদযাত্রা আয়োজন করা হয়। শুক্রবার এই পদযাত্রার আয়োজন করা হয় জানা গিয়েছে, এদিনের র্যারলির মাধ্যমে পুষ্টির গুরুত্ব বোঝানোর পাশাপাশি সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয়। মেখলিগঞ্জ মহকুমা আইনি পরিষেবা কমিটি ও মেখলিগঞ্জ মহকুমা শাসকের দফতরের যৌথ উদ্যোগে র্যা লিটি মেখলিগঞ্জ মহকুমা শাসকের দফতর থেকে শুরু হয়ে মেখলিগঞ্জ শহর পরিক্রমা করে। র্যা লিতে উপস্থিত ছিলেন মেখলিগঞ্জ মহকুমা আইনি পরিষেবা কমিটির সম্পাদক সুব্রত বর্মন, মেখলিগঞ্জ পুরসভার পুর-আধিকারিক নীলোৎপল চক্রবর্তী, মেখলিগঞ্জ মহকুমা খাদ্য নিয়ামক রফিকুল ইসলাম সহ বিভিন্ন দফতরের কর্মীরা।

ভোটের মুখে বাম বিধায়কের যোগদান তৃণমূলে

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি. স.) : উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিআই(এম) বিধায়ক রফিকুল ইসলাম যোগদান করলেন তৃণমূলে।

কয়েক মাস পরে যখন রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন। তখনই যেন ছন্দপতন বাম-কংগ্রেস শিবিরে। দলবদলের কারন হিসাবে তুলে ধরলেন বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূল সুপ্রিমো তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াই করার কথা। সাফ জানালেন, 'বিজেপির বিরুদ্ধে একমাত্র লড়াই করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলাম।'

২০১৬ সালে এই রফিকুল বাম-কংগ্রেস জোটের প্রার্থী হয়েছিলেন। মাত্র ৪৯২ ভোটের ব্যবধানে তিনি পরাস্ত করেন তৃণমূলের প্রার্থী তথা এলাকার তৎকালীন বিধায়ক এটিএম আবদুল্লাহকে। ২০১৯ সালে তৃণমূল বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্র ধরে রাখার পাশাপাশি বসিরহাট উত্তর কেন্দ্রেও এগিয়ে ছিলেন। এবারে ওই আসন পুনরুদ্ধারের জন্য তৃণমূল এখন থেকেই কোমর বেঁধেছে। এদিন কলকাতায় এসে তপসিয়ার তৃণমূল ভবনে গিয়ে লাল শিবির ছেড়ে ঘাসফুলে নাম লেখান বিধায়ক রফিকুল ইসলাম। রাজ্যের পূর্ত মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের হাত থেকে তৃণমূলের পতাকা তুলে নিলেন।

এইরকম অবস্থাতেই এদিন জোড়াফুলে যোগদান করলেন রফিকুল। যোগদান করে এদিন তিনি জানান, 'বাংলা তথা দেশের এখন সব থেকে বড় শত্রু বিজেপি। সেই বিজেপির বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর কেউ লড়ছে না। তাই সেই লড়াইয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করতে তৃণমূলে যোগ দিয়েছি।'

২০১৬ সালের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে জোট প্রার্থী হিসাবে যারা জয়ী হয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই খাতায় কলমে বাম বা কংগ্রেস বিধায়ক হিসাবে রয়ে গেলেও তাঁরা কার্যত তৃণমূলের হয়েই কাজ করছেন। সেই দলে ঢুকে গেলেন রফিকুলও। স্বাভাবিক ভাবেই এবার জোট নিয়ে প্রশ্ন উঠবে অনেকের মধ্যে।

বেহালার রাস্তায় সুরক্ষা বিধি বজায় রাখতে সুরক্ষা বলয় কাটলেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি স): যত সময় বাড়ছে ততই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। করোনা কাঁটায় নাজেহাল শহরবাসী। এরই মাঝে এসে গিয়েছে পুজো। আর এবার সুরক্ষা বিধি বজায় রাখতে পথে নেমে সুরক্ষা বলয় কাটলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার বেহালার বড়িশা ক্লাবে পুজার উদ্বোধনে এসে মুখ্যমন্ত্রী নিজে রাস্তায় গোল দাগ কেটে দেন।

হাতে আর মাত্র একদম অল্প সময় তারপরেই পুজো। ইতিমধ্যেই মন্ডপ গুলোতে জোরকদমে চলছে প্যান্ডেল তৈরি কাজ। এরই মাঝে শুক্রবার বিভিন্ন পুজো প্যান্ডেলের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অজেয় সংহতি, ৪১ পল্লী, খিদিরপুরের দুটি পুজো, দক্ষিণ কলকাতার হিন্দুস্থান পার্ক ও কালীঘাট মিলন সঙ্ঘের পুজোর পুজোর উদ্বোধনের পাশাপাশি এদিন মুখ্যমন্ত্রী বেহালার বড়িশা ক্লাবে পুজার উদ্বোধনে করেন। আর বেহালার বড়িশা ক্লাবে এসেই শহরবাসীকে সচলতার বার্তা দিতে নিজেই গোল করে সুরক্ষা বলয় এঁকে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্যের বেহাল অর্থনীতি নিয়ে সরব সুজন চক্রবর্তী

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গের বেহাল অর্থনীতি নিয়ে সরব হলেন সিপিএমের পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী।

শুক্রবার তিনি টুইটে লেখেন, "রাজ্যে গত সাত বছরে, শহরে দুগুণ আর গ্রামে তিনগুণ বেড়েছে বেকারির হার। শিল্প কমেছে। গ্রামের অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে।সরকারি পরিসংখ্যানে পরিস্কার তথ্য। তৃণমূলের রাজত্বে মানুষের বিপদ বাড়ছে। অসহায়তার স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি - মাননীয়া।।"

প্রসঙ্গত, গতকাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০০৯-'১০ অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে শহরে যেখানে প্রতি হাজার জনে যথাক্রমে ১৯ ও ৪০ জন কর্মহীন ছিলেন, সেখানে এখন ওই হিসাব হয়েছে ৩৫ ও ৪৯। সংবাদপত্রে এদিন প্রকাশিত একাধিক রিপোর্ট যুক্ত করে টুইট করেছেন সুজনবাবু।

করোনার সাথে এবার ম্যালেরিয়ার থাবা বাঁকুড়া শহরে

বাঁকুড়া, ১৬ অক্টোবর (হি. স.) : করোনার সাথে সাথে এবার শহরে থাবা বসিয়েছে ম্যালেরিয়া।যার ফলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে শহর জুড়ে। বাঁকুড়া পৌর এলাকার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সুকান্তপল্লীর এক শিশু ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এছাড়াও রামপুর এক বাসিন্দা আক্রান্ত হয়েছেন বলে খবর মিলেছে। বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বেশ কয়েকজন রোগী।

করোনা মোকাবিলায় সবাই ব্যস্ত তার মধ্যেই ম্যালেরিয়ার আক্রান্তের ঘটনা আরও আতঙ্ক বাড়িয়ে দিয়েছে। মশা বাহিত এই রোগের জন্য শহরবাসী পৌরসভাকে দুষছেন। তাদের বক্তব্য শহরে ময়লা-আবর্জনা যেমন রয়েছে তেমনি ড্রেন নর্দমা নিয়মিত পরিষ্কার হচ্ছে না।সেইসব জমা জলে মশার বংশ বৃদ্ধি হচ্ছে। মশার বংশ বৃদ্ধি আরেকটি বড় কারণ শহর লাগোয়া বেশ কিছু এলাকায় জমি কিনে রেখে সেখানে সীমানা প্রাচীর দিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে। সেইসব এলাকায় বৃষ্টির জল জমে মশার বংশ বৃদ্ধি হচ্ছে। অপরদিকে শহরে বেশ কিছু এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থা না থাকা সত্বেও পৌরসভা বাড়ি তৈরির অনুমতি দিচ্ছে এই সব এলাকাতেই মশার উপদ্রব বেশি তেমনি আক্রান্ত ও হচ্ছে এই এলাকায়। বাঁকুড়া পৌর এলাকার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ফাঁসি ডাঙ্গা সুকান্ত পল্লীতে নতুন নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছে প্রচুর কিন্তু সেখানে জল নিকাশি কোনো ব্যবস্থা নেই।ব্যবহৃত জল পাশের কোন ফাকা জায়গায় গিয়ে পড়ছে। কোন বাড়ির আবার শোপ পিট থাকলেও তা কার্যকর হচ্ছে না এমনই অবস্থা নজরে পড়েছে এলাকায় অথচ পৌরসভার কোনো হেলদোল নেই।

বেশ কিছুদিন আগে জেলাশাসকের পরামর্শমতো মহকুমাশাসক সুদীপ্ত দাস এইসব এলাকাগুলি পরিদর্শনে যান কিন্তু কী ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে তা আজ পর্যন্ত জানা যায় নি।এই বিষয়ে মহকুমাশাসক বলেন অনেক জায়গায় যাওয়া হয়েছে কিন্তু এখন সঠিক মনে নেই তবে নিকাশি ব্যবস্থা না থাকা সত্বেও পুরসভা বাড়ি তৈরির অনুমোদন দেওয়ায় তিনি সংশয় প্রকাশ করেন।

বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম প্রধান বলেন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত ৰোগীও এখন আসছে মেডিকেলে। তিনি বলেন সুকান্তপল্লীৰ আক্রান্ত শিশুটি ফল্টী পোৰাম ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে। চিকিৎসার পর শিশুটি ভালো রয়েছে। এ বিষয়ে পৌর প্রশাসক মহাপ্রসাদ সেনগুপ্ত বলেন শহরের সুকান্তপল্লী এলাকাতেই ম্যালেরিয়া আক্রান্তের খবর মিলেছে এছাড়াও বিষয়টি আমরা নজরে রেখেছি এখন শিশুটি এখানে আক্রান্ত হয়েছে না বাইরের কোথা থেকে আক্রান্ত হয়েছে সেটা দেখতে হবে। তবে তিনি যাই বলুন না কেন খোঁজ নিয়ে জানা গেছে ৭ মাসের এই শিশুটি জন্মাবধি নিজের বাড়িতে রয়েছে।

দুর্গাপূজার সময় ভিড় নিয়ন্ত্রণে রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা জানতে চেয়ে রিপোর্ট তলব আদালতের

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি. স.): দুর্গাপূজার সময় ভিড় নিয়ন্ত্রণে রাজ্য সরকার কি পরিকল্পনা নিয়েছে তা জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। বারোয়ারি দুর্গা পুজো এবছর বন্ধ করার দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করা হয়েছিল তার শুনানি ছিল শুক্রবার।

এদিন কলকাতা হাইকোর্টে তরফের রায় দিয়ে জানানো হয়, পুজোর সময় কলকাতায় ভির নিয়ন্ত্রণ করতে রাজ্য সরকার কি পরিকল্পনা নিয়েছে তা মুখ্য সচিব এবং রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব কে আলাদা করে রিপোর্ট দিতে হবে। সোমবার সেই রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে আদালতের তরফে। এর পরেই আদালত পুজোর আনুষঙ্গিক গাইড লাইন ঠিক করে দেবে।

কলকাতায় বারোয়ারি পুজো বন্ধ করার দাবি জানিয়ে মামলা করা হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। সেখানে মামলাকারীদের তরফে বলা হয়েছিল কেরলের সংক্রমণ একেবারেই নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছিল কিন্তু সেখানে ওনাম উৎসব এর পর সংক্রমণের মাত্রা হুহু করে বেড়ে গিয়েছে। এমনকি রাজ্যেও বেশ কিছু জেলায় সংক্রমণের মাত্রা বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতেই রাজ্যে বারোয়ারি দুর্গা পূজার বন্ধ করার জন্যই দাবি জানিয়েছিল হামলাকারীরা।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই চিকিৎসকদের যৌথ মঞ্চ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেছিলেন এবার পুজোয় ভিড় নিয়ন্ত্রণে । কারণ পুজোয় যদি ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা না যায় তাহলে এই মহামারী আরও ভয়ানক অবস্থা নিতে পারে। তবে এখন দেখার রাজ্যের মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্র সচিবের রিপোর্ট কলকাতা হাইকোর্ট কি নতুন গাইডলাইন দেয়।

বসব আদিবাসী পুরোহিতদের ভাতা দেওয়ার ঘোষণা নবান্নের

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি. স.): গরীব পুরহিতদের পর এবার সমস্ত আদিবাসী পুরোহিতের ভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করল নবান্ন। এছাড়াও প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের পুরোহিতদেরও ভাতা দেওয়ার জন্য নামের তালিকা চেয়ে পাঠানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই মর্মে নবান্নের তরফে সমস্ত জেলার শাসকদের নির্দেশ দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ওই নির্দেশিকায় জেলাশাসক দের জানানো হয়েছে, সমস্ত আদিবাসী পুরোহিতের নাম এবং তারা কোন মন্দিরে পুজো করেন তার সম্পূর্ণ তথ্য তালিকাবদ্ধ করে নবান্নে যত দ্রুত সম্ভব পাঠাতে হবে।

এদিকে রাজ্যে কি কি মন্দির রয়েছে তার তালিকা ইতিমধ্যেই নবান্নের তরফে তৈরি করা হয়েছে। তাই সেসব মন্দিরে কোন পুরোহিত দায়িত্বে রয়েছেন তাদের নামের তালিকাও পাঠানোর জন্য জেলা শাসকদের নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন এছাড়াও যদি কারোর নাম সে তালিকা থেকে বাদ পড়ে থাকে। তাহলে ফের নতুন করে তার নাম পাঠানোর কথাও বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত গত মাসের মাঝামাঝিতে রাজ্যের গরিব পুরোহিতদের মাসিক হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে এইসব পুরোহিতদের যাদের বাড়ি নেই তাদের বাড়ি বানিয়ে দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছিলেন তিনি। সঙ্গে জানিয়েছিলেন পুজোর আগে থেকেই শুরু হয়ে যাবে এই ভাতা দেওয়ার কাজ ইতিমধ্যে প্রথম দফার তালিকা চলে গিয়েছে নবান্নের কাছে। এবার পুজোর আগে জোরকদমে দ্বিতীয় দফার তালিকাও চেয়ে পাঠানো হলো।

বাড়জোড়ায় ডাম্পারের চাকায় পিষ্ট হয়ে যুবকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে অবরোধ

বাঁকুড়া, ১৬ অক্টোবর (হি. স.) : শুক্রবার সকালে ছাই বোঝাই একটি ডাম্পারের চাকায় পিষ্ট হয়ে এক যুবকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় বাঁকুড়াক দুর্লভপুর বড়জোড়া শিল্প তালুকের মনোহর মোড়ে। বড়জোড়া থানার পুলিশ জানিয়েছে মৃতের নাম স্বরূপ খাঁ। বাড়ি মনোহর গ্রামেই।

পেশায় গৃহশিক্ষক ওই যুবক এদিন সকালে মনোহর মোড়ে কাজে এসেছিলেন। রাস্তা পার হওয়ার সময় ডিভিসির মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিত্যক্ত ছাই বোঝাই একটি ডাম্পার দুর্গাপুরের দিকে যাচ্ছিল। চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্বরূপ খাঁকে চাপা দেয়। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তা অবরোধ করে মৃতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দাবিতে বিক্ষোভ দেখান। মনোহর গ্রামের বাসিন্দা তথা প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যতম সদস্য নারায়ণচন্দ্র খাঁ বলেন, স্বরূপ গৃহশিক্ষকতা করে সংসার চালাতেন। তার দুই ছেলে মেয়ে রয়েছে। ক্ষতিপূরণ না পেলে সংসারটা ভেসে যাবে। পুলিশ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করবে এই আশ্বাস দিলে বিক্ষোভকারীরা অবরোধ তুলে নেন। মৃতদেহটি ডাম্পারের চাকায় পিষে যাওয়ায় শরীরের উপরের অংশ বেলচা দিয়ে তুলতে হয়। ওই অবস্থাতেই মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ।

চূড়াচাঁদপুর জেলায় বেসরকারি বিদ্যালয়ে টিউশন ফি মকুবের সিদ্ধান্ত

ইমফল, ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : করোনা-প্রকোপের মধ্যে স্বস্তির বার্তা দিয়েছে মণিপুরের চূড়াচাঁদপুর জেলার বেসরকারি বিদ্যালয়গুলি। ছয় মাসের জন্য তারা টিউশন ফি মকুব করার ঘোষণা করেছে। এতে অভিভাবকদের ভীষণ উপকার হবে। প্রসঙ্গত, বেসরকারি এবং অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিকে এপ্রিল থেকে টিউশন ফি-র ৩০ শতাংশ সংগ্রহ করার নির্দেশ দিয়েছিল মণিপুর সরকার। কিন্তু এতে সকলের আপত্তি ছিল।

গত এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত টিউশন ফি মকুব করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই খবরে অভিভাবকদের সংগঠন বেসরকারি বিদ্যালয়গুলির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছে। কুকি স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন, মিজো জিরলাই পাওল, সিয়ামসিন পাউলপি, অল মণিপুর স্টুডেন্টস ইউনিয়ন এবং অল মণিপুর স্টুডেন্টস গার্ডিয়ান্স অর্গানাইজেশনের যৌথ সম্মতিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রাজনৈতিক স্বার্থে টাকা দিয়েছে রাজ্য সরকার, বিস্ফোরক দিলীপ

" কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি স): হাতে গুনে আর মাত্র কয়েকদিন তারপরেই দুর্গা পুজো। তবে চলতি বছর করোনা আবহে হচ্ছে পুজো। এরই মাঝে শুক্রবার "রাজনৈতিক স্বার্থে টাকা দিয়েছে রাজ্য সরকার" বলে বিস্ফোরক অভিযোগ রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের।

পুজো অনুদান মামলায় ছয়ের পাতায়

ষষ্ঠী থেকে অষ্টমী বৃষ্টিতে ভাসবে কলকাতাসহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি. স.): বঙ্গোপসাগরে তৈরি নতুন নিম্নচাপের জেরে স্লান হতে চলেছে পুজোর আনন্দ। আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর এমনটাই। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, ষষ্ঠী থেকে অষ্টমী পর্যন্ত কলকাতাসহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা ভাসবে প্রবল বৃষ্টিতে।
আগামী উনিশে অক্টোবর বঙ্গোপসাগরের নতুন করে নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এর জেরে বৃষ্টি হবে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায়। অফিস জানিয়েছে, নতুন যে নিম্নচাপ তৈরি হবে তা পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবে উড়িশা ও অন্ধ্র উপকূল এর দিকে। সরাসরি নিম্নচাপের ফলে এ রাজ্যে বৃষ্টি না হলেও দক্ষিণ-পশ্চিম ঝঞ্ঝার প্রভাবে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকবে দক্ষিণবঙ্গের তার জেরেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গ ও কলকাতায়।
এছাড়াও পঞ্চমী থেকে দশমী পর্যন্ত অর্থাৎ ২১ থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের প্রত্যেকটি জেলাতেই প্রায় কমবেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ষষ্ঠী থেকে অষ্টমি এই তিন দিন বৃষ্টির তীব্রতা বাড়তে পারে।
অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে আজ থেকে আগামী ২০ অক্টোবর পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত হালকা বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়াও পুজোর দিন গুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মাস্ক পরার প্রবণতা বেড়েছে মানুষের মধ্যে, বলছে কলকাতা পুলিশের রেকর্ড

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি. স.): রাজ্যজুড়ে ক্রমেই বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এর মধ্যেই আগস্ট সেপ্টেম্বরের তুলনায় শহর কলকাতায় মাস্ক পড়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে বেড়েছে। এমনটাই তথ্য উঠে এসেছে কলকাতা পুলিশের রিপোর্টে। এদিকে রাজ্যে করোনা আক্রান্তের নিরিখে শীর্ষে রয়েছে কলকাতা। সেখানে দাঁড়িয়ে কলকাতাবাসীর মাস্ক পরার প্রবণতা বৃদ্ধি সাময়িক স্বস্তি দিচ্ছে।
কলকাতা পুলিশের ওই রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যাচ্ছে, গত দুমাসে মাস্ক না পড়ার জন্য যে পরিমাণ লোকের জরিমানা করা হয়েছিল, ১৫ অক্টোবরের রিপোর্টে সেই সংখ্যা অনেক কম।
এদিকে লালবাজারের রিপোর্ট অনুযায়ী, সেপ্টেম্বরের প্রথম ১৫ দিনে মাস্ক না পরার জন্য আটক করা হয়েছিল ৫০২৯ জনকে। আগস্টে সেই সংখ্যা ছিল ৫৭২০ জন। চলতি মাসে সেই সংখ্যা অনেক কমে এসেছে। এই মাসে মাস্ক না পড়ার জন্য আটক করা হয়েছে ২৪২৬ জনকে। গত দুই মাসের তুলনায় যা রেকর্ড বলেই জানাচ্ছেন পুলিশ আধিকারিকরা।

বিস্ফোরক দিলীপ

পাচের পাতার পর
হাইকোর্টের নির্দেশিকা প্রসঙ্গে রাজ্য বিজেপি সভাপতি বলেন, ”কেউ টাকা চায়নি। রাজনৈতিক স্বার্থে টাকা দিয়েছে রাজ্য সরকার। তার বিরোধিতা করে আদালতে মামলা হয়েছে। আদালতে রাজ্য সরকার দাবি করেছিল তোষণের উদ্দেশে নয়, টাকা দেওয়া হবে ইমামদের কল্যাণে। আর টাকা সরকার দেবে না। টাকা দেবে ওয়াকফ বোর্ড। কিন্তু পরে দেখা যায় ওয়াকফ বোর্ডকে টাকা দিচ্ছে রাজ্য সরকার”।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পদ্মপুকুর রোডে উদ্ধার যুবকের দেহ

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি. স.): পদ্মপুকুর রোডের এক বাড়ি থেকে শুক্রবার সকালে উদ্ধার হলো এক যুবকের দেহ। মৃতের নাম অরিন্দম সর্দার (২৯)। ইতিমধ্যেই মৃতদেহ উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।
পুলিশ সূত্রে খবর, বাণিজ্যে স্নাতক অরিন্দম সর্দার কুঁদঘাটে একটি মোবাইলের শোরুমে কাজ করতেন। তবে লকডাউন এর জেরে মাস তিনেক আগে তিনি কর্মচ্যুত হয়ে পড়ে। এরপর থেকেই অবসাদে ভুগছিলেন ওই যুবক। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান অবসাদ এর জেরেই আত্মঘাতী হয়েছেন তিনি।
তবে পুলিশ আরও জানিয়েছে, ওই মৃতের গলায় একটি গভীর ক্ষত চিহ্ন মিলেছে।যা ভাবিয়ে তুলছে তদন্তকারীদের। ওই যুবকের বাবা পেশায় কলকাতা পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কর্মী। বাড়ির লোক জানিয়েছে, প্রায়ই প্রচুর মদ্যপান করতেন অরিন্দম। গতকাল রাতেও সেইমতো মদ্যপ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। পুলিশের অনুমান মদ্যপান করে আত্মহত্যা করেছেন হয়তো অরিন্দম। এখনও কোনও সুইসাইড নোট পাওয়া যায়নি। ঘটনাস্থলে সুইসাইড নোট খোঁজার পাশাপাশি তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তদন্তকারী দল

৪১ পল্লী পুজো মণ্ডপের দ্বার খুললেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি স) : ক্যালেন্ডার বলছে পুজো এসে গিয়েছে। শহরের মন্ডপ জুড়ে জোরকদমে চলছে পুজোর প্রস্তুতি। ইতিমধ্যেই শহরজুড়ে ম ম করছে পুজো পুজো গন্ধ। এরই মাঝে শুক্রবার ৪১ পল্লী পুজো মণ্ডপের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চলতি বছর করোনা আবহে মন খারাপ বাঙালির। তবে এই বছর বর্তমানে কঠিন পরিস্থিতিতে একাধিক নিয়ম মেনে হচ্ছে পুজো। বলা হয়েছে যদি মণ্ডপের চারপাশ ঘেরা থাকে তাহলে ছাদ খোলা রাখতে হবে আর ছাদ ঘেরা থাকে তাহলে চারপাশ খোলা রাখতে হবে। আর সেই নিয়ম মেনেই জোরকদমে চলছে প্যান্ডেল তৈরির কাজ। হাতে গুনে আর মাত্র কয়েকটা দিন এরইমধ্যে শহরবাসী মেতে উঠেছে পুজোর আনন্দে। পুজোর সময় হুড়োহুড়ি এড়াতে আগেভাগেই পুজো প্যান্ডেলে উদ্বোধনে মেতেছে পুজো কমিটি গুলো। আর তাই এদিন ৪১ পল্লী পুজো মণ্ডপে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে মন্ডপ উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

মানসিক চাপে পড়েই মা ছেলের আত্মহত্যা , গড়িয়া রহস্য মৃত্যু কান্ডে নয়া তথ্য

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি স): বৃহস্পতিবার গভীর রাতে গড়িয়ায় একই বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় মা ও ছেলের পচাগলা মৃতদেহ। ঘটনা তদন্তে নামে পাটুলি থানার পুলিশ। মানসিক চাপে পড়েই আত্মহত্যা প্রাথমিক তদন্তে এমনটাই অনুমান পুলিশের।
পুলিশ সূত্রে খবর,গড়িয়ার কানুনগো পার্কে এক বাড়ি থেকে বেশ কয়েকদিন ধরেই বেরোচ্ছে পচা গন্ধ। বৃহস্পতিবার সেই গন্ধ আরো তীব্র হয়ে ওঠে। কি করবে বুঝতে না পেরে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে পাটুলি থানায় খবর দেয় প্রতিবেশীরা। ঘটনাস্থলে এসে পুলিশ পৌঁছালে দরজায় ধাক্কা দিলো কেউ না ঘরের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে বাধ্য হয়ে পুলিশকর্মীরা। ভিতরে ঢুকে দেখতে পাওয়া যায় দুটি ঘরে পরে রয়েছে দুজনের পচাগলা মৃতদেহ। পুলিশ মা ও ছেলের মৃতদেহ উদ্ধার করে ।মঞ্জুশ্রী দেবী ও শুভময় মিত্র নামে মা ছেলের পচা গলা মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ এসে দরজা ভাঙলে দেখা যায় নিচেই পড়ে রয়েছেন বৃদ্ধা। এরপর ছেলের খোঁজ শুরু হয়। পাশের ঘর থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় ছেলের দেহ উদ্ধার করে পুলিশ ।প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান প্রায় ৭-৮ দিন আগে মঞ্জুশ্রী দেবীর মৃত্যু হয় ।আর তারপরেই মৃত্যু হয় তাঁর ছেলের শুভময় মিত্রেরও। পুলিশ সূত্রে আরও খবর লেক মার্কেটে ভাড়া নেওয়া বইয়ের দোকান সম্প্রতি হাতছাড়া হয়ে যায়। লকডাউনের পর পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকে। খাবার এমনকী ওষুধ কেনারও পয়সা ছিল না তাঁদের। আর থেকেই মানসিক চাপের সৃষ্টি হয় তাদের। সেখান থেকে আত্মহত্যা বলে অনুমান পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে।

নবান্নের সামনেই আমরণ অনশনের হুঁশিয়ারি বলবিন্দর সিং-এর স্ত্রীর

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি. স.): বিজেপির নবান্ন অভিযানের পাগড়ি বিতর্কের রেশ এখনও অব্যাহত। নবান্ন অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার হন বলবিন্দার সিংহের স্ত্রী এবার নবান্নের সামনে আমরণ অনশনের হুঁশিয়ারি দিলেন। আগামীকাল শনিবার থেকে তিনি নবান্নের সামনে আমরণ অনশনে বসবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন।
বিজেপির নবান্ন অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেফতার হয়েছিলেন বলবিন্দর সিং। এর পরেই দেখা যায় পুলিশ তার পাগড়ী খুলে তাকে চুল ধরে টানতে টানতে গাড়িতে তুলছে। যা নিয়ে তুঙ্গে ওঠে রাজ্য রাজনীতি। আপাতত ওই বলবিন্দর সিংকে জেলহেফাজতে রেখেছে পুলিশ। এর মধ্যেই স্বামীর গ্রেফতারের খবর শোনা মাত্রই কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়েছেন বলবিন্দারের স্ত্রী এবং পুত্র।
কলকাতায় এসে তাঁরা বারংবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চান। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী দফতরে বলবিন্দারকে দ্রুত জেল থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আবেদন করেন তিনি। কলকাতায় এসে রাজ্যপালের সঙ্গেও দেখা করেন তিনি।
কিন্তু রাজ্য প্রশাসনের তরফে সদুত্তর না পেয়ে এবার আমরণ অনশনের হুঁশিয়ারি দিলেন তাঁর স্ত্রী এবং পুত্র। শনিবার থেকে নবান্নের সামনে বলবিন্দর সিং-এর স্ত্রী এবং পুত্র অনশনে বসবেন বলে জানান। এদিকে জেল থেকে বলবিন্দর সিংও জানান তিনিও আমরণ অনশনে বসবেন। যতদিন না তিনি মুক্তি পাচ্ছেন ততদিন অনশন চালিয়ে যাবেন।
বলবিন্দর সিংহের পাগড়ি খুলে দেওয়ার ঘটনা সর্বসম্মুখে আসার পর বিতর্কের ঝড় ওঠে। শিখদের ধর্মীয় ঐতিহ্য পাগড়ি। তা খুলে দেওয়ায় ধর্মকে অবমাননা করা হয়েছে। এই ঘটনার জেরে শিখ গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটি হাইকোর্টে মামলা করতে চলেছে। এবং সিট গঠন করার দাবিও তুলেছে।

হত এক

তিনের পাতার পর
কনকলতা অসামরিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু হাসপাতালে কর্তব্যরত ডাক্তাররা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেছেন। নিহত ব্যক্তির পরিচয় এই খবর লেখা পর্যন্ত জানা যায়নি। এদিকে সদর থানার পুলিশ এসে নিহত ব্যক্তিকে নিজেদের জিম্মায় নিয়ে তার পোস্ট মর্টেম করতে হাসপাতালের মর্গে রেখেছে।

শুরু রেলকর্মীদের

তিনের পাতার পর
রেলকর্মীকে বঞ্চিত করা চলবে না। কর্মী সংগঠনগুলো হরতালে যাবে। উল্লেখ্য, রেলমন্ত্রক সূত্রে খবর, বেসরকারি লগ্নি বাবদ ৩০ হাজার কোটি টাকা আয়ের লক্ষ্য। তাই বেসরকারি সংস্থার কাছ থেকে যোগ্যতাপত্রের ভিত্তিতে টেন্ডার ডাকা হচ্ছে।

দোষী পুলিশদের প্রত্যেককে শাস্তির হুঁশিয়ারি বিজেপি কর্মীর মরদেহর মিছিলে

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি. স.) : পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর গ্রামের বিজেপি কার্যকর্তা মদন ঘরাইয়ের মরদেহ নিয়ে শুক্রবার সমাবেশ করে বিজেপি। সেখানে লকেট চট্টোপাধ্যায় হুঁশিয়ারি দেন, “দোষী পুলিশরা প্রত্যেকে আগামী দিন শাস্তি পাবেন। এই সব পুলিশদের কঠোর শাস্তির জন্য যা যা করতে হয়, আমরা করব।“
এদিন বিজেপি রাজ্য দফতরের সামনে সমবেতদের হাতে বিভিন্ন পোস্টারে লেখা ছিল ‘মদন ঘরাই অমর রহে’, ‘পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিজেপি-র লড়াই চলছে চলবে’, ‘মদন ঘরাইকে কার স্বার্থে হত্যা করা হল, মুখ্যমন্ত্রী জবাব দাও,’ ‘মানুষ মারার সরকার, আর নেই দরকার’ প্রভৃতি।
বিজেপি কর্মীর মৃতদেহ এদিন ফের ময়না তদন্তের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। লকেট পরে মরদেহের সামনে সমাবেশে বলেন, “এই রায়ে আমরা খুশি। আগের ময়না তদন্তের রিপোর্ট আমাদের দেওয়া হয়নি। হাইকোর্ট থেকে বক্তব্য জানার জন্য সরকারি আইনজীবীকে ডেকে পাঠানো হয়। কিন্তু তিনি যাচ্ছিলেন না। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। দেরি হলে মামলাটা ধামাচাপা দিতে সুবিধা হয় বলে। বারাকপুরে মণীশ শুক্লাকেও পুলিশের সহযোগিতায় হত্যা করা হয়েছে। এই দুটো হত্যাই একই ধরণের অপরাধ।
লকেট বলেন, মৃত কর্মীর পরিবারকে সমবেদনা জানানোর মত শক্তি আমাদের কারও নেই। আমরা সারা রাস্তা অবরুদ্ধ করে দেব। আগামী দিন বাংলা বন্ধ করে দেওয়া হবে। সরকার চলে যাচ্ছে বলে ভয় পাচ্ছেন? রাজনৈতিকভাবে লড়তে পারছেন না। প্রতিবাদীদের সবাইকে এভাবে মেরে ফেলে দেবেন? গায়ে যাতে কাদা না মাখতে হয়, পুলিশকে দিয়ে খুন করাচ্ছেন? দোষী পুলিশরা প্রত্যেকে আগামী দিন শাস্তি পাবেন। এই সব পুলিশদের কঠোর শাস্তির জন্য যা যা করতে হয়, আমরা করব। পুলিশের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর আঁকা ছবির সমালোচনায় নেটিজেনরা

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি. স.) : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা ছবির সমালোচনা সাড়া ফেলল নেটিজেনদের মধ্যে।
ফেসবুকে ওই ছবি দিয়ে অভিনেত্রী রিমঝিম মিত্র লিখেছেন, “মুখে আলুর চপ কে ছুঁড়ে মারল?”
১৬ ঘন্টার ৯৬৯টি লাইচ, ৯২টি মন্তব্য, ৫১টি শেয়ার হয়েছে এই পোস্ট-এর। সব্যসাচী ভট্টাচার্য লিখেছেন, ”মাস্ক আঁকতে গিয়ে আলুর চপ এঁকে দিলো পিসি।“
চলচ্চিত্র পরিচালক তথা একটি ইংরেজি দৈনিকের প্রাক্তন সাংবাদিক সুব্রত সেন লিখেছেন, ”ওরে ওটা মাস্ক রে। আয়না সামনে।” স্বদেশ ঘোষ লিখেছেন, ”
চপ মুখী বিষ্ণুমাতা।“ পূর্বিতা ঘোষ লিখেছেন, ”শাড়ীর আঁচলে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল।“
মিশমি রায় বণিক লিখেছেন, ”তুমি কিছু বুঝতে পেরেছো রিমঝিম? আমি এই ছবি দেখে কিছুই বুঝতে পারছি না।“ তুহিনা বসু সেন লিখেছেন, ”আমি ভেবেছিলাম গুঁড়ো দুধ।“ রাজীব শান্ডিল্য লিখেছেন, ”মাঝে মাঝে ভাবি, এই মহিলার নিজের থেকেও লজ্জা হয় না! শুধু ছোটলোকমি নয় চরম অভদ্র এই পরিবারটা... থ্যুঃ...!” সৌরভ গোস্বামী লিখেছেন, ”সামনে আয়না ছিলো বোধহয় দেখে দেখে এঁকে ফেলেছে।“ মৌসুমী দেবনাথ লিখেছেন, ”ছবিটা কে কিনবে ভাবছি।“ সুজাত গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, ”চপ দিয়ে বরণ করতে হবে। সেটাই এখানে বলতে চেয়েছেন।“ শুভদীপ ভট্টাচার্য লিখেছেন, ”টুরু আর্টিস্ট!” সৌগত মজুমদার লিখেছেন, ”আমি ভাবলাম দুগ্গা বাবলগামের মতন করে করোনা চিবিয়ে বেলুন ফোলাচ্ছে।”
এদিকে ছবিটি সম্পর্কে টুইটে রাকেশ সিং লিখেছেন, ”চমকে যাবেন না, বাচ্চাদের দেখাবেন না, ভয় পেতে পারে। পিসিমণির ক্রিয়েটিভিটি। শিল্পী মানুষ।।

গণডেপুটেশন

● প্রথম পাতার পর
জেলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বামপন্থী উপজাতি সংগঠন গণমুক্তির পরিষদ ইতিমধ্যে তাদের সংগঠনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর অঙ্গ হিসেবে শুক্রবার রাজধানী আগরতলা শহরে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল এবং সভা সংগঠিত করে ।জেলা পরিষদ এলাকা তে ও সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে গণমুক্তি পরিষদ ।ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে শাসক দলকে টেক্কা দিতে গণমুক্তি পরিষদ নিজেদের সংগঠনকে সাজিয়ে তোলার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

যুবক

● প্রথম পাতার পর
আত্মহত্যা করেছে। শুক্রবার সকালে ঘরের দরজা না খোলায় তার মা সহ পরিবারের লোকজনদের মনেসন্দেহ দেখা দেয় ।ডাকাডাকি করার পরও কোনো উত্তর না পাওয়ায় ঘরের দরজা ভেঙ্গে তারা লক্ষ্য করেন তার মৃতদেহ ফাঁসিতে ঝুলছে। তারপরে খবর পাঠানো হয় মহারাজগঞ্জ বাজার আউটপোস্ট এর পুলিশকে ।খবর পেয়ে মহারাজগঞ্জ বাজার আউটপোস্ট এর পুলিশ ছুটে গিয়ে সেখান থেকে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে ।পারিবারিক কলহের জেরে যুবকের আত্মহত্যার সংবাদ সঠিক পথেই এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জামওয়াল

● প্রথম পাতার পর
বিজেপির উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাংগঠনিক মন্ত্রী অজয় জামওয়াল রাজ্যে এসেছেন। তবে একাংশ বিধায়কের দিল্লি অবস্থান করার বিষয়ে তিনি মুখ খুলতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যারা দিল্লি অবস্থান করছে তারাও দলের সদস্য। তাদের সাথে আলোচনা করে সবকিছুর সমাধান করা হবে বলে জানান।

কৃষক

● প্রথম পাতার পর
হাঁপানিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর পরিবার এখন দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। তিনি বলেন, ওই ঘটনায় আমতলী থানায় মামলা করা হয়েছে। ত্রিপুরা সরকারের কাছেও প্রতিকারের প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

প্রবল

● প্রথম পাতার পর
বেশ কিছু ক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছে। এই ছাড়ের সুযোগ নিয়ে মানুষ অতিমাত্রায় উৎসাহী হয়ে গা ভাসিয়ে দিয়ে বিপদকে ডেকে আনছেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেছে তথ্যাভিজ্ঞ মহল।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর
যোগ করেন, হেঁসেলে মা-বোনদের আরও সুবিধা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনায় ২ লক্ষ ৬৬ হাজার ১৫ জন নতুন গ্যাসের সংযোগ পেয়েছেন।

প্রত্যাঘাত ভারতের

আটের পাতার পর
হামলা চালায় পাক সেনা। ছোট ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালানোর পাশপাশি মর্টারও নিক্ষেপ করে পাক সেনা। এদিনের পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

লাবণ্যময় কোমল ত্বকের প্রতিশ্রুতি নিয়ে অ্যামওয়ের নতুন সম্ভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। সুন্দর ত্বকের জন্য আর কোমল ত্বকের পরিচর্যায় অ্যামওয়ের উৎপাদিত পণ্যের প্রশংসা গোটা বিশ্ব জুড়েই। প্রতিটি পণ্যের ক্ষেত্রেই অ্যামওয়ে গুনাগুনের দিক থেকে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য প্রমাণ করেছে। কোম্পানির দুটি বিশ্বস্ত ব্যান্ড নিউট্রিলাইট এবং আর্টিস্ট্রি সম্মিলিতভাবে এবার এগিয়ে এসেছে তাদের গ্রাহকদের কাছ বিজ্ঞানের সুফল আর প্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান তুলে দিতে। যাকে বলা হচ্ছে, ব্যক্তিগতকৃত অর্থাৎ পার্সনালাইজড স্কিনকেয়ার সম্ভার। একের মধ্যে তিনটির ক্ষমতা সম্পন্ন এই পার্সোনালাইজড সিরাম এই পর্যায়ের অপরাপর সমস্ত পণ্যের মধ্যে এক কথায় অভিনব। প্রোডাক্টটির নাম দেওয়া হয়েছে আর্টিস্ট্রি সিগনেচার সিলেক্ট পার্সোনালাইজড সিরাম। ভারতে এই ধরনের পণ্য এটাই প্রথম। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজারের সঙ্গে মিলিয়ে রাখা হয়েছে এর দামও।
ত্বকের লাবণ্য ফুটিয়ে তোলার এই অসাধারণ প্রোডাক্ট অ্যামওয়ে প্রেমীদের কাছে তুলে দেওয়ার সূচনা লগ্নে অ্যামওয়ের সিইও অংশু বুধরাজা বলেন, বর্তমান বিশ্বে এই রকম পার্সোনালাইজড স্কিন কেয়ার প্রযুক্তি সাদরে গৃহীত হচ্ছে। তাই অ্যামওয়ে এক্ষেত্রেও তার সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্যম সংযোজন করে গ্রাহকদের সুনির্দিষ্ট পছন্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিয়ে এসেছে আর্টিস্ট্রি সিগনেচার সিলেক্ট পার্সোনালাইজড সিরাম।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর
করা যায়নি ।মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হাসপাতাল চত্বরে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ।রোগীর পরিবার এর লোকজনরা অভিযোগ করেন চিকিৎসকদের ভুল চিকিৎসার কারণে তার মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ব্যাপারে পরিবারের তরফ থেকে থানায় সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

স্বামীকে

● প্রথম পাতার পর
বৃহস্পতিবার রাতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়। স্ত্রীর অভিযোগ স্বামী ভাত ফেলে দিয়ে নানান কটু কথা বলতে থাকে স্ত্রীকে। তাই স্ত্রী লক্ষ্মী বিশ্বাস ধৈর্য হারিয়ে ফেলে এবং স্বামীকে দা দিয়ে আঘাত করে। যার ফলে স্বামীর ডান হাত কেটে যায় এবং শরীরের অন্য জায়গায় আঘাত লাগে। কল্যাণপুর থানায় পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। পুলিশ স্বামী-স্ত্রী দুজনকে কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে আসে। স্ত্রী লক্ষ্মী বিশ্বাস এক সাক্ষাৎকারে জানান গরিব পরিবার প্রায় সময়ই ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকে। বৃহস্পতিবার রাতে ওনার মাথা ঠিক ছিল না, তাই স্বামীকে আঘাত করেছেন। যদিও এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কল্যাণপুর থানায় কোনো মামলা হয়নি।

আওতাভুক্ত

● প্রথম পাতার পর
এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে নয়াদিল্লি।
কাঁচা দেওয়াল ও টিনের ছাদ যুক্ত বাড়ি থাকলে তা আগে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ)-র আওতাভুক্ত হত না। ত্রিপুরা সরকারের অনুরোধে এবার থেকে কাঁচা দেওয়াল ও টিনের ছাদ যুক্ত বাড়িকেও কাঁচা বাড়ি হিসেবে গণ্য করা হবে এবং তা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ)-র আওতাভুক্ত করা হবে। কাঁচা বাড়ির যে সংজ্ঞা ছিল তাতে বদল করেছে কেন্দ্রীয় সরকার।
প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ)-র ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্থবর্ষে ত্রিপুরার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৮ হাজার ৮৩৮টি বাড়ি তৈরির। এখন পর্যন্ত ২৩ হাজার ৩৭৬টি বাড়ি তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের অনুরোধে কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন সিদ্ধান্তের ফলে ত্রিপুরার ৫০ হাজার পরিবার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ)-র সুবিধা পাবে। যা ত্রিপুরার মানুষের আবাস পরিকাঠামোয় যুগান্তকারী বদল হতে চলেছে।

জারি

● প্রথম পাতার পর
অক্টোবর ৪৮ ঘন্টার বনধ-র ডাক দিয়েছে। মন্দির নির্মাণকে ঘিরেই ওই বনধ-র ডাক দেওয়া হয়েছে বলে খবর। এক্ষেত্রে ত্রিপুরা প্রশাসন এখনও কোন পদক্ষেপ নেয়নি। সূত্রের খবর, আজ সন্ধ্যার পর উত্তর ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন, পুলিশ সুপার এবং কাঞ্চনপুর মহকুমা প্রশাসন বৈঠকে বসেছে। মন্দির নির্মাণ ইস্যুতে মামিত জেলা প্রশাসনের নেওয়া পদক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে ত্রিপুরা সরকারও চিন্তাভাবনা শুরু করেছে।

জমি

● প্রথম পাতার পর
হয়। এই ঘটনা নিয়ে শুক্রবার বিলোনীয়া থানার পুলিশ বুথ সভাপতি সুনীল ও তার বড় ভাইয়ের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা করা হয়। ভারতীয় দন্ডবিধির ৩২৬/৩৪ ধারায় মামলা হয়। মামলার নম্বর ১৯৩/২০২০। ঋষ্যমুখ ফাঁড়ির ওসি সঞ্জয় দাস মামলার তদন্ত করছে। সূত্রে খবর যেকোন সময় গ্রেপ্তার হতে পারে বুথ সভাপতি ও তার ভাই। বর্তমানে তারা পলাতক।

প্রদীপ ঘোষ

আটের পাতার পর
তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বার্তা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান অরবিন্দ মন্ডল ‘হিন্দুস্থান সমাচার’-কে জানান, “ওনার বয়স হয়েছিল ৭৮। কর্মজীবনের প্রথম কয়েক বছর ‘আকাশবানী’-তে ছিলেন। এরপর রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরে যোগ দেন। যুগ্ম অধিকর্তা হিসাবে অবসর নেন আনুমানিক ২০০২-এ। স্ত্রী প্রয়াত হয়েছেন কিছুকাল আগে। কন্যা পৃথা কলকাতার একটি কলেজের শিক্ষিকা।“
কেবলমাত্র আবৃত্তিকার প্রদীপ ঘোষ সম্পর্কিত খবর পোস্ট করার জন্য কয়েক বছর আগে একটি ফেসবুক পেজ তৈরি হয়। এতে তাঁর ছবি ও শিল্পীর নিজের আবৃত্তি পোস্ট করা হয় তাঁর ভক্তদের জন্য। সকাল থেকে এতে চলতে থাকে স্মৃতিচারণ। লিপিকা চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, “আপনিও পাড়ি দিলেন এই আকালে ? যেতেই হলো ? ছেলেবেলার সেই ” ছুটি ” র অ্যালবাম থেকে পরবর্তী কালের নজরুলের কবিতা , ”আফ্রিকা” ”বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ”সেই মানুষটিকে যে ফসল ফলিয়েছিল” চে গুয়েভারার কবিতা আরও অনেক কবিতা আবৃত্তির প্রথম অনুশীলন করেছি আপনার রেকর্ডিং শুনেই, প্রথাগত শিক্ষার আগেই ।একটা যুগের অবসান ঘটিয়ে গেলেন! সশ্রদ্ধ প্রণাম !” তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রণতি ঠাকুর, সুদেষ্ণা দাশগুপ্ত-সহ আবৃত্তিকারদের অনেকেই।
১৯৭০ সালে রবীন্দ্রনাথের ১৩টি কবিতার পাঠ সঙ্কলন করে আবৃত্তিপ্রেমীদের মন জয় করে নেন প্রদীপবাবু। এতে ‘আমি ভিক্ষে করে ফিরিতেছিলেম’ (‘কৃপাণ’), ‘কিনু গোয়ালার গলি’ (‘বাঁশি’), ‘পথ বেঁধে দিল বন্ধন’ (‘পথের বন্ধন’), ‘সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রভাতে’ (‘স্বপ্নে’), ‘হাল ছেড়ে আজ বসে আছি’ (‘উদাসীন’) প্রভৃতি ছাড়াও ছিল ‘পরিচয়’, ‘হঠাৎ দেখা’, ,বোঝাপড়া’, ‘শেষ বসন্ত’, ‘কৃতজ্ঞ’, ‘বলাকা’, ‘দুঃসময়’ প্রভৃতি। তাঁর ‘দূরের পাল্লা’ (১৯৮৪), ‘আফ্রিকা’ (১৯৮৫), ‘সুকুমার রায়ের জগতে’ (১৯৮৬) রেকর্ডের ‘দাশুর কীর্তি’, ‘কুমরো পটাশ’, ‘হাতুড়ে’, ‘নোটবই’, ‘দীর্ঘাংচু’ ‘ছেলেবেলার গল্প’-(২০০৫)তে ‘টুনটুনির গল্প’ প্রভৃতি জনপ্রিয় হয় বিভিন্ন আবৃত্তির আসরে।
তাঁর বহুপঠিত কবিতাগুলোর মধ্যে আছে ‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি’, ‘সেই বিরাট খামারটিতে আর বৃষ্টি হয়না‘, ‘নিগ্রো, তুমি হাজার বছর ধরে অত্যাচার সয়েছো পশুর মত‘, ‘হে মহামানব শুধু একবার এসো ফিরে’ (‘বোধন’), ‘গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটে গেল ক্রমে’ (‘দেবতার গ্রাস’) প্রভৃতি। এ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প ‘ছুটি’-র অংশবিশেষ এবং বেশ কিছু গদ্যপাঠ আগ্রহীদের তৃপ্ত করেছে।

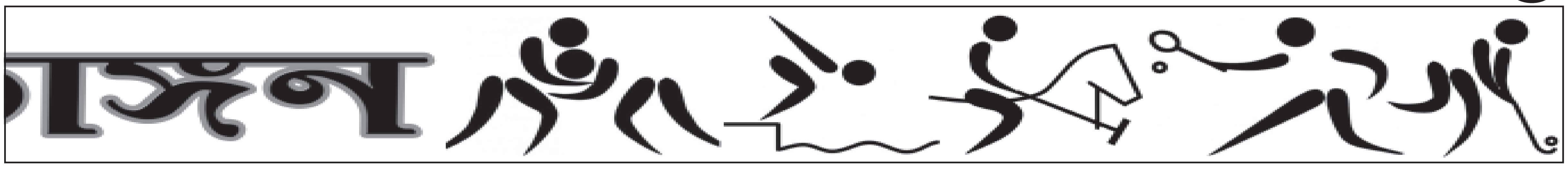

লকডাউনে বিপাকে ভারতীয় ক্রিকেট দলের ‘সুপারফ্যান’ সুধীর

নয়াদিল্লি, ১৬ মে (হি.স.) : লকডাউনে বিপাকে ভারতীয় ক্রিকেট দলের ‘সুপারফ্যান’ সুধীর কুমার গৌতম। দিল্লি থেকে ফেরার পরে তাঁকে কার্যত একঘরে করেছেন প্রতিবেশীরা।

ক্রিকেট মাঠে ভারতের খেলা থাকলেই ন্যাড়ামাথা রোগা এক তরুণকে বিশাল জাতীয় পতাকা নেড়ে শঙ্খ বাজাতে দেখেছেন অগণিত দর্শক। বারতীয় ব্যাটসম্যানদের প্রতিটি বাউন্ডারি, বোলারদের প্রত্যেক উইকেট নেওয়ার পরেই টিভি ক্যামেরার ফোকাসে ধরা পড়েছে গ্যালারির সামনে নিশান হাতে শঙ্খ ফুঁকে ছুটে চলা এই যুবক ভারতীয় ক্রিকেট দলের ‘সুপারফ্যান’ সুধীর কুমার গৌতম।। করোনার জেরে দেশব্যাপী লকডাউনে মুশকিলে পড়েছেন তিনি। জানা গেছে লকডাউন ঘোষণার সময় দিল্লিতে এক বন্ধুর বাড়িতে ছিলেন আদতে বিহারের মুজফরপুর জেলার দামোদরপুর গ্রামের এই বাসিন্দা। ৫৫ দিন বন্ধু বাড়িতে থাকার পরে একটি পুরনো মোটরবাইক ধার করে নিজের গ্রামের উদ্দেশে তিনি যাত্রা করেন। ১,০০০ কিমি পথ পাড়ি দিয়ে লখনউ পৌঁছে এক বন্ধুর বাড়ি রাতে আশ্রয় নিতে গেলে বাধা দেন বন্ধুর প্রতিবেশীরা। দিল্লি থেকে আসছেন শোনার পরেই সকলের মনে করোনা সংক্রমণের ভীতি জেগে উঠলে তাঁকে মহল্লা ছাড়তে বাধ্য করা হয়।

কোনও মতে পথেই রাত কাটিয়ে সকালে ফের যাত্রা শুরু করেন গৌতম এবং গভীর রাতে ফেরেন দামোদরপুরে। কিন্তু সেখানেও একই সমস্যায় পড়েন তিনি। গ্রামবাসীরা তাঁকে প্রথমে ঢুকতে দিতে না চাইলেও পরে স্বাস্থ্য পরীক্ষার শর্ত আরোপ করেন। পরীক্ষায় করোনা নেগেটিভ প্রমাণিত হওএয়ার পরে তাঁকে কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য,ভারতীয় ক্রিকেট দলের একনিষ্ঠ ভক্ত গৌতমকে দেশ-বিদেশের প্রায় সব ম্যাচেই মাঠে হাজির থাকতে দেখা যায়। নিজস্ব রোজগার না থাকলেও তাঁর টিম ইন্ডিয়া উন্মাদনা দেখে যাতায়াতের খরচ জোগাড় করে দেন বন্ধুরা, আবার অনেক সময় জাতীয় দলের খেলোয়াড়রাও। ভারতের কিংবদন্তী ক্রিকেটার শচিন তেন্ডুলকরের অন্ধভক্ত গৌতমের জন্য ভিআইপি টিকিট, ভিসা-সহ নানান ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তারকা স্বয়ং।

বর্ণবাদের শিকার হয়েছি আমিও: গেইল

যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশের নির্যাতনে কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যু প্রবলভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে ক্রীড়াঙ্গনকেও। ফুটবল মাঠে চলছে প্রতিবাদ। এবার ক্রিকেট তারকা ক্রিস গেইল বললেন, ক্রিকেটেও আছে বর্ণবাদের কালো থাবা। তিনি নিজেই হয়েছেন এটির শিকার।

গত বছর নিউ জিল্যান্ড সফরে গিয়ে বর্ণবাদের শিকার হয়েছিলেন ইংলিশ পেসার জফ্রা আর্চার। সেটি নিয়ে তখন আলোড়ন উঠেছিল অনেক। এটির পরেও বর্ণবাদের শিকার হয়েছিলেন বলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অভিযোগ করেছিলেন বারবাডোজে জন্ম নেওয়া এই ক্রিকেটার।

গেইল অবশ্য সুনির্দিষ্ট করে বলেননি, কবে বা কোথায় তিনি বর্ণবাদের শিকার হয়েছেন। তবে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট খেলতে গিয়ে এই অভিজ্ঞতা হতে পারে বলে ইঙ্গিত আছে তার কথায়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সোমবার রাতে তার অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন গেইল।“ আমি বিশ্বজুড়ে ভ্রমণ করেছি এবং বর্ণবিদ্বেষ মূলক মন্তব্য আমাকেও শুনতে হয়েছে, কারণ আমি কালো। বিশ্বাস করুন, এই তালিকা চলতেই থাকবে।”

ত্রিপুরা রাজ্য সরকার
নগর উন্নয়ন দপ্তর

No.F.2(1)-UDD/DUD/2020/12990-13008 Dated, Agartala, the 14th, Oct.2020.

বিজ্ঞপ্তি

ত্রিপুরা মিউনিসিপাল এ্যাক্ট ১৯৯৪ এর ৭ ধারা প্রদত্ত অধিকার প্রয়োগে রাজ্য সরকার মোহনপুর পৌরসভা সীমা বাড়িয়ে দিতে চাইছে যাতে নীচের অনুসূচীর তালিকাভুক্ত অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

উল্লিখিত পরিবর্তনকালীন অঞ্চলের যে কোনও বাসিন্দা বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে এই নির্দেশিকাতে যে কোন বিষয়ে আপত্তি থাকলে, লিখিতভাবে সেই আপত্তি সচিব, নগর উন্নয়ন বিভাগ, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলার উদ্দেশ্যে জমা দিতে পারেন যা বিবেচনা করা হবে।

অনুসূচী
মোহনপুর পৌরসভা

বিদ্যমান ক্ষেত্রের আয়তন	৩১.০৩.২০২০ এর ROR অনুযায়ী বিদ্যমান জনসংখ্যা	বর্ধিত ক্ষেত্রের পরিমান	বর্ধিত ক্ষেত্রের জনসংখ্যা
১৮.০৫ বর্গ কি.মি.	১৮,৫৪৯	১.৭২৫ বর্গ কি.মি.	১,৪৬৪

মোহনপুর পৌরসভা যে ক্ষেত্র বর্ধিত হবে তার বিস্তারিত বিবরণ

জেলা	ব্লক	গ্রাম পঞ্চায়েত (পুর্ন/অংশ)	পাড়া/রেভিনিউ মৌজা	ক্ষেত্রের পরিমান (বর্গ কি.মি.)	বর্ধিত ক্ষেত্রের জনসংখ্যা
পশ্চিম	মোহনপুর ব্লক	হরিনাখলা জি পি (অংশে) ওয়ার্ড নাম্বার ৭ (পুর্ন)	পাল পাড়া (অংশে) রবীন্দ্র পল্লী, কুমার পাড়া, কয়ামারা, তারানগর রেভিনিউ মৌজার অর্ন্তগত	১.০০	৭৬৮
		ওয়ার্ড নাম্বার ৮ (পুর্ন)	বি এস এফ পাড়া (অংশে) (কালিবাড়ী), তারানগর রেভিনিউ মৌজার অর্ন্তগত	০.৬২৫	৫৪৬
		দক্ষিন তারানগর (অংশে) ওয়ার্ড নাম্বার ৬ (অংশে)	কড়ইতলা (অংশে), তারানগর রেভিনিউ মৌজার অর্ন্তগত	০.১	১৫০
মোট				১.৭২৫	১,৪৬৪

বর্ধিত ক্ষেত্র সংযুক্তিকরণের পর মোহনপুর পৌরসভা :
মোট ক্ষেত্রের আয়তন : ১৯.৭৭৫ বর্গ কি.মি.
মোট জনসংখ্যা : ২০,০১৩

রাজ্যপালের আদেশক্রমে
(কিরণ গিত্যে, আই.এ.এস)
সচিব
ত্রিপুরা সরকার

ICA/D-965/20

ত্রিপুরা রাজ্য সরকার
নগর উন্নয়ন দপ্তর

No.F.2(1)-UDD/DUD/2020/ 12837 - 57 Dated, Agartala, the 14th Oct.2020.

বিজ্ঞপ্তি

ত্রিপুরা মিউনিসিপাল এ্যাক্ট ১৯৯৪ এর ৭ ধারা প্রদত্ত অধিকার প্রয়োগে রাজ্য সরকার মেলাঘর পৌর পরিষদের সীমা বাড়িয়ে নিতে চাইছে যাতে নীচের অনুসূচীর তালিকাভুক্ত অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

উল্লিখিত পরিবর্তনকালীন অঞ্চলের যে কোনও বাসিন্দা বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে এই নির্দেশিকাতে যে কোন বিষয়ে আপত্তি থাকলে, লিখিতভাবে সেই আপত্তি সচিব, নগর উন্নয়ন বিভাগ, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলার উদ্দেশ্যে জমা দিতে পারেন যা বিবেচনা করা হবে।

অনুসূচী
মেলাঘর

বিদ্যমান ক্ষেত্রের আয়তন	৩১.০৩.২০২০ এর ROR অনুযায়ী বিদ্যমান জনসংখ্যা	বর্ধিত ক্ষেত্রের পরিমান	বর্ধিত ক্ষেত্রের জনসংখ্যা
১৭.৯৩ বর্গ কি.মি.	১৯,৯৪৪	০.০৬০৭ বর্গ কি.মি.	১২০

মেলাঘর পৌর পরিষদে যে ক্ষেত্র বর্ধিত হবে তার বিস্তারিত বিবরণ:

জেলা	ব্লক	গ্রাম পঞ্চায়েত (পুর্ন/অংশ)	পাড়া/রেভিনিউ মৌজা	ক্ষেত্রের পরিমান (বর্গ কি.মি.)	বর্ধিত ক্ষেত্রের জনসংখ্যা
সিপাহীজলা	নলছড়	চন্দনমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েত ওয়ার্ড নং -৫ (অংশ)	মেলাঘর রেভিনিউ মৌজার অর্ন্তগত ইন্দিরানগর মুড়াবাড়ী	০.০৬০৭	১২০
মোট				০.০৬০৭	১২০

বর্ধিত ক্ষেত্র সংযুক্তিকরণের পর মেলাঘর পৌর পরিষদ :
মোট ক্ষেত্রের আয়তন : ১৭.৯৯০৭ বর্গ কি.মি.
মোট জনসংখ্যা : ২০,০৬৪

রাজ্যপালের আদেশক্রমে
(কিরণ গিত্যে, আই.এ.এস)
সচিব
ত্রিপুরা সরকার

ICA/D-698/20

করোনা আতঙ্ক কাটিয়ে ইউরোপে ফিরছে ফুটবল, শুরু হচ্ছে বুন্দেশলিগা

বার্লিন, ১৬ মে (হি. স.) : করোনা আতঙ্ক কাটিয়ে অন্ধকারময় বিশ্ব ফুটবলে অবশেষে আলো ফুটতে চলেছে। শুরু হচ্ছে বুন্দেশলিগা। ভারতীয় সময় রাত সাতটায়। মুখোমুখি হবে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ও এফসি শালকে ০৪। গোটা বিশ্ব এখন সেদিকেই তাকিয়ে।

বিশ্ব ফুটবলের কয়েকটা লিগ ফুটবল প্রেমীদের হৃদয়ে সবসময় জায়গা করে নিয়েছে। তারমধ্যে জার্মানির বুন্দেশলিগা হলে সেই গোত্রের লিগ, যে লিগকে নিয়ে আগ্রহের মাত্রা থাকে তুঙ্গে। তাই নতুন করে ফের শুরু হওয়া বুন্দেশলিগায় আজ ফের এক ডার্বি। ইদুনা পার্কে আজ মুখোমুখি হবে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ও শালকে। গত দু'মাস ধরে খেলা বন্ধ। ফলে ফিটনেস একটা বড় সমস্যা হতে পারে। তাই এই ডার্বিকে ঘিরে উত্তেজনা হয়তো তুঙ্গে থাকবে, কিন্তু পারফরম্যান্স লেভেল নয়। ফলে খেলার মধ্যে সেই ঝলক দেখা যাবে কিনা সন্দেহ। যেমন বরুসিয়ার ডান অ্যাক্সেল, মার্কো রয়েস, অ্যাক্সেল উইটসেল, এমরি, জডন সাঞ্চো, হাকিমিরা তাঁদের অতীতের ঝলক দেখাতে পারেন কিনা সেই দিকে সকলে তাকিয়ে রয়েছে।

হাঁপানি আক্রান্ত বাবাকে নিয়ে ভয়

করোনাভাইরাস মহামারির মধ্যে সবচেয়ে দুশ্চিন্তার বিষয় কি? বেঘোরে নিজের প্রাণটা না হারানো। সে ভাবনা তো চিরন্তন, তবে এরপর অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পরিবার উঠে আসে সবার আগে। ধরুন, এই মহামারির মধ্যে আপনাকে নিজের পেশায় ফিরতে বলা হলো। তখন নিজেকে নিয়ে দুশ্চিন্তা তো থাকেই, ভাবতে হয় পরিবার নিয়েও।নিজের মাধ্যমে যদি তারাও সংক্রমিত হয়! ঠিক এ ভয়টাই পাচ্ছেন ইংল্যান্ড স্ট্রাইকার ট্যামি আব্রাহাম।

বুন্দেসলিগা শুরু হচ্ছে আজ। শীর্ষ পর্যায়ে লিগ মাঠে ফেরানোর কথা ভাবছে স্পেন ও ইতালিও। ইংল্যান্ড বসে থাকবে কেন? পারলে জুনেই ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ মাঠে ফেরাতে চায় তারা। চেলসি স্ট্রাইকার আব্রাহাম আর দশজন ফুটবলারের মতোই এ নিয়ে চিন্তিত। করোনা মহামারি কাটার আগেই মাঠে ফেরা ঠিক মেনে নিতে পারছেন লিগের অধিকাংশ ফুটবলার। সংক্রমণের ঝুঁকি নিয়ে চিন্তিত তারা।আগামী মঙ্গলবার থেকে অনুশীলনে ফিরতে পারবেন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ফুটবলাররা। করোনা সংক্রমণ এড়াতে সরকারি বিধিনিষেধ ও সামাজিক দূরত্ব মেনে চলতে হবে তাদের, যদিও খেলাটার নাম ফুটবল। প্রতি সপ্তাহে ন্যূনতম দু-বার স্বাস্থ্য পরীক্ষার পাশাপাশি অনুশীলন সেশনের ৪৮ ঘন্টা আগেও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে ফুটবলারদের।

তবু সংক্রমণের ভয় থেকেই যায়। হাজার হোক ফুটবল তো ‘ফিজিক্যাল কনটাক্ট’ খেলা। ২২ বছর বয়সী আব্রাহাম তাঁর বাবাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছেন। তাঁর মাধ্যমে বাবার শরীরে করোনা ছড়ালে এর চেয়ে খারাপ কিছু আর হতে পারে না, বলেছেন আব্রাহাম, ‘আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ফুটবল তো যে কোনো সময়ই ফেরানো যাবে। এটা নিরাপদ হলে সম্ভব, কিন্তু তা না হলে আমরা অপেক্ষা করব।’

অ্যাস্টন ভিলায় ধারে খেলা আব্রাহাম এরপরই তাঁর বাবার প্রসঙ্গ তোলেন, ‘বাবার হাঁপানি আছে। প্রিমিয়ার লিগে ফিরলে ঈশ্বর না করুন যদি করোনায় সংক্রমিত হই এবং সেখান থেকে ঘরেও হয়, তাহলে এর চেয়ে খারাপ কিছু আর হতে পারে না।’

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ কবে মাঠে ফিরবে তা এখনো নিশ্চিত নয়। এ নিয়ে কর্তৃপক্ষ ও ক্লাবগুলোর মধ্যে কথা চলছে। সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, জুনে খেলা ফেরানোর সম্ভাবনা নিয়ে ভাবছেন তারা।

টেস্ট খেলতে মোস্তাফিজকে এই কাজটা পারতেই হবে

টেস্ট খেলতে হলে মোস্তাফিজুর রহমানকে কী করতে হবে জানিয়েছেন বোলিং কোচ ওটিস গিবসন।

সাদা বলে কোনো কথা নেই। ”অটোমেটিক চয়েজ” বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই। কিন্তু লাল বলে যত সমস্যা। সুইং নেই। ভালো লেংথে টানা বল করে যাওয়ার ধৈর্য্যেও আছে ঘাটতি। মোস্তাফিজুর রহমানের তাই টেস্ট খেলা হচ্ছে না।

আপাতত, কথাটা জুড়ে দেওয়া ভালো। কারণ নিয়মিত টেস্ট দলে সুযোগ হয় না বাঁহাতি এ পেসারের। হেড কোচ রাসেল ডমিঙ্গো দায়িত্ব নিয়েই মোস্তাফিজকে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, টেস্ট খেলতে হলে সুইং ও নিয়ন্ত্রণ রপ্ত করতে হবে।

এরপর থেকে নতুন বোলিং কোচ ওটিস গিবসনের সঙ্গে মোস্তাফিজের যত ব্যস্ততা। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ঘরের মাঠে সর্বশেষ টেস্টের সময় ম্যাচের ফাঁকে ফাঁকে দুজন মিলে কাজ করতেন বলের সিম ও কবজির অবস্থান নিয়ে। শুধু কাটার, লেংথ থেকে বেরিয়ে যাওয়া বল ও বাউন্সার দিয়ে টেস্ট ব্যাটসম্যান আউট করা কঠিন। বাঁহাতি পেসার হয়ে ডানহাতি ব্যাটসম্যানদের ভেতরে বল নিতে না পারলে টেস্ট বোলার যে মোস্তাফিজের তেমন বিশেষত্ব থাকে না।

গিবসনের বিশ্বাস, সুইং, ধৈর্য ও নিয়ন্ত্রণ যোগ করতে পারলে তিন সংস্করণের বোলার হতে পারবেন মোস্তাফিজ। প্রথম আলোকে তিনি বলেন, ”ধারাবাহিকভাবে সে যদি ডানহাতিদের ভেতরে বল আনতে পারে, তাহলে টেস্ট দলে সুযোগ পাবে। আর টেস্ট ক্রিকেট হচ্ছে ধৈর্যের খেলা। বলের পর বল, ওভারের পর ওভার, ডট বলের পর ডট বল করে যেতে হবে। সাদা বলের জন্য সব আছে ওর কাছে। কিন্তু টেস্ট ব্যাটসম্যান আউট করতে ধৈর্যশীল হবে হবে। নিয়ন্ত্রণ আরও নিখুঁত করতে হবে।”

কোচ হিসেবে গিবসনের অভিজ্ঞতার হাঁড়ি বেশ সমৃদ্ধ। দীর্ঘদিন ইংল্যান্ডের বোলিং কোচের দায়িত্ব পালন করার পর দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান কোচ হন। ২০১৯ বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার চাকরি হারিয়ে বাংলাদেশে আসেন গিবসন। গত বিপিএলে রংপুর রেঞ্জার্সের কোচ ছিলেন। এরপরই প্রধান কোচ রাসেল ডমিঙ্গোর ডাকে বাংলাদেশের বোলিং কোচের দায়িত্ব নেন।

পেসারদের মরুভূমি হলেও বাংলাদেশে সোনা ফলাতে চান ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক এ অলরাউন্ডার। তবে সেটা ঘরোয়া ক্রিকেটের সংস্কৃতি বদল হলেই সম্ভব, ”বাংলাদেশি পেসারদের অধারাবাহিকতার কারণ ওই ঘরোয়া ক্রিকেটেই। দিনে ২০ ওভার বোলিং তো করতে হবে। না হলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এসে ওদের কাছে লম্বা সময় বোলিং আশা করা ঠিক না, বিশেষ করে দেশের বাইরে।”

২০১৫ সালে ইংল্যান্ড দলের সঙ্গে বাংলাদেশ সফর করেছিলেন গিবসন। চট্টগ্রামে ইংল্যান্ডের কাছে অল্পের জন্য হারলেও ঢাকায় ইংল্যান্ডকে হারিয়ে টেস্ট সিরিজ ড্র করে বাংলাদেশ। ঘরের মাঠে বাংলাদেশের স্পিন শক্তি কেমন সেই সিরিজে হাড়ে হাড়ে টের পায় ইংল্যান্ড। ২০১৭ সালে বাংলাদেশের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে দক্ষিণ আফ্রিফার প্রধান কোচ ছিলেন গিবসন। তখন আবার দেশের বাইরে বাংলাদেশের বোলিংয়ের দুরবস্থা টের পান এই ক্যারিবিয়ান কোচ।

এখন বাংলাদেশের দায়িত্ব নিয়ে দৃশ্যপট বদলাতে চান তিনি। সেজন্য দরকার হলে ঘরের মাঠে টেস্ট উইকেটের চরিত্র বদলানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন গিবসন, ”ঘরের মাঠে দলটা সবসময়ই ভয়ংকর। এখন আমরা দলকে দেশের বাইরেও প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার মতো অবস্থায় নিতে চেষ্টা করছি। জিম্বাবুয়ের সঙ্গে টেস্টে উইকেটে সবুজ ঘাস রেখে দেওয়া হলো। ফাস্ট বোলাররা তাতে উৎসাহ পেয়ে দারুণ বোলিং করেছে। সামনেও এমন কিছু করতে পারি। আমাদের কাজ ওদের সব কন্ডিশনের জন্য তৈরি করা।”

“সস্তার তিন অবস্থা” দেখাচ্ছেন তিনি

এ প্রজন্মের সেরা মিডফিল্ডারদের কাতারে থাকার কথা ছিল তাঁর। এখনো পায়ের কাজ কিংবা মাঠে সতীর্থদের খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা ঈর্ষণীয়। এমন মিডফিল্ডারকে মুফতে পাওয়ার লোভ কে সামলাতে পারে? জুভেন্টাসও পারেনি, তাই গত দলবদলে দলে টেনেছে আদ্রিয়ান রাবিওতকে। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত এখন বিষফোঁড়া হয়ে উঠেছে ইতালিয়ান চ্যাম্পিয়নদের জন্য।

করোনাভাইরাসের কারণে জুভেন্টাসের সব খেলোয়াড় ও কোচ চার মাসের বেতন না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এতে প্রায় ৮০ মিলিয়ন ইউরো খরচ বেঁচে যাবে ক্লাবের। যা দিয়ে আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবে দলটি। এবং ক্লাবের সাধারণ কর্মকর্তাদের বেতন নিশ্চিত করতে পারবে তারা। এমন মহৎ কাজে সবাই রাজি হলেও রাবিওত রাজি হননি। ইতালির লা স্তাম্পা পত্রিকা জানিয়েছে, রোনালদোর পর ক্লাবের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেতন পাওয়া রাবিওত তাঁর বার্ষিক ৯ মিলিয়ন ইউরোর এক-তৃতীয়াংশ কমে যাওয়ার ব্যাপারে খুশি নন। তাই তাঁর মা ভেরোনিক রাবিওতের পরামর্শে নাকি এখনো ইতালিতে আসছেন না। ফ্রান্সে রয়ে গেছেন। ইতালির বাইরে থেকে যারা দেশটিতে ফিরছেন, তাদের ১৪ দিন কোয়ারেন্টিনে থাকতে হয়। ফলে রাবিওত যত দেরি করে ফিরবেন, তাঁর অনুশীলনে ফেরার সময়টা তত পিছিয়ে যাচ্ছে। রাবিওতের আচরণে জুভেন্টাস বোর্ড ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়েছে। অবশ্য এই মিডফিল্ডারকে কেনার সময়ই ক্লাবটির বোঝা উচিত ছিল কোন ঝামেলায় পড়তে যাচ্ছে তারা। ফ্রেঞ্চ মিডফিল্ডারের প্রতিভা নিয়ে কখনোই কারও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তাঁর আচরণ মাথাব্যাথার কারণ ছিল তাঁর আগের সব কোচের জন্যই। তাঁর এজেন্ট ও মা ভেরোনিকার উপস্থিতি সবকিছু আরও জটিল করে তুলত।

No.F.2(273)/STAT(A)/2020/P-II 30 2-
Government of Tripura Directorate
Economics & Statistics S
ankar Chowmuhani, Agartala
www.ecostattripura.gov.in
Dated, Agartala 15/10 /2020

Memorandum

The tender No.F.No.2(273)/STAT(A)/2020/P-II for supply and installation of ICT equipment for Directorate of Economics and Statistics, Govt. of Tripura was published on 24-Q9-2020. Last date for submission of bids was 14.10.2020. Now, the la' t date and time of bid submission has been extended. The revised last date and time of bid submission is 26.10.2020, 4.00 PM. All other terms and condition of the tender process will remain same.

ICA/C-1850/2020-21

(D. Debbarma)
Director

PRESS N leT. NO. 24/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21
Dated : 12.10-2020

The Executive Engineer, DWS Division Udaipur, Gornati District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender from the approved and eligible Contractors / Firms I Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC I MES / CPWD I Railway I P&T I Other State PWD I Central & State Sector undertaking for the following works :-.

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money
1	DNIeT. No. 31/DNIeT/SE/DWSC/UDP/2020-21	₹ 52,01,918.99	₹ 52,019.00
2	DNIeT. No. 32/DNIeT/SE/DWSC/UDP/2020-21	₹ 52,01,918.99	₹ 52,019.00
3	DNIeT. No. 33/DNIeT/SE/DWSC/UDP/2020-21	₹ 52,01,918.99	₹ 52,019.00
4	DNIeT. No. 46/DNIeT/SE/DWSC/UDP/2020-21	₹ 26,75,418.56	₹ 26,754.00
5	DNIeT. No. 47/DNIeT/SE/DWSC/UDP/2020-21	₹ 26,75,418.56	₹ 26,754.00
6	DNIeT. No. 51/DNIeT/SE/DWSC/UDP/2020-21	₹ 26,92,123.00	₹ 26,921.00
7	DNIeT. No. 52/DNIeT/SE/DWSC/UDP/2020-21	₹ 26,92,123.00	₹ 26,921.00
8	DNIeT. No. 53/DNIeT/SE/DWSC/UDP/2020-21	₹ 26,92,123.00	₹ 26,921.00
9	DNIeT. No. 54/DNIeT/SE/DWSC/UDP/2020-21	₹ 26,92,123.00	₹ 26,921.00
10	DNIeT. No. 135/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21	₹ 25,34,432.17	₹ 25,344.00
11	DNIeT. No. 136/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21	₹ 18,06,166.00	₹ 18,062.00
12	DNIeT. No. 137/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21	₹ 15,18,268.00	₹ 15,183.00

Last date and time for document downloading and bidding : Up to 15,00 Hrs on 02.11-2020
Place, Time and date of opening of online bid : 0/o the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur at 15:30 P M. on 02-11-2020 if possible Details tender notice may be seen in the office of the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur and office of the Assistant Engineer, DWS Sub-Division No- I/II, Udaipur/Kakraban/Killa/Rig/Amarpur/ Karbookl0mpi and the website https:// www.tripuratenders.gov.in
ICA/C-1846/2020-21

(ER. D. CHAKMA)
Executive Engineer DWS Division
Udaipur Gomati District, Tripura

প্রতিভাবান যুব শিল্পী পুরস্কার ২০১৯-২০
জন্য আবেদনপত্র

উত্তর পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, ডিমাপুর, নাগাল্যান্ড ১৮-৩০ বছর বয়সী শিল্পীদের কাছ থেকে প্রতিভাবান যুব শিল্পী পুরস্কার ২০১৯-২০ স্বীকৃতির জন্য আবেদনপত্র আহবান করেছেন। এই পুরস্কারের জন্য লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য, থিয়েটার, পেইন্টিং, হস্তকারু, বাঁশ-বেতের কাজ, কাষ্ঠশিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রকে বিবেচনা করা হবে। আবেদনকারীকে অবশ্যই উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাসিন্দা হতে হবে। যারা ২০১৮-২০১৯ বর্ষে আবেদন করেছেন অথচ নির্বাচিত হননি তারাও এই পুরস্কারের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনপত্র ডাউনলোড করা যাবে www.nezccindia.org.in আবেদন পত্র জমা করবেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সংস্কৃতি শাখায় এবং শেষ তারিখ ২৭ অক্টোবর,২০২০।

অধিকর্তা
তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

ICA/D-685/20

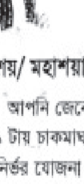

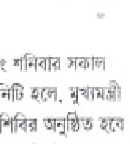

ত্রিপুরা সরকার
পঞ্চায়েত দপ্তর
আমন্ত্রন পত্র

মহাশয়/ মহাশয়া,

আপনি জেনে আনন্দিত হবেন যে ১৭ই অক্টোবর ২০২০ইং শনিবার সকাল ১১ টায় চাকমাঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন চাকমাঘাট কমিউনিটি হলে, মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনা (গ্রামীন) -এর উপর এক বিশেষ সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হবে। এই শিবিরে উক্ত যোজনার দ্বারা, গ্রামাঞ্চলের ব্যবসায়ীদের দ্রুত স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিস্তারিত ভাবে আলোকপাত করা হবে।

উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় উদ্বোধক তথা অতিথি সহ নিম্নে উল্লেখিত সম্মানিত অতিথিগণ উপস্থিত থাকবেন।

উদ্বোধক:- ড: অতুল দেববর্মা, মাননীয় বিধায়ক, ত্রিপুরা বিধানসভা।
প্রধান অতিথি:- শ্রী জয়দেব দেববর্মা, মাননীয় সভাধিপতি, খোয়াই জেলা পরিষদ।
সন্মানীয় অতিথি :-
১) শ্রী হরিশংকর পাল, মাননীয় সহ-সভাধিপতি, খোয়াই জেলা পরিষদ।
২) শ্রীমতি যমুনা দাস (রায়), মাননীয়া চেয়ারপার্সন, তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতি।
৩) শ্রীমতি পদ্মকুমারী রাংখল, মাননীয়া চেয়ারপার্সন, তেলিয়ামুড়া বি.এ.সি।
৪) শ্রী অপু গোপ, মাননীয় ভাইস-চেয়ারপার্সন, তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতি।
বিশেষ অতিথি:- :- শ্রী ভাস্বর ভট্টাচার্য্য, মাননীয় মহকুমা শাসক, তেলিয়ামুড়া।
সভাপতি :- শ্রীমতি মিনতী দেবনাথ, মাননীয়া প্রধান, চাকমাঘাট গ্রামপঞ্চায়েত।

এই অনুষ্ঠানে আপনাদের সাদর আমন্ত্রন জানাচ্ছি।

ICA/D-688/20

ইতি -
নিবেদক
এক্সিকিউটিভ অফিসার
তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতি
(সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক)
তেলিয়ামুড়া আর.ডি.ব্লক
তেলিয়ামুড়া, খোয়াই জেলা

করোনা-সংক্রমণ ৭৩.৭০ লক্ষ ভারতে মৃত্যু বেড়ে ১,১২,১৬১

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): করোনাভাইরাসের দৌরাত্ম্য ভারতে বেড়েই চলেছে। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৭৪-লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছে গেল করোনা-সংক্রমণ। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৭৩,৭০,৪৬৯-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ৮৯৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৬৩,৩৭১ জন।

শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,১২,১৬১ জন এবং মোট সংক্রমিত ৭৩,৭০,৪৬৯ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৬৪,৫৩,৭৮০ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৮ লক্ষ ০৪ হাজার ৫২৮।

ভারতে প্রতিদিনই স্বস্তি দিচ্ছে করোনা-টেস্টার সংখ্যাও। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৯.২২ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে করোনা-পরীক্ষা। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৯,২২,৫৪,৯২৭-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ১০.২৮ লক্ষের বেশি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৫ অক্টোবর (বৃহস্পতিবার সারা দিনে) ভারতে ১০,২৮,৬২২টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত দেশে ৯,২২,৫৪,৯২৭টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

প্রয়াত বিহারের মন্ত্রী কপিল দেও কামাত, শোকস্তব্ধ নীতীশ কুমার

পাটনা, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস ফের কেড়ে নিল প্রাণ। প্রয়াত হলেন বিহারের পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রী তথা জনতা দল ইউনাইটেড (জেডিইউ)-এর প্রবীণ নেতা কপিল দেও কামাত। কোভিড-১৯ ভাইরাস সংক্রমিত ছিলেন মন্ত্রী কপিল দেও কামাত। পাটনা এইমস-এর ভেন্টিলেশনে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। এইমস-এ চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন মন্ত্রী কপিল দেও কামাত। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর।

১০ বছরের জন্য মন্ত্রী ছিলেন জেডিইউ-র প্রবীণ নেতা কপিল দেও কামাত। বিগত ৪০ বছর ধরে রাজনীতিতে তিনি সক্রিয় ছিলেন। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর বিগত কিছু দিন ধরে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। পাটনা এইমস-এর চিকিৎসকদের একটি বিশেষ টিম সর্বদা তাঁর শারীরিক অবস্থার দিকে নজর রাখছিল। কিন্তু, চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে প্রয়াত হয়েছেন মন্ত্রী কপিল দেও কামাত।

মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ছিলেন কপিল দেও কামাত। প্রবীণ এই জেডিইউ নেতা অসুস্থ থাকায় এবারের বিহার বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী করা হয়েছে কামাতের মেয়ে মীনা কামাতকে। মধুবনীর বাবিবার্হী আসনের প্রার্থী করা হয়েছে মীনা কামাতকে। শুক্রবার কামাতের মৃত্যুর দুঃসংবাদ শোনার পর শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার।

তেলেঙ্গানায় করোনায় মৃত বেড়ে ১,২৫৬, সুস্থতা ৮৮.৭৯ শতাংশ

হায়দরাবাদ, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): তেলেঙ্গানায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ফের বাড়ল। তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১,৫৫৪ জন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও ৭ জনের। ফলে তেলেঙ্গানায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল, ২,১৯,২২৪ জন এবং ১,২৫৬। স্বস্তি দিয়ে তেলেঙ্গানায় বাড়ছে সুস্থতার সংখ্যা, তেলেঙ্গানায় এই মুহূর্তে সুস্থতার সংখ্যা ৮৮.৭৯ শতাংশ।

শুক্রবার সকালে তেলেঙ্গানা সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১,৫৫৪ জন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও ৭ জনের। রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১,৯৪,৬৫৩ জন (৮৮.৭৯ শতাংশ)। বৃহস্পতিবার রাত আটটা পর্যন্ত সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ২৩,২০৩ জন।

পুঞ্চে ফের সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন, পাকিস্তানকে প্রত্যাঘাত ভারতের

জম্মু, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলায় নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গোলাগুলি বর্ষণ করে ফের আক্রমণ শানাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। শুক্রবার সকালে পুঞ্চ জেলার মানকোটে সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর হামলা চালায় পাক সেনা। পাকিস্তানি সেনাকে প্রত্যাঘাতে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনা। ভারত-পাক সেনার মধ্যে গুলির লড়াইয়ে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার সকাল ৫.১৫ মিনিট থেকে পুঞ্চ জেলার মানকোটে সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর

ছয়ের পাতায় দেখুন

এআইএসএ'র পক্ষ থেকে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্যকে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার পক্ষ থেকে ৯ দফা দাবিতে শুক্রবার ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। ডেপুটেশন প্রদান শেষে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান, করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের এবং অভিভাবকদের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে। এই সংকটজনক অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স ফি কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাতে বিপাকে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্র ছাত্রীরা। ভর্তি ফি ও অনেক বৃদ্ধি করা হয়েছে।এসব বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নজরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বাস সার্ভিস চালু করার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।এছাড়া পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত সমস্যা দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা করতে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন বলে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন।

প্রয়াত বিশিষ্ট আবৃত্তিকার প্রদীপ ঘোষ

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি. স.) : শুক্রবার ভোরে চলে গেলেন বাংলার আবৃত্তি জগতের নক্ষত্র প্রদীপ ঘোষ। পরিবার সূত্রের খবর, উপসর্গহীন কোভিডে দক্ষিণ কলকাতায় যোধপুর পার্কের বাড়িতে ঘুমের মধ্যেই প্রয়াত হন। প্রদীপবাবুর দীর্ঘকালের সহকর্মী

ছয়ের পাতায় দেখুন

অবশেষে চোরের স্বীকারোক্তিতে চুরি হওয়া স্বর্নালঙ্কার উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ অক্টোবর।। গকুলনগর সুকান্ত কলোনি এলাকায় চুরির ব্যাপারে একটি কেইস ফাইল করা হয়েছে বিশালগড় থানায়।

ঐ এলাকার অধিকাংশ পরিবারের বক্তব্য বেশ কয়েকদিন ধরে এলাকায় চুরির ঘটনায় গোটা এলাকা উতপ্ত।

এলাকার জনগন ঐদিন কিশোর সরকার নামে এক চুরকে আটক করে থানায় খবর দেয় এবং খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ চুরকে থানায় নিয়ে আসে। ঘটনার দিন গকুলনগর সুকান্ত কলোনি এলাকার মোট আট জন তাদের বাড়িতে চুড়ি হয়েছে বলে থানায় অভিযোগ দায়ার করে।

এলাকাবাসীর বক্তব্য চুর কিশোর সরকার এলাকার বিশ্বজিৎ সরকারের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন এবং চুড়ি করা সমস্ত জিনিসপত্র বাড়ির মালিকের কাছে বিক্রি করে।

অবশেষে চুড় কিশোর সরকারকে আদালতে সুপর্দ করলে আদালত তাকে একদিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠায়।

বিশালগড় থানার সাব ইন্সপেক্টর রাজু দাস চুর কিশোর সরকারকে জিজ্ঞেসাবাদ করে চুরের কাছ থেকে আগরতলা রামনগর একটি স্বর্নকারের দোকানের খবর পায় যে দোকানে নাকি চুরির জিনিসগুলো বন্ধক কিংবা বিক্রি করে থাকেন এবং শুক্রবার সাব ইন্সপেক্টর রাজু দাস পুলিশ বাহিনীকে নিয়ে রামনগরের সেই দোকানে হানা দেয় এবং গকুলনগর এলাকার কনিকা কর স্বামী সুভাষ করের বাড়িতে চুরি হওয়া দুটো সোনার চেইন এবং একটি সোনার রকেট উদ্ধার করে মালিক সমেত আটক করে বিশালগড় থানায় নিয়ে আসে।

থানায় আসার পর এই জিনিসগুলো চুড়ি হওয়া অভিযোগ মুলে কনিকা করকে থানায় খবর দেয় এবং জিনিস গুলো এদের কিনা চিহ্নিত করে।

এই চুড়ির ঘটনায় গোটা গকুলনগর এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। বিশালগড় থানায় কেইস নাম্বার ৫৯/২০,৮/১০/২০২০ মুলে অভিযুক্তদের আটক করা হয়েছে। নিজ বাড়ি থেকে চুড়ি হওয়া জিনিসগুলো ফেরত পাবে বলে কনিকা কর বিশালগড় থানার সাব ইন্সপেক্টর রাজু দাসকে সম্মান জানিয়েছেন।

তাছাড়া ঐ এলাকার চুড়ি হওয়া সকলের জিনিসপত্রগুলো তদন্ত ক্রমে সবকিছু ফিরিয়ে আনবে বলে জানিয়েছেন এসআই রাজু দাস।

গন্ডাছড়ার রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা দেখলেন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৬ অক্টোবর।। গন্ডাছড়া প্রত্যন্ত এলাকার রাস্তা ঘাট সরজমিনে কতিয়ে দেখতে শুক্রবার সাংসদ রেবতি ত্রিপুরা মহকুমার প্রত্যন্ত এলাকায় ছুটে যান। এই দিন সকাল নয়টা থেকে বিকেল তিনটা পর্যন্ত এক এক করে মোট বিশটা রাস্তা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে ওনার সঙ্গে ছিলেন ধলাই জেলার জেলা শাসক, গন্ডাছড়া মহকুমা শাসক সহ জেলা এবং মহকুমা স্তরের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগন। সাংসদ রেবতি ত্রিপুরা সাংবাদিকদের জানান বিশটা রাস্তার মধ্যে বেশ কিছু রাস্তা ২০১৩,১৪,১৫ সালের মধ্যে শেষ হবার কথা ছিল। কিন্তু এখনো শেষ হয় নি। এর জন্যেই এই সব রাস্তা গুলো নিজ চোখে দেখতেই তাদের এই সফর বলে জানান। তিনি আরো জানান কাজের গুনগত মান বজায় রেখে আগামী মার্চ মাসের মধ্যে রাস্তা গুলোর কাজ শেষ করতে নির্দেশ দেন। সাংসদ বলেন দীর্ঘদিন ধরে কাজ হচ্ছিল না। মাঝে করোনা ভাইরাসের প্রভাবে কাজ বন্ধ ছিল। এখন গত এক দুই মাস যাবৎ কাজ আবার শুরু হয়েছে। তিনি আশা ব্যক্ত করে বলেন আগামী মার্চ মাসের মধ্যে প্রত্যন্ত এলাকার রাস্তা গুলোর মেরামতের কাজ শেষ হবে।

একই দিনে বিশালগড় ও চড়িলাম তপশিলি জাতি মোর্চার উদ্যোগে অভিনন্দন র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম ১৬ অক্টোবর।। শুক্রবার বিকেলে ১৯ চড়িলাম মন্ডল এবং বিশালগড় তপশিলি জাতি মোর্চার উদ্যোগে এক অভিনন্দন র‍্যালি করা হয়েছে। চড়িলাম মন্ডলের তপশিলি জাতি মোর্চার কর্মীরা র‍্যালির মাধ্যমে চড়িলাম বাজারের রাজপথে চক্রান্তকারী সিপিএমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহবান জানাই। পাশাপাশি বিশালগড় মন্ডলের কর্মীরা একই স্লোগানের মাধ্যমে বিশালগড়ের রাজপথে আন্দোলন গড়ে তুলেছে।প্রায় শত শত মহিলা, পুরুষ কর্মী আজকের এই অভিনন্দন র‍্যালিতে অংশগ্রহন করেছে।

মাশরুম চাষের প্রশিক্ষণ বিশালগড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম ১৬ অক্টোবর।। শুক্রবার বিশালগড় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয় হরিশ নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে কলেজ বায়োটেক ক্লাব প্রজেক্ট এর মাধ্যমে একটি মাশরুম কন্টেভিশনের প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়।উক্ত প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেব বর্মন, অনিমেষ দাস আইএএস ডাইরেক্টর অব বায়োটেকনোলজি গর্ভমেন্ট অফ ত্রিপুরা, উপস্থিত ছিলেন প্রধান হরিশ নগর গ্রাম পঞ্চায়েত তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন চিত্রা পাল প্রিন্সিপাল ইনচার্জ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয় বিশালগড়। আগরতলা শহরের মধ্যে যে নামিদামি কলেজগুলো রয়েছে সে সমস্ত কলেজগুলোতে পেছনে ফেলে ভালো কাজে পারদর্শী তার প্রকাশ দিয়ে আজ বিশালগড় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয় কলেজ বায়োটেক ক্লাব প্রযুক্তি পেয়েছেন তার জন্য এই কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের একপ্রকার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেব বর্মন।

২৪ ঘন্টায় ১০.২৮ লক্ষ ভারতে ৯.২২ কোটি ছাড়াল করোনা-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): বাড়তে বাড়তে ভারতে ৯.২২ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষা। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৯,২২,৫৪,৯২৭-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ১০.২৮ লক্ষের বেশি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৫ অক্টোবর (বৃহস্পতিবার সারা দিনে) ভারতে ১০,২৮,৬২২টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত দেশে ৯,২২,৫৪,৯২৭টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ভারতে দ্রুত করোনা-মুক্ত হচ্ছেন প্রচুর রোগী। একইসঙ্গে কমছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও। শুক্রবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৬৪,৫৩,৭৭৯ জন, সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৮,০৪,৫২৮। ভারতে মৃত্যুর সংখ্যা ১,১২,১৬১-তে পৌঁছেছে।

শান্তিরবাজারে সোলার লাইট বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৬ অক্টোবর।। শান্তির বাজার ও জোলাইবাড়ী বিদ্যালয় পরিদর্শকের উদ্দ্যোগে এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে সোলার লাইট বিতরণ করাহয়। আজ শান্তির বাজার বিদ্যালয় পরিদর্শকে কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে ৬১ টি বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের হাতে ছাত্র ছাত্রীদের জন্য সোলার লাইট বিরতন করাহয়। রাজ্যসরকার সকলের উন্নয়নের স্বার্থে বিভিন্ন কাজ করেযাচ্ছে। এরমধ্যে ভিষন ডোকমেন্টের পতিশ্রুতির বাইরেও কাজ করেযাচ্ছে রাজ্য সরকার। যারফলশ্রুতি হিসাবে ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষালাভের জন্য সোলার লাইট বিতরনের ব্যাবস্থা করাহয়। বর্তমানে ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলে সামান্য ঝড় বৃষ্টি হলেই বিদ্যুৎ চলেযায়। অপরদিকে কিছুজায়গায় প্রতিনিয়ত বিদ্যুৎতের সমস্যা লেগেইথাকে। এতে করে ছাত্র ছাত্রীদের লেখাপড়া করতে বিশেষ অসুবিধার সন্মুখিন হতেহয়। তাই রাজ্য সরকার ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশুনার সুবিধার্থে সোলার লাইট বিতরনের ব্যাবস্থা করেছেন। ২০১৯ সালে প্রস্তাবিত সোলার লাইট এখন বিতরন করাহচ্ছে। করোনা মহামারির জন্য এত দিন সোলার লাইট বিতরন সম্ভব হয়নি। এখন রাজ্যসরকার সোলার লাইটগুলি ছাত্র ছাত্রীদের হাতে তুলেদেবার চিন্তা ভাবনা করেছেন। তাই আজ এক অনুষ্ঠানে মধ্যদিয়ে শান্তির বাজার বিদ্যালয় পরিদর্শকের আওতাধীন ৬১ টি বিদ্যালয়ের ৭হাজার ৬০০ টি সোলার লাইট বিতরন করাহয়। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৩৬ শান্তির বাজার বিধানসভার বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, শান্তির বাজার বিদ্যালয় পরিদর্শক দুলাল বিশ্বাস সহ অন্যান্য অতিথীবৃন্দ। অপরদিকে জোলাইবাড়ী বিদ্যালয় পরিদর্শকের উদ্দ্যোগে জোলাইবাড়ী এম এম বালিকা হাইস্কুলে এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে ৬২ টি স্কুলের মধ্যে ৬ হাজার ৮০০ টি সোলার লাইট বিতরন করাহয়। আজকের এই সোলার লাইট বিতরনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিন জেলার শিক্ষা আধিকারিক সুবীর মজুমদার, জোলাইবাড়ী বিদ্যালয় পরিদর্শক বিকাশ দেবনাথ, জোলাইবাড়ী ব্লকের বি এ সি চেয়ারম্যান অশোক মগ, জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রবি নমঃ, ভাইস চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, শান্তির বাজার বিদ্যালয় পরিদর্শক দুলাল বিশ্বাস সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। আজকের এই সোলার লাইট বিতরনি অনুষ্ঠান সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান দক্ষিন জেলার শিক্ষা আধিকারিক সুবীর মজুমদার। তিনি জানান আগামী কিছুদিনেরমধ্যে বিলোনীয়া ও সাব্রুম মহকুমায় এই সোলার লাইট বিতরন করাহবে। এরমধ্যে সাব্রুম মহকুমায় ১৭ হাজার ৭০ জনকে এই সোলার লাইট বিতরন করাহবে। অপরদিকে বিলোনিয়ায় প্রায় ১৯ হাজার ৫০০ সোলার লাইট বিতরন করাহবে। তিনি আশাবেক্তকরেন দূর্গাপূজার আগেই ছাত্র ছাত্রীরা সোলার লাইট পেয়ে যাবে। নিজস্ব প্রতিনিধির রিপোর্ট প্রতিবাদী ত্রিপুরা।

বিদ্যুৎ নিগমের অফিসের সামনে বিক্ষোভ এসইউসিআই'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। বনমালী পুরের বিদ্যুৎ নিগমের প্রধান কার্যালয়ের সামনে ৮ দফা দাবির ভিত্তিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে এসইউসিআই। সংগঠনের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল বিদ্যুৎ নিগমের আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেন। ৮ দফা দাবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কোন ভাবেই বেসরকারিকরণ যাবে না।বিদ্যুৎ নিগমের যে পাঁচটি ডিভিশনকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে সেগুলিকে অবিলম্বে সরকারের হাতে ফিরিয়ে আনতে হবে।বিদ্যুৎ নিগমের পাঁচটি ডিভিশনকে বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত কোনভাবেই হিতকর নয় বলে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।এ ধরনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।বিদ্যুৎ নিগমের আধিকারিক এসব বিষয়ে খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে প্রতিনিধি দলের সদস্যদের আশ্বস্ত করেছেন বলে জানানো হয়েছে।

হাঁপিয়ে গিয়েছেন নীতীশ, রাজ্যকে চালিয়ে যেতে অক্ষম তেজস্বী যাদব

পাটনা, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে বাক-যুদ্ধ। এবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে "অক্ষম" আখ্যা দিলেন রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-এর নেতা তেজস্বী যাদব। শুক্রবার লালু প্রসাদ যাদবের পুত্র তেজস্বী জানিয়েছেন, "হাঁপিয়ে গিয়েছেন নীতীশ কুমার, তাই রাজ্যকে চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তিনি অক্ষম।" এছাড়াও শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে নীতীশের কোনও মনোযোগ নেই বলেও মন্তব্য করেছেন তেজস্বী।

মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে আক্রমণ করে শুক্রবার তেজস্বী যাদব বলেন, "রাজ্যের উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এবং দারিদ্র্যের বিষয়ে তিনি কথা বলতে চান না। তিনি বলেন, বিহার ল্যান্ডলকড রাজ্য, তাই শিল্প স্থাপন করা যাচ্ছে না, ফলে নতুন চাকরিও হচ্ছে না।" নীতীশকে "অক্ষম" আখ্যা দিয়ে তেজস্বী বলেন, হাঁপিয়ে গিয়েছেন নীতীশ কুমার, তাঁর পক্ষে রাজ্যকে সামলানো সম্ভব নয়।

২৪ ঘন্টায় করোনা-আক্রান্ত ২,১৩৮ জন, ওডিশায় মৃত্যু বেড়ে ১,১০৪

ভুবনেশ্বর, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): ওডিশায় ফের বাড়ল করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। ওডিশায় বৃহস্পতিবার সারা দিনে নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২,১৩৮ জন। শেষ ২৪ ঘন্টায় করোনা কেড়ে নিয়েছে আরও ১৫ জনের প্রাণ। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ওডিশায় সুস্থ হয়েছেন ২,৭৭২ জন। ফলে ওডিশায় করোনায় আক্রান্ত, মৃত্যু ও সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হল যথাক্রমে-২,৬৪,১৪৯, ১১০৪ এবং ২,৩৮,৫৩৫।

শুক্রবার সকালে ওডিশা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ২,১৩৮ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৬৪,১৪৯। ওডিশায় এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ২৪,৪৫৭ এবং করোনাকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ২,৩৮,৫৩৫ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৫ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ১,১০৪-এ পৌঁছেছে।

মালদহে বাইক ও অটোর সংঘর্ষে মৃত ৪, আহত দু"জন

মালদহ, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): মালধ জেলার সামসিতে মোটর বাইকের সঙ্গে অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৪ জন। মৃতদের মধ্যে তিনজন একই পরিবারের সদস্য। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দু"জন। আহতদের উদ্ধার করে মালদহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত ন'টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ৮১ নম্বর জাতীয় সড়কে।

পুলিশ সূত্রের খবর, হরিশ্চন্দ্রপুরের বাসিন্দা একই পরিবারের পাঁচজন অটোতে চড়ে গাজোলে যাচ্ছিলেন। সেই সময় উল্টোদিক থেকে দ্রুত গতিতে আসা বাইকের সঙ্গে অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাইক চালক ও দু"জন মহিলা অটো যাত্রীর। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় ১২ বছরের এক বালকের। আহত অবস্থায় দু'জনকে মালদহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বেপরোয়া গতির কারণেই দুর্ঘটনা, প্রাথমিক তদন্তে এমনই অনুমান পুলিশের।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।